সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত নরনারায়ণ রায়

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়

আমাদিগের সমাজে একটী প্রথা আছে, কাহারও সহিত কাহার কোনরূপ কুটুম্বিতা হইলে নূতন সম্বন্ধ-নিবদ্ধ উভয় ব্যক্তিই উভয়কে যথোপযুক্ত উপহার দিয়া থাকেন। আপনি মাদৃশজনের রচনাপাঠে প্রীত-চিত্ত হইয়া, কি স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ উদারতাবশ, জানি না, কি কারণে আমাকে মধুর 'বন্ধো!' সম্বোধন করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। যাহাহউক আপনি যখন এতদূর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আপনাকে আমার এই নূতন বন্ধুতার অভিজ্ঞানস্বরূপ একটী উপহার দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বন্ধো! আমি অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আপনার যোগ্য অথবা আমার শক্তি-সাধ্য উপহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কেবল আমার এই জন্মদুঃখিনী "জানকী" কে উপহারের যোগ্য দেখিতেছি। অতএব আপনাকে এই "জানকী" সমর্পণ করিতেছি, আপনি ইহার গুণগ্রামে না হউক, বন্ধুর প্রণয় চিহ্ন বলিয়া যদি এতৎ প্রতি একটু স্নেহভাব প্রদর্শন করেন, আমি অত্যন্ত বাধিত হইব।

ঢাকা বাবুরবাজার।
১লা পৌষ। ১২৭০।

শ্রীহরি[illegible]মিত্র।

বিজ্ঞাপন

বর্ত্তমানসময়ে, বাঙ্গলাভাষায় যে কয়েক খান নাটক বিদ্যমান আছে, তাহার অধিকাংশই আদিরসপ্রধান। অধিকাংশই ভদ্র কুলকামিনীগণের অধ্যয়নের অনুপযুক্ত। এই সকল কারণে স্ত্রীশিক্ষাবন্ধুগণ নাটক পাঠোৎসুকা তরুণীগণের হস্তে ঐ সকল নাটক অসংশয়িত চিত্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। একদা আমার কোন সহৃদয়বন্ধু প্রসঙ্গাধীন প্রাগুক্ত বিষয়াবতারণা করিয়া আমাকে সচ্চরিত্রতার আদর্শ স্বরূপ একখানী করুণরস-প্রধাননাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। আমিও বান্ধবের অনুরোধ বশম্বদ হইয়া দম্পতীর সচ্চরিত্রতা ও অকৃত্রিমপ্রেমপ্রবণতার পরাকাষ্ঠা স্বরূপ জানকীর বনবাস বৃত্তান্ত লইয়া মহাকবি ভবভূতির "উত্তর রামচরিত" অবলম্বন পূর্ব্বক জানকীনাটক প্রণয়নে অঙ্গীকৃত হই। জগদীশ্বরের অনুগ্রহে অদ্য সেই অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইল, কিন্তু বান্ধবের উদ্দেশ্য কত দূর সফলতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, সহৃদয় পাঠকগণের পরীক্ষা সাপেক্ষ। কিন্তু যাহারা

মহাকবি ভবভূতির নাটকোৎকৃষ্ট, "উত্তররাম-চরিত" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই জানকীর দুরবস্থা দর্শন করিয়া ব্যথিতনেত্র হইবেন, সন্দেহ নাই। ফলতঃ মহাকবি ভবভূতির কবিত্বের সহিত আমার যৎসামান্য কল্পনাশক্তি-সঙ্গতা হওয়ায় পয়োকুম্ভে গোমূত্র নিক্ষেপের ন্যায় যে মহাকবির সহৃদয়তা ও নাটক রচনা-চতুরতা বিকৃত হইয়া গিয়াছে, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। বাস্তবিক, যাঁহারা সংস্কৃত নাটকের রসাস্বাদনে তৃপ্তহৃদয়, বাঙ্গলাভাষার নাটক পাঠে তাঁহাদের কোন মতেই আমোদ জননের সম্ভাবনা নাই।

বীণার মৃদুলস্বর, শুনি যাঁরা নিরন্তর,
অতিশয় আমোদিত হন,
কঠোর পটহ-স্বর, তাঁহাদের তৃপ্তিকর,
হইবারে পারে কি কখন?

এস্থলে আর একটী কথারও উল্লেখ করা আবশ্যক, অনেক অবিশেষজ্ঞ পাঠকের এরূপ সংস্কার আছে যে, যে প্রস্তাব একবার একজন লিখিয়াছেন, কেহ আবার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করিলে প্রণেতার প্রতি

চরিত্রচর্ব্বণাপবাদ প্রদান, এবং সেই পুস্তকের প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন। এদোষটী বাঙ্গলাসাহিত্য-পাঠকদিগের মধ্যেই বাহুল্য রূপে লক্ষিত হয়। উল্লিখিত দোষদুষ্ট-পাঠকগণ " জানকী নাটক " এই নাম শ্রবণমাত্রই এতৎপ্রতি উপেক্ষা করিতে পারেন; অতএব এস্থলে তাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন পাঠকদিগকে বিজ্ঞাপ্য এই যে, যদিও এতন্নাটক সীতার বনবাস বৃত্তান্ত লইয়া প্রণয়ন করা হইয়াছে, তথাপি বাল্মীকিরামায়ণের প্রস্তাবের সহিত ইহার বিলক্ষণ বিভেদ আছে। আদ্যান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে পুরাতন প্রস্তাব বলিয়া এই " জানকীর " প্রতি অপ্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই নাটক প্রণয়নে উত্তররামচরিত, সর্ব্বার্থপূর্ণচন্দ্র, এবং সীতারবনবাস হইতে সহায়তা গৃহীত হইয়াছে, এবং কোন২ স্থানে ঐ সকল পুস্তকের কোন২ বাক্যও উদ্ধৃত করা গিয়াছে।

ঢাকা বাবুরবাজার }
১লা পৌষ ১২৭০। } শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।

স্ত্রীগণ।

জানকী (সীতা)	রাজমহিষী।
তরলিকা তমালিকা	সখী।
সেবিকা মাধবিকা	পরিচারিকা।
তমসা মুরলা	নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীদ্বয়।
বাসন্তী	(বনদেবী) সীতার সখী।
কৌশল্যা	রাজমাতা।
অরুন্ধতী	বশিষ্ঠের পত্নী।
আত্রেয়ী	বাল্মীকির ছাত্রী।
বসুমতী	সীতার প্রসূতি।
গঙ্গা	জলদেবী।

রাজমাতৃগণ, শান্তা এবং বিদ্যাধরী প্রভৃতি।

জানকী নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা, অশোকবন।

তরলিকা এবং তমালিকা সখী কুসুমচয়ন
করিতেছে।

তর। সখি, আমি কাল বড় এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি। তার অর্থ যে কি, ভেবে ঠাউরুতে পাচ্চি না। কিন্তু সেই স্বপ্ন দর্শন অবধি মন বড় কাতর হয়েছে।

তমা। কি স্বপ্ন সখি, বলনা?

তর। সখি, স্বপনে দেখি কি, যেন আমি একটী মনোহর উপবনে উপস্থিত হয়েছি——”

তমা। তারপর।

তর। তারপর সেই বাগানের এক ধারে দেখি, একটী হীরকখচিত আলবালের মধ্যে একটী মরকতময় সহকার তরু, একটী স্বর্ণ মাধবীলতা সেই তরুবরকে বেষ্টন করে রয়েছে। মাধবীলতার কুসুম প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী, মুকুল উদ্গত হয়েছে। সখি তমালিকে, সেই স্বর্ণ মাধবীলতার মাধুর্য্যের কথা আর আমি একমুখে কি বোলবো! এখন দেবীকে দেখ্‌লে যেমন নয়নের উৎসব জন্মে, সেই কুসুম প্রসবোন্মুখী হেমময়ী মাধবীলতাকেও দেখে তেম্নি আহ্লাদের সঞ্চার হতে লাগ্‌লো।

তম। সখি, কোন রমণীয়বস্তু দেখলে আপনিই মনে আহ্লাদ উপস্থিত হয়—তারপর?

তর। সখি, আমি সতৃষ্ণনয়নে মাধবীলতার শোভা দেখ্‌চি, এর মধ্যেই হঠাৎ একটা ঝঞ্ঝাবায় এসে, সেই মাধবীলতাকে ছিন্নভিন্ন করে৷ একবারে উন্মূলিত করে ফেল্লে। আমি অমনি "আ নির্দ্দয় প্রভঞ্জন! কি কল্লি!" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম, আর নিদ্রা ভঙ্গ হল। সখি, সেই অবধি, কি জানি আমার মন কেমন কচ্চে। অদেষ্টে কি ঘট্‌বে, বল্‌তে পারিনা।

তম। তাইত সখি, আমিত এস্বপনের কোন ভাব উদ্ধার কত্তে পাচ্চিনা। তা যদি স্বপনটা কোন অমঙ্গল ঘটনার অগ্রগামী হয়, রঘুকুল দেবতারা মঙ্গল করবেন।

তম। সখি, যাই হোক্, ভাবী অমঙ্গল নিরাকরণ জন্যে রঘুকুল দেবতাদিগে ষোড়শোপচারে পূজা দিতে হবে। কেমনা ঈশ্বরবলের উপর আর বল নাই।

তম। হাঁ, এত কল্লেই হবে। এখন শীঘ্র শীঘ্র ফুল তুলে নাও। (কুসুমচয়ন, কিঞ্চিৎকাল পরে) সখি, অনেক দিন হতে আমি তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসবো, ভাবচি, মনেও হয় না—”

তর। বলনা।

তম। না, এমন কিছু নয়; বলছিলাম কি আর্য্যশান্তা আমাদের মহিষীর ননোদ হলেন কোন্ সম্পর্কে?

তর। বেশ, তুমি কি আজো একথাটি জাননা!

তম। না সখি, এখানকার পুরণো ঘটনাগুলি আমি জান্‌বো কেমন করে? আমিত এখানকার মানুষ নই। মিথিলার রাজপরিবারের অনেক তত্ত্ব আমার জানা আছে।

তর। আর্য্যাশান্তা, আমাদের মহারাজের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই মহাদেবী কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু আদিরাজ দশরথ তাঁর প্রিয়বন্ধু অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদকে কন্যাটী দত্তক দ্যান। অঙ্গরাজ মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে সেই কন্যা সম্প্রদান করেন। এই সম্বন্ধে আর্য্যাশান্তা রাজমহিষী জানকীর ননোদ।

তমা। এতক্ষণে বুঝলাম। তাতেই রাজমাতারা জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে গিয়েছেন। মহিষী গর্ব্ভবতী, তবু অপেক্ষা করেন নাই।

তর। সখি, দেবী গর্ব্ভবতী না থাকুলে আমরাও যেতাম। মহিষী গেলেন না, আমাদেরও যাওয়া হ-লনা।

তমা। সখি, তুমি আমোদ প্রমোদ বড় ভাল-বাস, যজ্ঞে যেতে না পেরে বড় দুঃখিত হয়েছ—"

তর। না সখি, দুঃখু কি।

মাধবিকার প্রবেশ।

মাধ। বেশ সখি বেশ! এখনিত তোমাদের ফুলতোলার সময়! এদিকে আমরা দেবীকে নিয়ে শশব্যস্ত, তোমরা আপনার আমোদেই আছ। তা-নইত যে রাজমাতারা জামাতার যজ্ঞে গিয়েছেন. অন্তঃপুর এক প্রকার জনশূন্য বল্লে হয়। তোমরা এখন সর্ব্বদা দেবীর কাছে থাকুবে, দুট আমোদ প্রমোদ করে৷ তাঁর মন সুস্থির রাখ্‌বে, না আপনা-দের আমোদ প্রমোদ নিয়ে মেতে পড়েচ। ভাল তোমাদের বিবেচনা!

তর। সখি, আমরাত ছায়ার মত দেবীর সঙ্গে সঙ্গেই আছি—"

তমা। সখি, আমিত এইমাত্র দেখে এলেম মহিষী

রাজর্ষি জনকের সঙ্গে আলাপ কচ্চেন। তা একটু অ-বসর পেয়ে একবার বাগানে এলেম, ভাবলেম্ কতক গুল ফুল তুলে দেবীর জন্য মনের মতন করে এক ছড়া হার গাঁথি। তা এর মধ্যে কি এমন ভুল হয়ে গেল?

মাধ। সখি, রাজর্ষি জনক সংসারব্রত এক প্র-কার উজ্জাপন কর্‌ব্যে বসেচেন, এখন কেবল ঈশ্ব-রোপাসনাই তাঁর নিত্যকর্ম্ম। রাজর্ষি বড় মমতায় ঠেকেই কদিন এখানে ছিলেন, তা তিনিও এই মাত্র মিথিলায় গমন কল্লেন, তাতেই দেবী বড়ই আ-কুল হয়ে পড়েচেন। আমরা কোনমতেই তাঁকে সান্ত্বনা কত্তে পাচ্চি না, তাতেই চতুরা সখী বল্লে যে " মাধবিকে! তুমি তমালিকা আর তরলিকাকে ডেকে আন গে, ওরা এখন খানিক গানটান শুনিয়ে মহিষীর চিত্তরঞ্জন কর্‌বে।" তাই তোমাদের সন্ধানে এলেম, চিত্রশালা সঙ্গীতশালা সব দেখে আস্‌চি।

তমা। তা চল যাই, আমাদেরও ফুল তোলা হয়েছে।

সকলের গমন।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•◎•—

সীতার মন্দির।

রাম সীতা আসীন।

রাম। প্রিয়ে, গুরুজনেরা কি আমাদিগে বিস্মৃত হতে পারেন্? যদিও রাজর্ষি অদ্য মিথিলায় গমন করেছেন, তবুও তাঁর স্নেহ আমাদের প্রতি পূর্ব্ববৎই রয়েছে, কিছুকাল পর আবার তাঁর দর্শন লাভে আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হবে। তিনি এখানে নিয়ত থাক্‌লে তাঁর তপস্যার বিঘ্ন হয় যে—"

সীতা। নাথ! তা আমি জানি, কিন্তু তবু মন তাঁর অদর্শনে অত্যন্ত আকুল হচ্চে।

রাম। (সহাসে) পিতৃবৎসলা কন্যাদের এরূপ হয়েই থাকে।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। রামচন্দ্র!—না না, মহারাজ অযোধ্যানাথ—(নিস্তব্ধ)।

রাম। (সহাস্যবদনে) বল বল, শঙ্কা কি? তোমরা আমার পিতার সহচর, আমাকে বাল্যকাল হতেই রামচন্দ্র বলে আসছ, যা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, বল।

কঞ্চু। প্রভুর এরূপ সৌজন্যে অধীনেরা আপনাদিগে সৌভাগ্যশালী জ্ঞানকরে।—ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমহতে মহর্ষি অষ্টাবক্র আগমন করেছেন।

রাম। কৈ—তিনি কোথায়?

সীতা। শীঘ্র আসতে বল।

কঞ্চু। যে আজ্ঞে।

[গমন।

অষ্টাবক্রের প্রবেশ।

অষ্টাবক্র।

যিনি সর্ব্বসার, সর্ব্বাধার; নিরঞ্জন, নিরাকার;
নির্ব্বিহার, নির্ব্বিকার; নিত্য নিরাময়—
যিনি নিত্য নিরাময়,
যিনি অনাদি, অখিল স্বামী, সর্ব্বেশ, সর্ব্বত্রগামী
অন্তরাত্মা, অন্তর্যামী; নিখিল আশ্রয়—
যিনি নিখিল আশ্রয়;

যিনি বিশ্বকর, বিশ্বধর; বিশ্বহর, বিশ্বেশ্বর,
বিশ্বজন-অগোচর, অভয় অব্যয়—
যিনি অভয় অব্যয়;

সেই পরমেশ পরাৎপর, সকলমঙ্গলাকর,
মঙ্গল করুন তব, হইয়া সদয়—
তিনি হইয়া সদয়।

রাম এবং সীতা। প্রণাম। আসন প্রদান পূর্ব্বক, উপবেশন কত্তে আজ্ঞা হউক।

। অষ্টাবক্রের উপবেশন।

রাম। ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গের কুশলত? নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ হচ্ছে?

সীতা। আমার গুরুজনসকল তাব সানোদ ও ভাল আছেন? তাঁরা কি আমাদিগে মনে করেন? না যজ্ঞের আমোদ প্রমোদে বিস্মৃত হয়েছেন?

অষ্ট। হাঁ দেবি, ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গ আপনাকে স্নেহ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলেছেন "বৎসে! তুমি পূর্ণগর্ব্ভা, এজন্য তোমায় যজ্ঞে আনা হয় নাই, এই অপরাধে আমি যেন তোমার বিরাগভাজন না হই, যজ্ঞপূর্ণ হলেই আমরা সকলে অযোধ্যায় গিয়ে তোমার অঙ্কদেশ একবারে নবকুমারে সুশোভিত দেখে নয়নের চরিতার্থতা লাভ করবো।"

সীতা। (সলজ্জভাবে) ভগবতী অরুন্ধতী ভাল আছেন?

অষ্ট। হাঁ তিনি তাঁর শান্তা মহারাজকে বলেছেন "বধূ গর্ব্ভবতী, এসময়ে তার যে কিছু অভিলাষ হয় অবশ্য তা পূর্ণ করবে।"

রাম। (স্বগত) একথা বলা বাহুল্য। (প্রকাশে) গুরুজনের আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপাল্য।

অষ্টা। দেব, বশিষ্ঠদেব আপনাকে বলেছেন "বৎস রাঘব! জামাতার যজ্ঞানুরোধে আমাদিগে এখানে আরো কিছুদিন অবস্থিতি কত্তে হবে; তুমি বালক, কয়েক দিনমাত্র রাজপদে বরিত হয়েছ; সাবধান! প্রজারঞ্জন কার্য্যে যেন অণুমাত্রও শৈথিল্য না হয়। প্রজারঞ্জকতা গুণেই রঘুবংশীয়েরা বিখ্যাত, এটী যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।"

রাম। মহর্ষে, আপনি তাঁর চরণারবিন্দে আমার প্রণাম উপহার প্রদান করে৷ বল্‌বেন, "যদি প্রজাগণের অনুরঞ্জন নিমিত্ত আমায় পৃথিবীর সমুদয় সুখভোগে বঞ্চিত হতে হয়, এমন কি স্নেহ, মমতা, বিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রাণপ্রতিমা জানকীকে ত্যাগ কত্তে হয়, তাতেও আমি কিছুমাত্র কাতর হবনা। তিনি যেন নিশ্চিন্ত থাকেন; আমি প্রজারঞ্জন কার্য্যে নিয়তই অবহিত আছি।"

সীতা। (স্বগত) এমন না হলে সংসারের

লোকে একবাক্য হয়ে প্রাণবল্লভকে প্রজারঞ্জন বলে প্রশংসা করবে কেন।

অষ্টা। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব দেবীকে আরো বলেছেন "বৎসে! পৃথিবী তোমার জননী, রাজর্ষি জনক তোমার পিতা, আর মহাকর মিহিরদেব আর আমরা যাঁদের গুরু, তুমি তাঁদের বধূ; পৃথিবীতে যাহা প্রার্থনীয় তা সকলই তুমি লাভ করেছ। তোমায় আর কি আশীর্ব্বাদ করব; অহরহ এই প্রার্থনা কর্চ্ছি, বীরপুত্রবতী হও।"

রাম। অনুগৃহীত হলেম, ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষির আশীর্ব্বাদ অবশ্যই সফল হবে।

অষ্টা। সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তিনী হয়েছে, হে রাঘবেন্দ্র! আমি এক্ষণে বিদায় হই।

রাম এবং সীতা। প্রণাম।

[অষ্টাবক্রের প্রস্থান।

রাম। প্রিয়ে! আমাদের প্রতি গুরুজনের অত্যন্ত স্নেহ বলতে হবে—"

চিত্রপট হস্তে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। দেব এই সেই চিত্রপট, আপনি যা চিত্র কত্তে আদেশ করেছিলেন।

রাম। (ব্যগ্রচিত্তে) কৈ দেখি, কি পর্য্যন্ত চিত্র করা হয়েছে।

লক্ষ্মণ। দেবীর অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত।

রাম। হায়! স্বভাবশুদ্ধ পদার্থের আবার শোধন! তীর্থজল, অনল কি অন্য হতে শুদ্ধ হয়ে থাকে? কিন্তু লোকরঞ্জন কি দুরূহব্রত! আমাকে একসময় তাও কত্তে হয়েছিল!

সীতা। নাথ! আপুনি কুলোচিত কর্ম্মই করেছিলেন, না কল্লে নির্ম্মল রঘুকুলে কলঙ্ক হত, আর আমিও লোকাপবাদ হতে মুক্ত হতে পারতেমনা। প্রিয়তম! আর ও কথায় কাজনাই, এখন চিত্রপট দেখা যাক্ (চিত্রপট দর্শন)।

সীতা। (অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দেশপূর্ব্বক) নাথ, এসকল কি?

রাম। জৃম্ভকাস্ত্র। এই অস্ত্রগুলিন প্রথমতঃ ভগবান কৃশাশ্ব মুনি দেবগণের নিকট হতে তপস্যা করে প্রাপ্ত হন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁর নিকট হতে লাভ করেন, তিনি তাড়কানিধন সময় আমাকে প্রদান করেছিলেন।—হে দিব্যাস্ত্রগণ! দেবীপুত্র ভূমিষ্ঠ হলে তোমরা তার অনুগত হয়ো।

লক্ষ্মণ। (নির্দ্দেশপূর্ব্বক) এই মিথিলা বৃত্তান্ত।

সীতা। (সোৎসুকে) কৈ! (দৃষ্টিপূর্ব্বক) হাঁ তাইত, কি আশ্চার্য্য, অবিকল চিত্র করেছে! এই যে ইন্দীবরপুঞ্জের ন্যায় সুকোমল শরীর আর্য্য-

পুত্র অবিকল চিত্রিত রয়েচেন্।—এই যে তোমরা চারিভ্রাতাই বিবাহবেশে!—আহা! এসকল দেখে বোধ হচ্চে যেন, সেই সময়ে আমি—”

রাম। হাঁ, হাঁ, যেন সেই সময়ই উপস্থিত, যে সময় পুরোহিত শতানন্দ তোমার কমনীয় এই কর-পল্লব আমার করতলে স্থাপন করে্য সম্প্রদান করেছিলেন। ভাল প্রিয়সি! তোমার কি সে সকল কথা মনে পড়ে? সেই আমরা চারিভ্রাতা একত্র বিবাহ করে্য, পথে ভৃগুরামের বীরদর্প চূর্ণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় এলেম। আমার জননীরা তোমার বদনেন্দু চুম্বনপূর্ব্বক উৎসঙ্গে ধারণ করে্য গৃহে গমন কল্লেন, আমি তোমার উত্তরীয় বসনে বদ্ধ হয়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্লেম। সেই সময় মঙ্গলধ্বনি হতে লাগ্‌লো, পুরবাসীরা লাজাঞ্জলি ক্ষেপণ কত্তে লাগ্‌লো—”

সীতা। এই সকল ব্যাপার চিত্রপটে দর্শন করে্য সেই সুখের সময়—সেই সুখের অবস্থা মনে পড়্‌চে।

রাম। আহা! বিবাহ করে্য এলে কত উৎসবে দিন পাত হয়েছিল! জনকেরই বা কত আহ্লাদ! জননীরা নববধূদিগে পেয়ে কেমন আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হয়েছিলেন! তাদের প্রতি কত যত্ন—কত মমতা প্রকাশ কত্তেন! রাজভবন নিরন্তর আহ্লাদ

পূর্ণ. নগর উৎসবময়!—হায়! সে সকল আহ্লাদ আমোদের দিন আমাদের কোথায় গেল!

লক্ষ্মণ। এই ভগবতী ভাগীরথী।

রাম। হে মাতঃ রঘুকুলদেবি! তোমায় প্রণিপাত করি। আমার পূর্ব্বপুরুষ ভগীরথ দুরূহ তপস্যা করে তোমাকে পৃথিবীতে এনে ছিলেন। মাতঃ! তোমার আগমনে ধরিত্রী পবিত্র হয়েছেন, তুমি ভগবতী অরুন্ধতীর ন্যায় আমাদের প্রতি স্নেহবতী, তোমার কুলবধূ সীতার প্রতি সর্ব্বদা সস্নেহ থেকো।

লক্ষ্মণ। এই গোদাবরী—এই কালিন্দীতটে শ্যাম বট, মহর্ষি ভরদ্বাজ যার পরিচয় দিয়েছিলেন—এই গোদাবরীর অদূরে প্রস্রবণপর্ব্বত। এস্থান অতীব মনোহর।

রাম। প্রিয়ে! আমরা বেলাবসানে এই গোদাবরীর তীরে ভ্রমণ করে বেড়াতাম. তোমার কি স্মরণ হয়, সেই একটা বৃহৎ শুশুক সহসা গোদাবরীর জলরাশি হতে উত্থিত হয়ে পুনরায় নীরে নিমগ্ন হলে, তুমি আমাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা কল্লে, আমি শুশুক বৃত্তান্ত বর্ণন কর্ত্তে কর্ত্তে তোমার করাঙ্গুলি গ্রহণপূর্ব্বক কুটিরে প্রত্যাগত হলেম।

লক্ষ্মণ। এই পঞ্চবটীতে শূর্পনখা।

সীতা। হা আর্য্যপুত্র! আর তোমায় দেখতে পাব না—" [অশ্রুপাত।

রাম। প্রিয়ে, এ যে চিত্রপট। (২)

লক্ষ্মণ। এই স্থানে রাক্ষসকুলকুঠার দশানন কনকুরঙ্গ প্রেরণ করে যে কুকার্য্য করেছিল, তার সম্যক্ প্রতিফল দেওয়া হয়েছে, তবুও সে সকল কথা স্মরণ হলে মনের কি অবস্থাই হয়! এই জনশূন্য বনস্থলে আর্য্য যেরূপ রোদন করেছিলেন, তা শ্রবণ করে পাষাণও গলিত হয়েছিল।

সীতা। (সজলনয়নে) হায়! এ হতভাগিনী প্রাণবল্লভের অল্প ক্লেশকারিণী হয় নাই।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) এ সকল আর দেখাবনা, অন্য দিক দেখাই। (প্রকাশে) দেবি! এই চিত্রকূট পর্ব্বত,—এই কবন্ধের স্থান,—এই দণ্ডকারণ্য,—এই ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রম,—এই পম্পাসরোবর—"

সীতা। আর্য্যপুত্র এখানে অধিক অধীর হয়ে রোদন করে্য থাকবেন।

রাম। প্রিয়ে! এই সরসীর সুবিমলসলিলে সরুরুহ সকল প্রস্ফুটিত হয়ে সর্ব্বদা শোভা বিস্তার কর্তো, কিন্তু তোমা বিরহে সে সকল শোভা আমার চিত্তবিনোদন কর্ত্তে পার্তনা, আমি কেবল নয়ন সলিলে এর বারি বৃদ্ধি কর্তাম।

সীতা। নাথ! আর বলোনা, এর পর আর সহ্য কর্ত্তে পারবোনা। অতিক্রান্ত দুঃখের কথা সকল স্মরণ কর্লে মনোবেদনা জন্মে, বোধ হয় যেন সেই সকল দুঃখ ফিরে এল। (চিত্রপটে নির্দ্দেশপূর্ব্বক) দেবর!

এ কোন্ পর্ব্বত? যাতে কদম্বকুসুমসকল প্রফুল্লিত হয়েছে; ময়ূর সকল নৃত্য কর্চ্চে, আর নূতন জলধরজাল যার শৃঙ্গ সকল আশ্রয় করে রয়েছে।

লক্ষ্মণ। ঐ মাল্যবানপর্ব্বত। এই পর্ব্বতেই আমরা বর্ষাকাল অতিবাহন করি।

সীতা। এর পর আর কি চিত্র করা হয়েছে?

লক্ষ্মণ। এর পর আর্য্যের বানর আর রাক্ষসের সঙ্গে যে সকল ঘটনা হয়, তাই চিত্র করা হয়েছে।

সীতা। (রামের প্রতি) আর্য্যপুত্র! এই চিত্র পট দেখে আমার কিছু অভিলাষ হচ্চে।

রাম। (সাহ্লাদে) প্রিয়ে! কি অভিলাষ?

সীতা। আমার অভিলাষ হচ্চে, যে সেই সকল শান্তিরসাস্পদ আশ্রমে কিছুকাল বাস করি। আর ভগবতী ভাগীরথীর তীরে ভ্রমণ করি। প্রাণবল্লভ, এটী আমার গর্ব্ভদোহদ বিশেষ।

রাম। লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। আজ্ঞে করুন।

রাম। ভ্রাতঃ! গর্ব্ভদোহদ শীঘ্র সম্পন্ন করা আবশ্যক। বিশেষতঃ এবিষয়ে গুরুজনেরাও অনুরোধ করেছেন। তুমি শীঘ্র সুমন্ত্রকে রথ প্রস্তুত করুতে বল।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞে।

সীতা। নাথ! তোমাদিগেও যেতে হবে।

[লক্ষ্মণের গমন।

রাম। প্রিয়ে! তোমার মন এত কঠিন! একথা কি আবার বল্‌তে হয়।

সীতা। তবে ভাল। (ক্ষণেক পর) নাথ! চিত্র-পট দেখে আমার মন কেমনই কর্চ্চে, কথাবার্ত্তায় ক্লান্ত হয়েছি, তবুও নিদ্রা আস্‌ছেনা।

রাম। দেবি, চিত্রই তোমার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ, সন্দেহ নাই।

(নেপথ্যে বিবিধ বাদ্যধ্বনি)

গান।

রাগিণী বেহাগ। তাল মধ্যমানের ঠেকা।

মনের মতন যদি, প্রকৃত প্রণয়ী পাই।
কিছার সে স্বর্গবাস, আর তাহা নাহি চাই।—
প্রিয়জন আলাপন, করে সুধা বরষণ,
স্বর্গীয় সুধায় মম কোন প্রয়োজন নাই।

রাম। দেবি! তোমার সঙ্গিনীরা কি সময়চতুর! উপযুক্ত সময়েই গান আরম্ভ করেছে।

—প্রিয়জন সংমিলনে, যদি বাস করি বনে,
তাহলে ভাবিব মনে আছি সুরপুর—
প্রিয়শূন্য স্বর্গবাসে, প্রেমিকে না ভালবাসে
স্বইচ্ছাতে কারাবাসে, কে প্রবেশে বল তাই?

রাম। দেবি! অনের সুখই সুখ। দেখ, আমরা বনে পর্ণকুটিরে বাস করে,—পল্লব শয্যায় শয়ন করে যেমন সুখ অনুভব করেছি, এই সুরম্য নিকেতনে বাস করে, সুকোমল শয্যায় শয়ন করে, সেই সুখ অনুভব করেছি।

গান।

নেপথ্যে! রাগিণী বাহার তাল আড়া।

হৃদয়ভাণ্ডারে রাখ সযতনে প্রেমধন।
বিষমবিরহ চোরে করেনা যেন হরণ।
সদা সাবধানে থাকো, মনেরে প্রহরী রাখো,
যেন মন, অনুক্ষণ, সেধন করে রক্ষণ।

রাম। প্রিয়তমে! এগানটী প্রেমিকদের মনের-মতন। সন্দেহ নাই।

সীতা! হে প্রাণবল্লভ, আমি তোমার প্রেমধন নিয়ত হৃদয়ভাণ্ডারে—(নিস্তব্ধ)।

রাম। (বহুমানপূর্ব্বক) অয়ি সরলে! একথা কি বলার অপেক্ষা করে।

সীতা। নাথ! আমার নিদ্রাবেশ হয়েছে।

রাম। দেবি, তবে শয়নাগারে যেয়ে শয্যার কোমল অঙ্কে শয়ন করিগে, চল। [সীতার হস্তধারণ পূর্ব্বক শয়নগৃহে গমন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সীতার শয়নমন্দির।

সেবিকা, মাধবিকা আসীনা।

মাধ। (মালাগ্রন্থন করিতে২) সখি! তার পর।

সেবিকা। তার পর, মহিষী বল্লেন "সেবিকে! তুমি একটী উপকথা বল।" আমি কথা আরম্ভ কল্লেম।

মাধ। দেবী উপকথা শুন্‌তে বড় ভালবাসেন।

সেবিকা। হাঁ, ভালবাসেন, বিশেষতঃ যে উপকথায় নায়িকার পতিভক্তি, নির্ম্মলস্বভাব, নায়কের অনুকূলতা প্রকাশ পায়, সে কথা দেবীর বড়ই প্রিয়।

মাধ। সখি, অমূল্য রত্ন ভূষণ, রমণীদের ভূষণ নয়, রমণীদের পতিভক্তিই বহুমূল্য ভূষণ, যে কামিনীর সরলমন, নির্ম্মলচরিত্র, গুরুজনে শ্রদ্ধা, সেই অবলাকুলে উজ্জ্বলরত্ন।

সেবিকা। যথার্থ কথা। সখি, দেখ কেম্‌না, মহিষী এই পতিভক্তিতেই কুসুমসুকুমারী রাজকুমারী হয়েও নাথের সঙ্গে বনগামিনী হয়েছিলেন—"

মাধ। সখি, দেবীর যেমন স্বভাব, তেম্নি মন, তেম্নি মমতা—মহিষী আমাদিগে কি অল্প ভালবাসেন!—(মাল্য প্রদর্শনপূর্ব্বক) সখি, দ্যাখ দেখি, কেমন গাঁথা হল।

সেবিকা। সখি, যারপর নাই হয়েছে, সংযোগ স্থানটী চেনা যায় না।

মাধ। দেখি, তোমার কুসুমস্তবক বাঁধা হল কেমন।

সেবিকা। (প্রদর্শন পূর্ব্বক) বড় ভাল বাঁধতে পার্চ্চিনা।

মাধ। এখানে গোটা চার গোলাপফুল দাও।

সেবিকা। (গোলাপ দিয়া) কেমন সখি, হয়েছে এখন?

মাধ। হাঁ, এখন বেশ হয়েছে। (আকাশে দৃষ্টি পূর্ব্বক) রাত্রি প্রায় এক প্রহরের অধিক হয়েছে না।

সেবিকা। হাঁ, হয়েছে বই কি। এই যে শশধর কেমন উজ্জ্বলবেশ ধারণ করেছেন—" (নেপথ্যে পদ শব্দ) অই, মহারাজ আসুচেন—

[উভয়ের গাত্রোত্থান।

রাম এবং সীতার প্রবেশ।

সেবিকা। মহিষীর জয় হোক।

মাধ। দেবি! আমরা অনেক যত্নে এই সেবতীকুসুমেরহার গেথেছি, আপনাকে পরতে হবে।

সীতা। সখি! তোমাদের স্নেহের পুরস্কার, আমি রত্নহার হতেও বহুমূল্য জ্ঞান করি।

রাম। কৈ, দেখি কেমন হার?

[সখীর মালা প্রদান।

রাম। (সীতার গলদেশে মাল্য প্রদান করিয়া) আহা! এই সেবতীহার মুক্তাহার অপেক্ষাও মনোহর দেখাচ্ছে।

মাধ। আমাদের শ্রম সার্থক হল। এখন আমরা বিদায় হই।

[সখীদ্বয়ের গমন।

রাম। (সহাস্যে) দেবি, এখন আমার ঐ হারের প্রতি ঈর্ষ্যা হচ্ছে।

সীতা। কেন নাথ! হার উপবনের কুসুম বইত নয়, ওর উপর এত রাগ কেন?

রাম। সরলে, ঐ কুসুমহার এখন যে হৃদয়রাজ্য অধিকার করেছে, ঐরাজ্য ত আমার মনের, তা আপনার প্রেমাস্পদ স্থানে অন্যকে বিলাস কর্ত্তে দেখ্‌লে কার না হিংসা হয়?

সীতা। (সহাস্যে) অয়ে নাথ প্রিয়ম্বদ! (ক্রোড়ে শয়ন) প্রাণবল্লভ! সুবর্ণপালঙ্কে, পয়ফেণ শয্যায় শয়ন করেও আমার তত সুখ বোধ হয় না, এই শয্যায় শয়নকরে যত সুখ বোধ হয় (নিদ্রা)।

রাম। এতক্ষণে দেবীর নিদ্রা হয়েছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসে পীবর কুচযুগলের মধ্যস্থিত মুক্তামালা কম্পিত

হচ্চে। আহা! এসময় প্রেয়সী কেমন প্রিয়দর্শনা হয়েছে! আমি নিরন্তর প্রাণেশ্বরীর লাবণ্যসুধা পান করে আস্‌চি; কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—প্রীতির কেমনই অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা! তবুও দর্শনলালসার তৃপ্তি হচ্ছেনা। (সীতার গাত্রে হস্তাবমর্ষণ।)

কিয়দ্দূরে দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। (স্বগত) মহারাজ অযোধ্যানাথের ধর্ম্মাধিকরণে অনেকেই অনেক পদে প্রতিষ্ঠিত আ- ছেন: কিন্তু এ অভাগার যেমন পোড়া অদৃষ্ট, তে- মনি পদ!—পদটা কি?—না। দূতের—হুঁ! এ পদে যে কি সুখ, তা আমার মত হতভাগা দূতে- রাই জানে। অন্যের কি? যেমন মনে আসে, সেইরূপ বলে। এপদে পদে পদে বিপদ সম্ভাবনা। দূতকে সর্ব্বদাই লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের মত ঘুর্‌তে হয়, কে কোথায় কি মন্ত্রণা করে,—কে কোন্ দেশীয়ের সঙ্গে কি অভিপ্রায়ে, কি আলাপ করে, সকল সংবাদই রাখ্‌তে হয়। প্রাণের আশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, বিপক্ষের শিবিরে প্রবেশ কর্ত্তে হয়। কর্ণ দুটি যেন পরের মন্ত্রণা শুনবার জন্যে স- র্ব্বদা উন্মত্ত হয়েই আছে। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) আর পারিও না, জগতের দীন দুঃখী সকলেই এই সময় নিদ্রার কোলে সুখে শয়ন করে শ্রান্তিদূর কর্‌ছে, আমি

আমি কুকুরেরমত, নগরময় ঘুরে মর্‌চি। (বিরক্তচিত্তে) না; আমি কালই এপদ পরিত্যাগ কর্‌বো। (ক্ষণেকপরে) আজ যে দুঃসমাচার উপহার নিয়ে মহারাজের কাছে চলেছি, হয়ত এসংবাদ শ্রবণমাত্রেই মহারাজ এ হত-ভাগাকে বর্জ্জন কর্‌বেন। হে বিধাতা! আমি একান্ত মনে তাই প্রার্থনা কর্‌ছি, যেন এইরূপই ঘটে।

[শয়ন মন্দিরের নিকট গমন।

সীতা। (স্বপ্নাবেশে) নাথ! তুমি এসময় অভাগি-নীকে পরিত্যাগ করে কোথায় নিশ্চিন্ত হয়ে রইলে?

রাম। আহা! আমার প্রতি প্রেয়সীর কি প্রীতি! চিত্রপটদর্শন সময় প্রাণেশ্বরীর মনে যে আমার বিরহভাবনার আবির্ভাব হয়েছিল, স্বপ্নে সেই ভাব উদিত হয়েছে। (সীতার গাত্রে হস্তাবর্ষণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে! তুমি নিদ্রার অভিভূত হয়েছ, আমাকে সম্ভাষণা কর্‌ছনা। তবুও তোমার লাবণ্যময়ী তনুলতার মাধুরী আস্বাদনে আমার অন্তঃকরণ কেমন অনুপম—অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আর্দ্র হচ্চে। অয়ে জীবিতেশ্বরি জানকি! প্রাণান্তেও তোমার বদন চন্দ্র বিস্মৃত হতে পার্‌বো না। প্রিয়ে! তুমি কতদিনে —আর কতদিনে প্রসূতবতী হয়ে, নবকুমারকে উৎ-সঙ্গে লয়ে, সস্নেহে চুম্বন কর্‌তে কর্‌তে আমার ক্রোড়ে প্রদান কর্‌বে? আমি কতদিনে এই সংসার আশ্রমের সেইসারসুখ অনুভব করে মানবদেহ ধারণের সার্থকতা লাভ কর্‌বো!

দুর্ম্মুখ। কঞ্চুকিন্! মহারাজকে বল, প্রজাদের প্রাত্যাহিক সংবাদ নিবেদনের নিমিত্তে দুর্ম্মুখ দ্বারে দণ্ডায়মান।

কঞ্চু। অপেক্ষা কর।

[কঞ্চুকীর গমন এবং কিঞ্চিৎপরে কঞ্চু-
কীর সহিত রামের দ্বারদেশে আগমন,
তদনন্তর কঞ্চুকীর প্রস্থান।

দুর্ম্মুখ। মহারাজের জয় হোক্।

রাম। সংবাদ কি, বল।

দুর্ম্মুখ। সকল প্রজাই একবাক্য হয়ে মহারাজের সুখ্যাতি ঘোষণা—

রাম। (বিরক্ত চিত্তে) আঃ! আমি সুখ্যাতির কথা শুন্তে চাইনা; কোন অখ্যাতির কথা থাকে ত বল, সংশোধনে চেষ্টা পাই।

দুর্ম্মুখ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আমি কোন্ প্রাণেই বা দেবীর সেই লোকাপবাদ বলবো!— অথবা হতভাগ্য দূতের কর্ম্মই এই। (প্রকাশে) মহারাজ! একটী অখ্যাতির কথা আছে বটে, কিন্তু বল্‌তে হৃদয় কম্পিত হয়, আমি যেরূপ শুনেছি, নিবেদন করি, অপরাধ গ্রহণ করবেন না। (কর্ণে কথন)

রাম। আহা হা! (মূর্চ্ছা)।

দুর্ম্মুখ। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) সর্পদংশন মাত্রেই লোকে যেমন বিবর্ণ ও সংজ্ঞাশূন্য হয়, দে-

নীর অপবাদ-সংবাদ শ্রবণে মহারাজেরও যে সেই রূপ অবস্থা ঘট্‌লো। (অঞ্চল দ্বারা বীজন) দেব! মূর্চ্ছাত্যাগ করুন—”

রাম। (চেতনা প্রাপ্ত হইয়া) হায় কি সর্ব্বনাশের কথা!—দুর্ম্মুখ! যদি শতবজ্র এককালে আমার এই বক্ষঃস্থলে পতিত হতো, তবুও আমি এরূপ ব্যথিত হতেম্ না। হা আমি কি হতভাগা! অগ্নি পরীক্ষাদি নানা উপায় কর্লেম, কিন্তু কিছুতেই দেবীর পরগৃহবাসাপবাদ আমাকে ত্যাগ কর্লে না! রে অযশ! আমি কি তোর এতই প্রিয় হয়েছি (মূর্চ্ছা)।

দুর্ম্মুখ। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ আবার মূর্চ্ছিত হলেন!—দেব, শান্ত হউন্।

রাম। (সচেতন হইয়া) দুর্ম্মুখ! এই ভয়ানক সংবাদ শ্রবণ করে যখন আমার প্রাণবায়ু প্রস্থিত হয় নাই, তখন যে এ হতভাগা শান্ত হতে—ধৈর্য্য ধারণ কর্ত্তে অশক্ত হবে, ভ্রমক্রমেও এরূপ মনে করো না।—রে কৃতঘ্নপ্রাণ! তুই কি সুখের প্রত্যাশায় এখনে দেহে অবস্থান কচ্ছিস্?

দুর্ম্মুখ। দেব, শান্ত হউন। বিবেচনা করে দেখুন।—”

রাম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) রাজাস্পদ বিড়ম্বনার আস্পদ!—ভয়ানকহিংস্র-জন্তু-সঙ্কুল-কানন-দুর্গম নীচাশয়-নিন্দুকপূর্ণ-সংসারাশ্রম হতে সহস্র

গুণে শ্রেষ্ঠ!—হায়! আমি কেন কাননে কুটির নির্ম্মাণ করে প্রিয়তমার সহিত তাপসব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দরসেরস্থ হলেমনা!—দুর্ম্মুখ! আমি কি কেবল অসুখ—অপবাদ—অযশলাভের জন্যেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলাম!

দুর্ম্মুখ। দেব! "পৌরজনেরা দুর্জ্জন—"

রাম। না, না, পৌরজনের দোষ কি? ইক্ষ্বাকুবংশে আমিই কুলাঙ্গার জন্মেছি! যে বংশে হরিশ্চন্দ্র, সগর, মান্ধাতা, ভগীরথ প্রভৃতি মহামহা মহাযশাঃ সকল, জন্ম পরিগ্রহ করে বংশ উজ্জ্বলিত করেগিয়েছেন, রাম—এই হতভাগারাম সেইবংশ কলঙ্কিত, আর তাঁদের যশশ্চন্দ্র মলিন কর্ত্তেই জন্মগ্রহণ করেছে। পিতা প্রাণাধিক আমাকে—আপনারজীবনকে পরিত্যাগ করে অক্ষয়যশ সঞ্চয় করেগিয়েছেন, আমি তাঁর তনয় হয়ে এরূপ অকীর্ত্তিভাজন হলেম্! পিতার পবিত্রকুল কলুষিত কল্লেম!—হা পিতঃ! আপনি কেন আমাকে জন্মোরমত বনবাস দিয়েছিলেন্ না! তাহলে ত আর আমাকে এরূপ মর্ম্মান্তিক বেদনা পেতে হতোনা, সূর্য্যবংশও কলঙ্কিত হতোনা!

দুর্ম্মুখ। হে রাঘবেন্দ্র! দেবীর অগ্নিপরীক্ষা করা হয়েছে, তবুও অজ্ঞ প্রজাদের কথায়—"

রাম। না, না, অগ্নি-পরীক্ষা দূরে হয়েছিল, কে প্রত্যয় করবে? আমি রাজ্যভার গ্রহণ করেছি, স-

র্ব্বোপায়ে লোকরঞ্জন করাই আমার প্রধানধর্ম্ম। আ-মাকে এখন লোকরঞ্জনানুরোধে জানকীকে পরিত্যাগ—আ হা হা! (মূর্চ্ছিত)।

দুর্ম্মুখ। দেব, এমনকথা ওষ্ঠাগ্রেও আন্‌বেন না।

রাম। (চৈতন্য পাইয়া) হা! আমি কি এতই নিষ্ঠুর হয়েছি! এ হৃদয় তো এখনও পাষাণময় হয় নাই!—এ নয়নতো এখনও জ্যোতিঃশূন্য হয় নাই!—হে মন! তুমি কেমন করে৷ এমন কল্পনা কল্লে? জীবিতেশ্বরী জানকীকে পরিত্যাগ করা আর জীবন ত্যাগ করা, শেষই শ্রেয়ঃ। রে প্রাণ! তুই এখনি এপাপ দেহ পরিত্যাগ কর, কল্লে আর এ হতভাগ্যরামকে নিরপরাধা জানকীকে পরিত্যাগ করে৷ দুরপনেয় কলঙ্ক পঙ্কে লিপ্ত হতে হয় না! [রোদন।

দুর্ম্মুখ। দেব, এমনকথা ওষ্ঠাগ্রেও আন বেন না।

রাম। দুর্ম্মুখ! যাও, তুমি যাও লক্ষ্মণকে বলগে। (কর্ণে কথন)।

দুর্ম্মুখ। (কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! হা দগ্ধবিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল!

[দুর্ম্মুখের প্রস্থান।

রাম। আমি এক্ষণেই মহর্ষি অষ্টাবক্রের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বল্লেম, "যদি লোকরঞ্জনানুরোধে জা-

নকীকে পরিত্যাগ কর্ত্তে হয়, তাও কর্‌বো।” এই দারুণ দুর্ঘটনা এত শীঘ্র ঘটিবে বলেই কি আমার মুখ হতে এই কথা বার হয়েছিল! হা দেবি জনকনন্দিনি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রাম-হৃদয় বল্লভে! হা অরণ্যবাস সহচরি! হা পতিপরায়ণে! পরিণামে তোমার ভাগ্যে এই ছিল!—হায় তোমার এমন অবস্থা ঘটিবে, আমি স্বপনেতেও মনে করি নাই। হায়! আমি এই মাত্র, কল্পনার কত সুখই অনুভব কর্‌ছিলাম, কি ভাব্‌ছিলাম, কি ঘট্‌লো! মানুষের মনোরথ একান্ত অলীক! কুহকিনী আশা, কেবল প্রতারণা করে মাত্র! পূর্ব্বে আমার একবার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হয়েছিল, কোথায় রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে সুখসম্ভোগ কর্‌বো, না বনগামী হলেম! তা সে সময় বনবাস আমার তাদৃশ ক্ষোভের কারণ হয় নাই, কেননা তাতে প্রেয়সী জানকীর বিচ্ছেদ সহ্য কর্ত্তে হয় নাই। (কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) না, আর এ সকল চিন্তায় ফল নাই, যাই প্রেয়সীর নিকট যাই, যেয়ে জন্মের মতন বিদায়—হা মাতঃ! হা তাত জনক! হা দেবি বসুমতি! হা কুলগুরু বশিষ্ঠদেব! হা ভগবতী অরুন্ধতি! হা প্রিয়সুহৃৎ বিভীষণ! হা সখে সুগ্রীব! হা প্রিয়পুত্র অঞ্জনাকুমার! তোমরা এসময় কোথায় রয়েছ! কিছুই জান্‌তে পাচ্ছনা! এখানে দুরাত্মা রাম তোমাদের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে উদ্যত!—না, না, আমার আর তাদৃশ মহাত্মাদের

নামোচ্চারণে অধিকার নাই। আমি সরলহৃদয়া শুদ্ধ-চারিণী পতিপ্রাণা জানকীকে নিতান্ত নিরপরাধিনী জেনেও, যখন অনায়াসে তাকে ত্যাগ কর্ত্তে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি, তখন আর আমার তুল্য মহাপাতকী কে আছে!—উঃ! আমি কি কৃতঘ্ন! ব্যাধ যেমন বিহঙ্গিনীকে প্রতিপালন করে শেষে অনায়াসে তাকে বিনষ্ট করে, কিছুমাত্র দয়া মমতা করেনা, আমিও সেইমত প্রেয়সীজানকীকে প্রীতিভাবে এতদিন প্রতিপালন করে, অনায়াসে ত্যজ্য বস্তুর মত বর্জ্জন কর্চ্চি। হা ধিক্! হা ধিক্! (জানকীর নিকট গমন পূর্ব্বক) আহা! যেমন মানসসরোবরে স্বর্ণকমল শোভা পায়, দেবী শয্যাপরে তেম্নি শোভা বিস্তার করে রয়েছেন! প্রদোষসময়ের বিমুদিত ইন্দীবরের ন্যায় দেবীর নিদ্রাভিভূত নয়ন যুগল কেমন মনোহর দেখাচ্ছে। রে হতভাগ্য রামের নেত্রযুগল! তোরা কি আর প্রেয়সীর স্মিত-মধুর-সপ্রেম-কটাক্ষে অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হতে পারবি! এখন তোদের নিমিত্তে এই অসামান্য-সৌন্দর্য্যনিধান-সংসার কেবল গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে রইল! অরে নয়নদ্বয়! জন্মের মত দেখে নাও! এর পর কেবল কল্পনায় আর স্বপনেই এই মোহিনীমূর্ত্তি দর্শন করবে বইত না!

[নিমেষ শূন্যনেত্রে নিরীক্ষণ।

সীতা। (স্বপ্নে) হে নাথ! আমি তোমার একান্ত অধীনা, আমাকে পরিত্যাগ—"

রাম। (সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! কি! সর্ব্বনাশ! দেবী কি আমার সংকল্প জান্তে পেরেছেন!—প্রিয়ে যদি এখন জাগরিত হয়ে, আমাকে সাভিমানে বলেন "নাথ! আমি কি অপরাধ করেছি, যে আমাকে পরিত্যাগ কচ্ছেন?" আমি এপ্রশ্নের কি উত্তর দেব। প্রজাদের অপবাদের কথাই বা কেমন করে বল্বো। দেবী অগ্নিপরীক্ষা পর্য্যন্ত প্রদান করে আপনার পাতিব্রত্যের প্রমাণ দিয়েছেন। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) না,—ন্যায়পরতা, মমতা! রামের হৃদয় পরিত্যাগ কর!—আমি দেবী জাগরিত না হতেই পলায়ন করি (কয়েক পদ গমন) হায় হায় প্রীতির কি আকর্ষণীশক্তি! স্নেহের শৃঙ্খল কি দুশ্ছেদ্য! যদিও এখন আমার হৃদয় লৌহময় হয়েছে—আমি অনায়াসে প্রিয়াকে পরিত্যাগ করে যেতে উদ্যত হয়েছি, তবু অয়স্কান্ত যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, প্রিয়তমার নির্ম্মলপ্রেম আমাকে সেইরূপ আকর্ষণ কচ্চে।—না, যাই, একবার আঁখিভরে প্রেয়সীর লাবণ্য সুধা পান করিগে, এজন্মেত আর এসুখ ভোগের প্রত্যাশা নাই। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) না, না, প্রেয়সীর বদনকমল দর্শন কর্লে, আর এনিষ্ঠুর কার্য্য কর্ত্তে পার্বো না। দস্যুরা, গৃহস্থের প্রতিসস্নেহ দৃষ্টি কর্লে কি আর তার গলদেশে ছুরিকাঘাত কর্ত্তে পারে? নিগ্রহ, যত কেন নিষ্ঠুর হোক না, যদি কোমলান্তঃ-

দিনীর, কাতরতাপূর্ণবিভ্রমবিশিষ্ট নয়নের প্রতি স্থির চক্ষে একটু দৃষ্টি করে, তবে কি সে, সেই মৃগীকে বিনষ্ট কর্ত্তে পারে? (সজল নয়নে) অয়ি আশালতে!—আর কেন, তুমি জন্মেরমত ছিন্ন হও। রে দগ্ধ হৃদয়! তুই এক্ষণে নিয়ত অনুতাপ অনুভব কর, হে বিধাতঃ! তুমি এখন সুস্থ হও; আর হতভাগা রামের সর্ব্বনাশ চিন্তায় আপনার সুখনিদ্রার ব্যাঘাত করোনা! রামের যতদূর সর্ব্বনাশ হতে পারে, আজই তা পর্য্যাপ্ত হল।—"

নেপথ্যে। রক্ষাকর, রক্ষাকর। নির্দ্দয়নিশাচরের ভয়ে শরণাপন্ন হোলেম।

রাম। (সক্রোধে) এখনও রাক্ষসভয়! যাই শরণাগত ব্যক্তির রক্ষার্থ যত্নশীল হইগে—হাঁয়! দুরাত্মা দশানন প্রাণপ্রতিমাজানকীকে হরণ করেছিল বলেই সে সময় সেরূপ লোক ভয়ঙ্কর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। এখন আর মনে সেরূপ সাহস নাই—বল নাই, নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হয়েপড়েছি। যাই শত্রুঘ্নকেই এই দুরাত্মারাক্ষসবধের নিমিত্ত প্রেরণ করিগে [গমন।

সীতা। (স্বপ্নে) হা নাথ! তুমি কোথায়? (নিদ্রাভঙ্গে সবিস্ময়ে) প্রাণনাথ আমাকে পরিত্যাগ করে গিয়েচেন? ভাল একথা বল্যে অভিমান করবো, যদি প্রাণবল্লভের বদনকমল দর্শন করে বিস্মৃত না হই।

রাম। (দূর হইতে) প্রিয়ে! আর এ রামের দগ্ধ বদন দর্শন কর্ত্তে প্রত্যাশা করোনা। আমি নৃশংস—

নির্দ্দয়, তোমাকে জন্মের মতন পরিত্যাগ করে পলা-য়ন কচ্ছি । —হে মাতঃ মেদিনি ! দুরাত্মা রামত জা-নকীকে পরিত্যাগ কল্লে, অতঃপর তুমি তোমার তন-য়ার রক্ষণাবেক্ষণ করো । [রোদন করিতে২ প্রস্থান ।

নেপথ্যে বৈতালিকের গীত ।

রাগিণী ললিত বিভাষ তাল একতালা ।

আঁখি মেলগো সরোবরশায়িনি
তপনবিলাসিনি কমলিনি !
গেল তব দুঃখদায়িনী কালামুখী বিভাবরী,
উদিল উদয়াচলশিরে লোহিতবরণ
দিনমণি ।

হরিয়ে লইতে তব প্রিয়জন মন,
চতুরা প্রকৃতিধনী ধ্যায় অনুক্ষণ,
পরিয়াছে সমুকুতা-কুসুমাভরণ,
মরি কিবা ধরিয়াছে বেশ সুমোহন !
নিদ্রাতব এসময়, আর না উচিত হয়,
জাগো, হাস, সম্ভাষ স্বনাথে অতি
আদরেতে আদরিণি ।

সীতা । রাত্রি প্রভাত হয়েছে, তবে গাত্রো-খান করি,— [গাত্রোত্থান ।

রথারোহণে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। (সীতার নিকটে গমনপূর্ব্বক) আর্য্যে! রথ প্রস্তুত, তপোবনগমনে সত্বর হউন।

সীতা। আমিও প্রস্তুত; রথ কোথায়?

লক্ষ্মণ। সুমন্ত্র রথ প্রস্তুত করে আপনার গমনাপেক্ষা কচ্ছে।

সীতা। তবে চল, (যাইতে যাইতে) বৎসে! আমি জন্মান্তরে অনেক তপস্যা করেছিলাম, তাই আর্য্যপুত্রের মতন অনুকূল পতি লাভ করেছি। লক্ষ্মণ! আমি মনে করেছিলাম, আর্য্যপুত্র এসময়ে আমাকে তপোবনে যেতে দিবেননা, তা তিনি প্রসন্নমনে সম্মতি দেওয়াতে যারপরনাই আহ্লাদিত হয়েছি। ফলতঃ আর্য্যপুত্রের স্নেহ, মমতার কথা মনে হলে, আমার সৌভাগ্যগর্ব্ব উপস্থিত হয়।

[গমন।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) এঁর ত আর্য্যের প্রতি অচলা-ভক্তি; আর আর্য্য এঁর প্রতি কেমন নিষ্ঠুর আচরণ কর্ত্তে প্রবৃত্ত হয়েছেন! আর আমি হতভাগাও এঁর সেই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালন কর্ত্তে চলেছি।

[উভয়ের রথারোহণ।

সীতা। রঘুকুল দেবতাদিগে প্রণাম; আর্য্যপুত্রের চরণকমলে প্রণাম; গুরুজন সকলকে প্রণাম।

[রথ চালন

(ইতি প্রথম অঙ্ক)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—রাজসভাগৃহ।

দুইজন রাজপুরুষ দৃষ্ট।

প্রথম। মহাশয়! আপনি কি বলেন, অদ্য মহারাজকে কুণ্ঠিত বোধ হল না?

দ্বিতীয়। মহাশয় যথার্থ অনুমান করেছেন। মহারাজের অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি, তাঁর অন্তঃকরণের ভাব সকলে লক্ষ্য কর্ত্তে পারেনা।

প্রথম। যথার্থ কথা। কিন্তু যত কেন গম্ভীর প্রকৃতি হউননা, মনোরোগ-রুগ্নব্যক্তিকে সুবোধ লোকে দৃষ্টি মাত্রেই চিনতে পারেন।

দ্বিতীয়। হাঁ, এই নিমিত্তেই অদ্য মহারাজকে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার সময় শূন্যমনার ন্যায় বোধ হয়েছিল. কিন্তু মহাশয়! মহারাজের ঔদাস্যের কোন কারণ ত দৃষ্ট হয় না।

প্রথম। তাই ত। আমি চিন্তাসাগরের তলস্পর্শ করেও মহারাজের এই ঔদাস্যের কারণাবধারণ কর্ত্তে সক্ষম হচ্চি না।

দ্বিতীয়। আপনি বল্‌তে পারেন, মহিষী কেমন আছেন? আমার বোধ হয়, দেবীরই কোন অসুখ হয়ে থাকবে।

প্রথম। না মহাশয়, আমি তা অবগত নই। অন্তঃপুরের কোন পরিচারক বল্‌তে পারে।

তৃতীয় রাজপুরুষের প্রবেশ।

প্রথম ও দ্বিতীয়। মহাশয়, অদ্য মহারাজ যে এরূপ কুণ্ঠিতচিত্ত হয়েছেন, এর কারণ আপনি অবগত আছেন?

তৃতীয়। না মহাশয়, তবে কি না এই মাত্র জান্‌তে পাচ্ছি যে, দেবীজানকী যুবরাজ লক্ষ্মণের সহিত তপোবনে ভ্রমণ কর্ত্তে গমন করেছেন—”

দ্বিতীয়। ভাল মহাশয়! অদ্য শত্রুঘ্নকে কোথা প্রেরণ করা হল?

তৃতীয়। লবণাসুর কর্ত্তৃক ঋষিগণ উৎপীড়িত হয়ে, মহারাজের শরণাপন্ন হন, মহারাজ সেই দুরাত্মা রক্ষকুলের নবীনাঙ্কুর লবণাসুরকে বধ করবার জন্য কনিষ্ঠকে প্রেরণ করেছেন।

দ্বিতীয়। পূর্ব্বে রক্ষকুলের নাম শ্রবণ মাত্র ম

হারাজ স্বয়ং অস্ত্রগ্রহণ করে অগ্রসর হতেন, এবার যে শত্রুঘ্নকে প্রেরণ কল্লেন ?

তৃতীয়। ঔদাস্যই এর কারণ।

মিথিলা দেশীয় একজন বসন্তকের প্রবেশ।

বসন্তক। (দূর হইতে) ঐ না কজন ভদ্রলোক বিষন্নবদনে কি আলাপ কচ্চে। ওদিকে একটু না ছাপিয়ে গেলে শর্ম্মার বুদ্ধির দৌড় কি ? কেবল মিথিলা থেকে এসে অযোধ্যায় উদর পূর্ণ করে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। মহারাজও আলাপমাত্র কল্লেন না, রাজকুমারী তপোবন দর্শনে গিয়েছেন, তাতেই তিনি দুঃখিত আছেন। একবার সাক্ষাত পেলে বুঝতেম, উৎকণ্ঠা কতক্ষণ থাকে। তা করা কি ? এদিগেই একটু গুণের পরিচয় দিয়ে যাই।

তৃতীয়। অই যে বসন্তক—ইনি সম্প্রতি মিথিলা হতে এখানে প্রত্যাগত হয়েছেন, মহিষীর সংবাদ অবগত থাকতে পারেন। চলুন ওঁর নিকট যাই। (গমন)।

বসন্তক। হে উদর—না উদর, তোমাকে আর বলে পাল্লেম না। ছি ! তুমি বড় পেটুক হয়েছ; এই যে তুমি গণ্ডে পিণ্ডে গিলে এলে, তা এখন যদি জীর্ণ কত্তে না পার, তবেইত শর্ম্মার মাথা খেলে দেখছি। মাথা খেলে আর কি ? আমার এই (মস্তকে হস্ত দিয়া) মাথাটা খেলে, তা নয়, তবে কি না লোকে এই অখ্যাত করবে,— বামুনটা চোরাগাকর মত কতকগুল গিলেছিল, শেষ

জীর্ণ কত্তে পারেনাই। তা একি বসন্তকের সামান্য কলঙ্ক! এই কলঙ্কসাগরে ডুবলে কি আর থাই পাব. না কূল পাব!—হেউম—না আজ গতিকটা বড় ভাল দেখ্‌ছি না—”

দ্বিতীয়। মহাশয় ঐ দেখুন, বসন্তকটি কি রঙ্গ আরম্ভ করে দিয়েছেন—”

প্রথম। (দৃষ্টি পূর্ব্বক) হাঁ ভাইত, এঁর নিকট কাজের কথা পাওয়া কঠিন।

বসন্তক। হাঁ। হে উদর!—হেউম—না গেলাম বুঝি—হেউম—না খাদ্যদ্রব্যগুলি আজ এ দুর্ভাগার উপর নিতান্ত চটেছেন! দুটো স্তব স্তুতি কত্তে না বল্লে আর বুঝি টেকেন না। দুটো মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে সুজিয়ে বলে দেখি।—অহে উদরস্থ খাদ্য দ্রব্যসব! তোমরা এমন রাক্তজাগা মানুষেরমত একা যাই হাই তুল্লে ত আর এ ব্রাহ্মণটা বাঁচেনা। তোমাদের কি গোহত্যার—নর ব্রহ্মহত্যার ভয় নাই? কেনইবা এ চিরদাস বেচারার প্রতি এত কুপিত হয়েছেন? এর অপরাধ কি? আর যদিও অপরাধ করে থাকে, ক্ষমা করুন। এই দন্তে কুটকরে ক্ষমা প্রার্থনা করুছে। (দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক) হেউম—না,—হেউম—না, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠলো না দেখছি, আজ কাল নরমের ভাত নাই, শক্তর ভক্ত সবাই। এখন ব্রহ্মতেজ প্রকাশ কত্তে হল—ওরে ও উদরের কৃমি সব! তোরা কি আমাকে দাঁত

খাওয়াদাওয়া পেয়েছিস্, না সিঙভাজা মহিষ পেয়েছিস্, না সেই রাজারাজড়াদের পোষা বানরের মত এক এক বেটা যে খোসামুদে থাকে, তাই পেয়েছিস্, যে একটু হুটপাট করে উঠবি আর আমি অম্নি "আজ্ঞে আজ্ঞে ক্ষমা করুন" বলে খোসামুদী কত্তে থাকবো?—হেউঁব—তোরা ভারি ভদ্রলোক! তোরা ভারি কৃতজ্ঞ!—ভারি অকৃতজ্ঞ! তা নইলে আমি কত যত্ন করে—কত আদর করে—এই উদরে—এই রত্নাকর তুল্য উদরে তোদিগে স্থান দিলাম—আশ্রয় দিলাম, তা তোরা আশ্রয়দাতা যে আমি, আমারই অনিষ্ট কর্ত্তে উদ্যত!—হেউঁব—র, র, র, বেটারা, এই ভস্ম করি।

তৃতীয়। দেখ হে, একবার এর ব্রহ্মতেজটা দ্যাখ, বোধ হয় যেন ত্রিলোক ভস্ম কর্চ্চে।

বসন্তক। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবেশন) কই? আর যে বাছারা নড়েন চড়েন না?—হুঁ! এ মানুষটা যে, টের পান নাই। একি আর কেউ? সাগরে কোন বস্তু ফেল্লে ডুবুরী উলিয়ে তা আবার পাওয়া যায়, কিন্তু (উদর প্রদর্শন পূর্ব্বক) শর্ম্মার এই রত্নাকরে যা একবার পড়্লো, তা কোন্‌দিগে যে তলিয়ে গেল, কার সাধ্য তোলে?—অহে উদর! আমি তোমার সর্ব্বভুকতাগুণে অত্যন্ত প্রীত আছি, আশীর্ব্বাদ করি নিরাপদে চিরজীবী হয়ে থাকো: কিন্তু উদর! আমার

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আজও পবনপুত্র হনু-
মানের উদর অপেক্ষা তোমার ধারণাশক্তি অনেক
কম রয়েছে। তা করা কি? "আঙ্গুলফুলে কলাগাছ"
হওয়াত সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠেনা। তা এখন থেকে
খেয়ে অভ্যাস কর। অভ্যাসের গুণ বড় গুণ।

তৃতীয়। প্রণাম, মহাশয়! কোথা হতে আস-
ছেন?

বসন্তক। (লঘুস্বরে) আসা'ত হচ্ছে রন্ধনশালা
হতে। (প্রকাশে) অহে, ধনাশাই বল, আর স্ত্রী-
ধনাশাই বল, মানুষের সকল আশাই হয় মন থেকে।
তোমরা মহারাজের ধর্ম্মাধিকরণের কি কেবল শোভা
বৃদ্ধি কর্চ্ছেই আছ, একথাটাও জান না?

[হা হা করিয়া হাস্য।

প্রথম। মহাশয়! আপনি দেখ্ছি ভারি এক
জন নৈয়ায়িক।

বসন্তক। আমার কোন্ বিদ্যা না আছে হে?
এই যে শর্ম্মাটীকে দেখ্ছ, ইনি কম নন, চোদ্দবেদ
চার শাস্ত্র—মর চারবেদ, চোদ্দ শাস্ত্র—"

দ্বিতীয়। না, না, মহাশয়! চোদ্দবেদ চারি শাস্ত্রই—"

বসন্তক। তোমাদিগে ভারি ছলগ্রাহী দেখছি হে,
আমরাত মানুষ, আমাদের সহজে ভ্রম হতে পারে। স্ব-
য়ং২ পরমেশ্বরেরও অনেক ভ্রমের কার্য্য দ্যাখাযায়।

প্রথম। পরমেশ্বরের ভ্রম আবার কিসে দেখ্লেন
মন্দ নন!

বসন্তক। কেন, তোমাদিগে জগদীশ্বর যে নির্ম্মাণ করেছেন, তাতেই তাঁর ভ্রম দেখা যাচ্চে।

প্রথম। কেমন মহাশয়?

বসন্তক। কেমন কি আবার? তোমাদিকে যে দুটী দুটী শৃঙ্গ আর এক একটী পুচ্ছ দ্যান নাই, এটী কি ঈশ্বরের ভ্রম নয়?

[হা হা হা করিয়া হাস্য।

প্রথম। মহাশয়! এখন পরিহাস রাখুন; আপনার কাছে আমাদের একটী জিজ্ঞাস্য আছে।

বসন্তক। হাঁ বুঝেছি, আমি কত মিষ্টান্ন ভোজন কর্ত্তে পারি তাই জিজ্ঞাসা কর্‌বে? তাতে আমি বিলক্ষণ পটু—"

দ্বিতীয়। মহাশয়ই না এখন অতিভোজন দোষে মার্জ্জারের মতন শেষ তৃণচর্ব্বণ করো বমন কর্চ্ছিলেন? আপনার আকণ্ঠ পর্য্যন্ত ক্ষুধা দেখ্‌ছি।

বসন্ত। আকণ্ঠ কি হে, পদনখাগ্র হতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত বল।—ক্ষুধার তুল্য পরোপকারিণী কি আছে? ক্ষুধাহীনমানুষ মানুষই না, (জোড় হস্ত করিয়া) হে ক্ষুধাদেবি!—হে মাতঃ জগতের কল্যাণকারিণি! এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণের প্রতি যান সর্ব্বদা সস্নেহ দৃষ্টি থাকে?—তোমার মহিমা অজ্ঞানেরা জানে না! পায়সই বল, আর পিষ্টক কি বল, মৎস্যই বল, আর মাংসই বল, সকলই তোমার প্রসাদে জীর্ণ করা। তুমি প্রদীপ্ত অনলশিখা স্বরূপিণী, তোমাকে যে বস্তু

নিবেদন করি, তৎক্ষণাৎ গ্রহণ কর—ভস্মকর।—এমন আর ভক্তবৎসলা কোন্ দেবী আছেন? হে মাতঃ ক্ষুধ দেবি! এ বসন্তক তোমার চিরদাস—”

দ্বিতীয়। মহাশয়ের যে অতি ভক্তি দেখ্‌ছি!

প্রথম। মহাশয়! তবে আমরাও ক্ষুধাদেবীর নিকট বড় অপরাধ কর্ল্লেম, তাতে ভারি পাপ—”

বসন্তক। তোমাদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। প্রায়শ্চিত্ত কি? না চারিবর্ণের শ্রেষ্ঠ যে আমি, সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবীর বড়পুত্র যে আমি, নানা প্রকার সুভোজ্যে আমার ক্ষুধার শান্তি করা।—আর যদি নিতান্তই ব্যয়কুণ্ঠ হয়ে প্রায়শ্চিত্ত না কর, তবে আজি এখন টের পাবে। উদরে অগ্নিমন্দা হলে তোমাদের ভাগ্যে সংসারের সার দুটী সুখের মধ্যে প্রথম সুখ যে আহার করা, তাতে জন্মের মতন বঞ্চিত হবে!

দ্বিতীয় তৃতীয়। তার সন্দেহ কি? কিন্তু মহাশয়! আপনি যদি পরিহাস পরিত্যাগ করে আমাদিগে একটী কথা বলেন, তাহলে আমরা আপনার ক্ষুধাদেবীর যথোচিত সেবা করি।

বসন্তক। আচ্ছা, এককথা শুনালে যদি একবার (উদরে হস্ত দিয়া) এদিকের কর্ম্মটা হয়, তবে আর কি, আমি সহস্র কথা শুনিয়ে দিচ্চি এখন। বলতো হে কোন্ কথা শুন্‌বে?

দ্বিতীয়। ভাল মহাশয়! সম্প্রতি আমাদের ম-

হারাজ যে এরূপ ঔদাস্য অবলম্বন করেছেন, এর কারণ কি বল্‌তে পারেন?

বসন্তক। হাঁ, অবশ্য পারি, কিন্তু রাজরহস্য প্রকাশের এস্থান নয়। নির্জ্জনে চলুন, বলচি এখন।

প্রথম। চলুন না।

(সকলের গমন।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভগীরথীর তীর।

সীতা, লক্ষ্মণ এবং সুমন্ত্র দৃষ্ট।

সীতা। বৎস! তুমি যে বিষণ্ণবদনে কেবল অশ্রুধারাবর্ষণ কর্ত্তে লাগ্‌লে?—লক্ষ্মণ! কি হয়েছে সত্য বল। আমি তপোবন আগমন সময়ে অনেক অমঙ্গল লক্ষণ দেখেছি, আমার হৃদয় কম্পিত হচ্চে!

লক্ষ্মণ। দেবি! আমি হতভাগ্য, আর্য্যের নিষ্ঠুর আদেশের বশবর্ত্তী হয়ে—(রোদন)।

সীতা। (সভয়ে ব্যগ্র হইয়া) বৎস! বল, এমন অস্থির হচ্চো কেন? তোমার আর্য্য কি আদেশ করেচেন? তিনিত ভাল আছেন? তাঁর শারীরিক কোন অসুখ হয় নাই?—লক্ষ্মণ! যা ঘটেছে, বল, আমাকে আর কেন যাতনা দেও?—আমার বড় ভাঙা কপাল! (শিরে করাঘাত পূর্ব্বক আমার এই অদৃষ্টকে আর দগ্ধবিধাতাকে একতিলের জন্যেও বিশ্বাস নাই!

লক্ষ্মণ। আর্য্যে! আমি পাষাণে বুক বেঁধে আপনাকে আর্য্যের আদেশ বল্‌তে ইচ্ছা করি; কিন্তু প্রাণ যেন বলে ওঠে "অয়ি নিষ্ঠুর রসনে! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি আগে দেহপঞ্জর পরিত্যাগ করি—" (রোদন)।

সীতা। লক্ষ্মণ! তুমিত কখনও আমার আজ্ঞে লঙ্ঘন কর নাই, তা এখন কেন আমার কথা উল্লঙ্ঘন করো, হতভাগিনীকে যাতনা দিচ্চ? যা ঘটেছে, বল।

সুমন্ত্র। (স্বগত) কুমার উভয়সঙ্কটে পতিত হয়েছেন।

লক্ষ্মণ। আর্য্যে! আর কি বল্‌বো—আর্য্য আপনাকে এই আদেশ দিয়াছেন—(কর্ণে কথন)।

সীতা। লক্ষ্মণ! এ যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত!—"

[মূর্চ্ছা।

লক্ষ্মণ। কি সর্ব্বনাশ! এই নিষ্ঠুর কথা আমার এই দগ্ধবদন হতে বার হল! (মূর্চ্ছা)।

সুমন্ত্র। হায় কি হল! হায় কি হল! এই নির্জ্জন প্রদেশ! আমি একাকী এদিগে প্রবোধ দেব, না এদের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করবো! এমন একটা মানুষ কাছে নাই, যে জলবিন্দু দ্যায়। (গঙ্গা হইতে জলআনয়ন এবং সীতা ও লক্ষ্মণের গাত্রে অভিসেচনপূর্ব্বক) দেবি জনকনন্দিনি!—কুমার লক্ষ্মণ!—"

[উভয়ের চৈতন্য।

(সখেদে সজল নয়নে) বৎসলক্ষ্মণ, আমি নিশ্চয় বুঝেছি, বিধাতা কেবল অবলার প্রাণে কত যাতনা সহ্য হয়, তাই পরীক্ষা করে্য দেখ্‌বার জন্যেই, এই হতভাগিনীকে নির্ম্মাণ করেছেন! যদি বিধাতার এই দুরভিপ্রায় না হত, তা হলে "আর্য্যপুত্র ত্যাগ করেছেন" এই কথা শোনামাত্রেই, এপ্রাণ এই দেহ ত্যাগ কর্ত্তো, সন্দেহ নাই। যদি এ পোড়া প্রাণ এখনি প্রস্থিত হয়, তাহলে বিধাতার অভিপ্রেত সিদ্ধ হয় না, তাই এই জীবন—এই ঘৃণিত জীবন—এই জীবিতেশ্বরের উপেক্ষিত জীবন, এখনো দেহ মধ্যে অবস্থান কচ্চে!!! (দীর্ঘনিশ্বাস সহ রোদন)।

লক্ষ্মণ। আর্য্যে! আমি হতভাগ্য, তাই সেই ভয়ানক শক্তিশেলাঘাতে মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হয়েও আবার প্রত্যাবৃত্ত হলেম।—হায়! আমি কেন শক্তিশেলাঘাতে মলেম না! তা হলেত আমাকে আর আর্য্যের এই নিষ্ঠুর আদেশ প্রতিপালন কর্ত্তে হতনা!

সুমন্ত্র। (স্বগত) এদের শোকাবেগ প্রবল হয়ে উঠেছে। কিছু প্রবোধ দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু কি বলেই বা প্রবোধ দেব? মহারাজের এই নিষ্ঠুরাচরণে যে একবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি! করি কি?

সীতা। লক্ষ্মণ! তুমি আর বিলাপ করোনা আমার অদৃষ্টে যাছিল, হল, কপালে সুখ নাথাকলে সুখ ভোগ হয় না। নৈলে আমি রাজার নন্দিনী, রাজার বধূ, রাজার মহিষী, হয়ে এমন দুঃখভাগিনী হ-

কেন ?—লক্ষ্মণ ! আমি তোমার মলিন বদন দেখ্‌তে পারিনা, তোমাকে সজল নয়ন দেখ্‌লে আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে। বৎস ! অশ্রুজল সম্বরণ কর, আমার দুঃখ মনে করে বিষাদিত হওনা। আমার এই যে শরীর দেখ্‌চ, এ দেখ্‌তে সুকোমল বটে, কিন্তু দুঃখভার সহ্য কার্য্যে এ পাষাণ অপেক্ষাও—বজ্র অপেক্ষাও কঠিন।

লক্ষ্মণ। হায় ! আমি মাতৃহত্যার—"

সুমন্ত্র। কুমার ! পরশুরাম যেমন পিতার আজ্ঞায় মাতার মস্তকচ্ছেদন করেছিলেন— (রোদন)

সীতা। (স্বগত) হে মন ! ধৈর্য্য হও। এখন এক আকুল হলে লক্ষ্মণের প্রাণে বাঁচা সংশয় হবে। তোমার আক্ষেপের অনেক সময় আছে ! (প্রকাশে) লক্ষ্মণ ! তুমি ক্ষোভ করো না। আমার জন্মান্তরে বড় পাতক ছিল, বোধ হয়, আমি কোন পতিপ্রাণা কামিনীকে পতিবিরহিত করেছিলেন, সেই পাতকে আমার ভাগ্যে পতিবিচ্ছেদ যন্ত্রণা ঘটেছে ! বিধাতা কর্ম্মের দোষেই যাতনা দ্যান, নতুবা তিনি কার মিত্র কার শত্রু নন, যে কাহাকে চিরকাল সুখ ভোগে রাখ্‌বেন, কাহাকেও যাবজ্জীবন যন্ত্রণা দেবেন, আমি বিতা কি আর্য্যপুত্রকে একটুও দোষ দিনা, সকলি অদৃষ্টের দোষ। আমার অদৃষ্টে দুঃখ ভোগ আছে সেই আর্য্যপুত্র আমাকে নিরপরাধিনী—একান্ত অনুরাগিণী জেনেও পরিত্যাগ করেছেন।

সুমন্ত্র। সুখ দুঃখ আত্মকৃত পাপপুণ্যের ফল—"

সীতা। সুত! আমি বনবাসে দুঃখিত নই, আ র্য্যপুত্রের সঙ্গে অনেক দিন বনে বাস করেছি, ত খন বন, উপবনের ন্যায় বোধ হত। সে যাহোক আমার এই বড় দুঃখ হচ্চে, যে মুনিপত্নীরা যখ আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, "সীতে! তোমাকে কি অ পরাধে রামচন্দ্র ত্যাগ করেছেন?" তখন আমি কি উ ত্তর দেব? তাঁরা আর্য্যপুত্রকে দয়ারসাগর—স্নেহে অবতার বলে জানেন।

সুমন্ত্র। দেবি! মহারাজ লোকরঞ্জনানুরোধে এই নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন। নতুবা তিনি আপনাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন।

সীতা। একথা বলা বাহুল্য।—সুত! আমি তাঁ মন জানি, তিনিও আমার মন জানেন। (স্বগত) মন! এত অধীর হচ্চো কেন? খানিক অপেক্ষা ক এদিগে বিদায় করে নি, তার পর যত বিলাপ (প্রকাশে) লক্ষ্মণ! প্রাণবল্লভ রাজধর্ম্ম গ্রহণ ক ছেন, লোকাপবাদ ভয়ে আমাকে পরিত্যাগ করা উ তুল্য প্রজারঞ্জন মহীপালের উপযুক্ত কার্য্যই হয়ে কেমনা প্রজারঞ্জন করা রাঘবদের সনাতনধর্ম্ম।

লক্ষ্মণ। এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে স্বর্গে যা অপেক্ষা নিরয়গমন করাও প্রার্থনীয়।

সুমন্ত্র। কুমার, এমন কথা ঈক্ষ্বাকু বংশীয় বদনে শোভা পায়না। ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষণীয়

সীতা। তার সন্দেহ কি?—লক্ষ্মণ, এখন ত

তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি, তুমি প্রাণবল্লভকে আমার উক্তিতে এই বল্‌বে "তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, অযোধ্যা তাঁর অধীন, এই তপোবনও তাঁর অধীন, তিনি আমাকে অযোধ্যা হতে নির্ব্বাসিত করেন, তবুও আমি তাঁরই অধীনে—তারই অধিকারে রইলেম। তিনি এখন আমাকে ভার্য্যাভাবে মনে স্থান দিতে কর্‌বেনই না, তবু যেন সময় সময় সামান্য প্রজা ভাবে স্মরণ করেন।"

লক্ষ্মণ। হায়! আমাকে একথাও শুনতে হল! রে প্রাণ! তুই এখন এ দেহ---- (রোদন।

সুমন্ত্র। কুমার! ধৈর্য্য হও।--দেবি! মহারাজ আপনাকে অযোধ্যা হতে নির্ব্বাসিত করেছেন সত্য, কিন্তু আপনি তাঁর মনোরাজ্যে নিয়ত প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

সীতা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) হায়! প্রাণনাথের সরলতা আর সেই অকৃত্রিমপ্রেম মনে হলে কথা অসম্ভব বোধ হয়না। (প্রকাশে) বৎসলক্ষ্মণ! আমি যত কেন অপরাধিনী না হই, আমাবিরহে আর্য্যপুত্র অবশ্য আকুলিত হবেন—"

সুমন্ত্র। তার সন্দেহ কি?

সীতা। তখন তুমি তাঁকে সান্ত্বনা কর্‌বে, যাতে তার মনোক্ষোভ, ও অসুখ না জন্মে এরূপ যত্ন কর্‌বে। (লক্ষ্মণের হস্তধারণ পূর্ব্বক) বৎস! আমার শপথ কর্‌‍্যে বল, যে এটী অবশ্য কর্‌বে। লক্ষ্মণ!

আমি আপনার দুঃখে দুঃখিত নই, পাছে প্রাণ-বল্লভ আমাবিরহে দুঃখিত হন, তার শারীরিক কোন অসুখ হয়, এই ভাবনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে। আমি এই তপোবনে, পর্ণকুটিরে থেকে যদি শুন্‌তে পাই, হৃদয়েশ্বর ভাল আছেন, সচ্ছন্দে রাজত্ব কর্চ্চেন, তাহলে, আমার যত কেন দুঃখ হোকনা, সকল দুঃখ যাবে। [রোদন।

লক্ষ্মণ। হায়! কি হল!—হা বিধাতঃ!

সীতা। লক্ষ্মণ! আমি পূর্ণগর্ব্বা, শ্বাশুড়ীরা আমার নবকুমারের বদনচন্দ্র দর্শন লালসায় সতৃষ্ণ হয়ে আছেন, আমার এই অবস্থা শুনে দুঃখিত হবেন, তাঁদিগে যত্নপূর্ব্বক সান্ত্বনা করবে, আমার ভগ্নীগুলিকে সর্ব্বদা সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখো, যদি তারা আমার দুর্দ্দশার কথা উত্থাপন করে দুঃখিত হয়, কি বিলাপ করে, তাদিকে প্রবোধ প্রদান করবে। এই আমার শেষ প্রার্থনা। (রোদন) যাও আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আমি যে পাপ করেছি এখন একাকিনী এই তপোবনে সেই পাপের প্রতিফল ভোগ করি।

লক্ষ্মণ। হা আর্য্য! এতদিন আপনাকে দয়ার প্রতিমূর্ত্তি বলে বিশ্বাস ছিল, এখন বুঝলাম, আপনার তুল্য পাষাণহৃদয় আর নাই। হা প্রজারঞ্জন রঘুকুলচন্দ্র! কেন এ হতভাগাকে আর্য্যা জানকীর সঙ্গে বর্জ্জন কল্লেন না! তাহলে আমি এই

তপোবনে আর্য্যার চরণসেবা কর্ত্তাম! আমি আর্য্যার সেবায় নিযুক্ত থাকলে আর্য্যার কোন কষ্ট হতনা!— হায়! আমি কোন্ প্রাণে রঘুকুললক্ষ্মী জানকীকে এই জনশূন্য অরণ্যে পরিত্যাগ করে যাবো? সূত! তুমি যাও, আর্য্যকে বলগে, আপনার দুর্ভাগ্যলক্ষণ দেবী জানকীর চরণ সেবার জন্যেই তপোবনে রইলো! আর আমার জননীকে প্রণাম জানিয়ে বলবে "তোমার লক্ষ্মণ সেই জানকীর সেবায় তপোবনে নিযুক্ত রইলো, বনগমনসময়ে আপনি যাঁকে লক্ষ্মণের মাতৃ স্থানীয় করে দিয়েছিলেন।"

[রোদন।

সীতা। বৎসলক্ষ্মণ, তুমি অযোধ্যায় যাও, আমার নিমিত্তে দুঃখ করোনা, আমি এই তপোবনে থেকে তপস্যা করবো, যেন জন্মান্তরেও আর্য্যপুত্রকে পাই, আর তোমারমত দেবর পাই।

[রোদন।

সুমন্ত্র। (স্বগত) হায় কি বিপদ! এঁদের উভয়েরই শোকসাগর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এসময় সান্ত্বনা করা বড় কঠিনকর্ম্ম। যাহোক্ কুমারকে বলপূর্ব্বক নিয়ে যেতে হল। (প্রকাশে) কুমার, আপনি জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে এই অমানুযোচিত কার্য্য গ্রহণ করেছেন, এখন তপোবনবাস স্বীকার করে তাঁর আদেশ উল্লঙ্ঘন করা হয়। বিধাতার

মনে যাছিল, তাই হল। (সীতার প্রতি) দেবি দেবতাগণ আপনাকে রক্ষা করবেন, আপনি পাতি ব্রতারূপকবজে রক্ষিত হয়েছেন, কার সাধ্য আপনা অনিষ্ট করে? সতী কুলবতীদিগের সকল দেবতা রক্ষাকর্ত্তা।—হায়! আমরা রাঘবহৃদয়বৃন্তের হেম কু সুমটীকে তুলে এনে এই জনশূন্য কান্তারে ক্ষেপ করে চল্লেম! [অশ্রুপাত

লক্ষ্মণ। (সীতাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক) আর্য্যে! এই দুর্ভাগা লক্ষ্মণ আপনার চরণকমলে জ ন্মেরমত প্রণাম কর্চ্চে।

[কাঁদিতে২ উভয়ের নৌকায় আরোহ এবং দেখিতে২ অদৃশ্য

সীতা। লক্ষ্মণ কি যথার্থ আমাকে কানন ম ফেলে গেল।—হায়! কি হল! হায়! কি হল! (মূর্চ্ছা ক্ষণেক পর চৈতন্য পাইয়া) হায়! আমার অদৃ এই ছিল!—হা তাত! তোমার অত আদরের— সোহাগের তনয়ার দশা দেখ্‌সিয়ে!—হা নাথ! সীতাবল্লভ! তোমার প্রণয়িনীরও পরিণামে দশা হল!—হায়! আমি এখন কি করি! কো যাই? কার শরণাপন্ন হই? মনে করেছিলাম, ন নার প্রসব করো—কুমারের বদনচন্দ্র দৃষ্টি করো নার আত্মাকে—নয়নযুগলকে চরিতার্থ করবো?— বিধাতা আমার আশালতা সমূলে নির্ম্মূল করে —অরে উদরের কুসন্তান! তুই কেন এই

ভাগিনীর গর্ব্ভ আশ্রয় করেছিলি? হায়! তোর কেবল গর্ব্ভবাস ক্লেশ স্বীকারই সার হল! অরে, তুই বুঝি অযোধ্যানাথের কোলে আরোহণ কর্‌বার আশায় জনমদুঃখিনী সীতার গর্ব্ভে বাস কর্‌ছিস্! না কোশলের রাজসিংহাসনের লালসায় এই জনম দুঃখিনী জানকীর গর্ব্ভ আশ্রয় করেছিস্!—হায় তোর মনোরথমাত্র সার হল!—তুই রাজকুমার, রঘুকুলের অঙ্কুর, আহা!—তুই ভূমিষ্ঠ হলে অযোধ্যা উৎসবপূর্ণ—সংসার আহ্লাদপূর্ণ হত, কত মঙ্গলবাদ্য হত। অযোধ্যার রাজভাণ্ডারের দ্বারমুক্ত হত।—হায়! এখন তোর জন্মগ্রহণে কেবল বনবিহঙ্গিনীরাই কোলাহল কর্‌বে! হা বিধাতা! লোকে যে "অরণ্যে রোদন" করা বলে থাকে, আমার অদৃষ্টে তাই ঘটলো!—আমাকে এখন এমনি স্থানে রোদন কর্ত্তে হচ্চে, যেখানে বনজন্তু বই শ্রোতা নাই! তা যাইহোক্, আমার মনে অনেকগুলি দুঃখের কথা আছে, অই অদূরে যে বিল্বৃক্ষ দেখা যাচ্চে, ঐ গাছটীর তলায় খানিক রোদন করে,—মনের দুঃখের কথা সকল প্রকাশ করে, শেষ এই ভগবতী ভাগীরথীর সলিলে এই বলে ঝাঁপ দিব "হে বিধাতা! আমি যেন জন্মান্তরেও আর্য্যপুত্রকে স্বামী প্রাপ্ত হই।"—হায়! আমার অদৃষ্টে শেষ অপমৃত্যুটা ছিল!

[রোদন করিতেং বিল্ববৃক্ষের দিকে গমন।

ইতি দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুইজন রাজপুরুষ।

প্রথম। মহাশয়, রাজধর্ম্ম কি কঠিন!

দ্বিতীয়। তার সন্দেহ কি? মহারাজ এক লোক-রঞ্জনানুরোধেই, অর্দ্ধকায় স্বরূপিণি—জীবন সর্ব্বস্বরূপিণী পূর্ণগর্ভা জানকীকে বর্জ্জন কর্ল্লেন—"

প্রথম। মহাশয়, মহারাজের কি গম্ভীর স্বভাব! আমি চমৎকৃত হয়েছি, প্রাণপ্রতিমা প্রণয়িনী বিরহিত হয়ে কে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মত বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ কর্ত্তে পারে? কিন্তু মহারাজ আন্তরিক উৎকণ্ঠিত আছেন, সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়। মহাশয়, সেই উৎকণ্ঠাপনোদনের জন্যে মহারাজ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করে একপ্রকার সুবিবেচকতার কার্য্য করেছেন, কেননা যজ্ঞের সমারোহে জানকীবিরহিণীচিন্তা তাঁর অন্তঃকরণে বড় একটা স্থানলাভ কর্ত্তে পারবেনা।

প্রথম। সমারোহও কেবল সামান্য হয় নাই! নানাদিগ্ দেশান্তর হতে মহীন্দ্রগণ সমাগত হয়েছেন, এখনো অনেকে আসচেন, লঙ্কার সংগ্রামসহায় বিভীষণ সুগ্রীব প্রভৃতি এখনো সমাগত হন নাই। তথাপি নৈমিষক্ষেত্র লোকারণ্য হয়েছে! মহারাজও সামগ্রীসম্ভার অল্প আয়োজন করেন নাই! দধি দুগ্ধ, মধুর হ্রদ! সমাগত ব্যক্তিগণের আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য স্তূপে স্তূপে সংগৃহীত হয়েছে—”

দ্বিতীয়। মহাশয়, ঐ দেখুন, যুবরাজ ভরত কার্য্য পরিদর্শন নিমিত্ত এদিকেই অগ্রসর হচ্চেন, এসময় আমরাও আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহে তৎপর হই।

প্রথম। হাঁ চলুন, নতুবা যুবরাজ অনুযোগ করবেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ভরত এবং বসন্তকের প্রবেশ।

ভরত। তবে বসন্তক!

বসন্তক। আজ্ঞে যুবরাজ!

ভরত। এইত যজ্ঞানুষ্ঠান হচ্চে, তোমারইত—”

বসন্তক। আজ্ঞে তার সন্দেহ কি?

ভরত। তবে, এইত মধুহ্রদ, দধিহ্রদ, কেমন, এর একটী হ্রদকে উদরসাগরে স্থান দান কর্ত্তে পারবে কি না?

বসন্তক। যুবরাজ! কত নদ নদীকে মহাসাগর উদরে স্থানদান করেন—”

ভরত। হাঁ ভাই বল্‌ছিলাম, এক চুমুক দেও যে অবশিষ্ট না থাকে।

বসন্তক। যুবরাজ, আপনি আমাকে তুচ্ছ বিবেচনা করবেন না, আপনি কি জানেন না, যে আমাদের গুষ্টির একজন সেই পুলস্তমুনি গণ্ডূষে সপ্তসাগরের জল পান করেছিলেন—”

ভরত। (সহাসে) পুলস্ত না হে, অগস্ত্য।

বসন্তক। আজ্ঞে অগস্ত্য, সপ্তসাগরের বারিপান করেছিলেন—গণ্ডূষে। তা আমি তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করে কি আর কটা ক্ষুদ্র২ হ্রদ শোষণ কর্ত্তে পারিনে না? তবে আর আমাতে (উদর প্রদর্শন পূর্ব্বক) এই মূর্ত্তিমান ব্রাহ্মণ্যদেব প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন কেন?

[হা হা করিয়া হাস্য।

ভরত। যদি না পার, তবে—”

বসন্তক। পারবার উপায় আছে,

ভরত। উপায় কেমন দীন দুঃখীদিগে কিছু বিতরণ করে—”

বসন্তক। আজ্ঞে, শর্ম্মা নিজের (উদর প্রদর্শন করিয়া) প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা না দিয়ে আপনি প্রসাদ পান না, তা অন্য পরের কথাত বুঝতে পারেন, যুবরাজ!

ভরত। তবে নাহয় এখন অবধি মাসেক কাল উপবাস করে থাকো, ক্ষুধার বৃদ্ধি হোক, শেষ এই সবগুলিতে চুমুক মারবে।

বসন্তক। না, না তা হবে না। বাপ্ রে, এ-কদণ্ড মুখ না চল্লে শ্বাসরোধ হয়। তা একমাস বাপ্রে আবার ছমাস উপবাস কর্‌ব! শত্রু উপবাস করুক, যাদের ঘরে খাবার সংস্থান নাথাকে, তারাই উপবাস করুক। আমি এই (পৈতাধারণপূর্ব্বক) পৈতে ছুঁয়ে দিব্বি করে—ব্রাহ্মণদেবের দিব্বি করে বল্‌ছি, যদি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পাই, সেই অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী মেনকাকে পাই,—বৈজয়ন্ত ধাম পাই—তবুও এশর্ম্মা একদিন—একপ্রহর—একদণ্ড—একপল—এক-বিপল—একমূহূর্ত্ত উপবাস স্বীকার কর্‌বেন না। প্রাণ যায় তাতেও ক্ষোভ নাই, তবুও এঁরহতে উপবাস করা হবে না।

ভরত। আর যদি সুধাকুণ্ড পাও, তবে?

বসন্তক। (শিরশ্চালনপূর্ব্বক) হুঁ! তা হলে একদিন আদদিন কল্লেও কত্তে পারি। কিন্তু আগে বাত্তিমিটে সুধাপান কর্‌বো,—তারপর উপবাস। আগে উপবাস করে সুধা কেন, আর কিছু হলেও শর্ম্মা অসম্মত। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) না যুবরাজ, আ-মার সুধাপান করা হল না।

ভরত। (সহাস্যে) না কর্ত্তেই হবে।

বসন্তক। না না, যুবরাজ, এবিষয়ে আপনি অ-নুরোধ কর্‌বেন না, আমি সুধা পান করি, আর আমার জন্মের মত ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হোক। তা হলেইত সর্ব্ব-নাশ! আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা গেলে, পৃথিবীর দেবের তুল্য ভ

বস্তু সব কার জন্য থাকবে? (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হাঁ! হাঁ! ভাল কথা স্মরণ হল। যুবরাজ, আজ হতে আমি বিশেষ সতর্ক হলাম, আর ব্রাহ্মণীকে সুধামুখী বলে সম্বোধন করা হবেনা। কি জানি ব্রাহ্মণের বেদবাক্য! যদি যথার্থই সুধামুখী হয়ে পড়ে, তাহলেইত শর্ম্মা গেলেন।

[হা হা হা করিয়া হাস্য

ভরত। (সহাস্যে) হাঁ হে তুমি যে সিদ্ধবাক ব্রাহ্মণ!

বসন্তক। (সকোপে) কি আপনি রঘুবংশে জন্ম গ্রহণ করে ব্রাহ্মণকে উপহাস করেন? সগর রাজার ষাটহাজার পুত্র কোন জাতির কোপে ভস্ম হয়েছিল জানেন? ব্রাহ্মণের কোপাগ্নি, কালাগ্নি হতেও ভয়ানক, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জঠরাগ্নি আরো বিষম—”

ভরত। সাম্য হও হে।

বসন্তক। ভাল, আপনি অনুরোধ কল্লেন, শান্ত হলেম। ভবিষ্যতে সাবধান হবেন।— [ক্রোধ

ভরত। অবশ্য।

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। কুমার, এখানকার এখন সমুদয় অনুষ্ঠান করা হয়েছে—”

বসন্তক। হ্যাঁ, আমরাও পর্য্যবেক্ষণ করে দেখ-
লেম, এখানের আর কোন তত্ত্বাবধান আবশ্যক ক-
রে না। এখন একবার রন্ধনশালার দিকে চলুন--
সেখানকার ভালরূপ তত্ত্ব কর্ত্তে হবে।

সুমন্ত্র। আমি স্বয়ং চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়
নানাপ্রকার ভোজ্যবস্তু সংগ্রহ করিয়েছি, তজ্জন্য
আপনাকে চিন্তিত হতে হবে না। (ভরতের প্রতি)
কুমার, এক্ষণে একবার মহারাজকে সমুদয় বিষয় নি-
বেদন করিগে।

বসন্তক। এই দিক্ দিয়ে চলুন।

ভরত। কেন?

বসন্তক। আপনি একবার রন্ধনশালা দেখে--

ভরত। (হাস্য করিয়া) আচ্ছা চল।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দণ্ডকারণ্য।

আত্রেয়ীর প্রবেশ।

আত্রেয়ী। এই না দণ্ডকারণ্য। উঃ! ক...
চলে এসেচি! বড় পরিশ্রম হয়েছে। কিন্তু যখন ...
দ্যাশিক্ষার সুখ মনোমধ্যে উদিত হয়, তখন আ...
ক্লেশকে ক্লেশই বোধ হয় না। পণ্ডিতেরা ...
থাকেন, পরিশ্রম না কর্লে বিদ্যারত্ন লাভ হয়, ...
না। বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা না...
জ্ঞানলাভ ব্যতীত মুক্তির উপায় কি? তা যাই এ...
বেলাও অত্যন্ত হয়েছে। এখানে স্নান আহার ক...
শ্রান্তি দূর করি, নির্ঝরিনীর, সুশীতল ছায়া, সু...
ফল, এবনে সকলই আছে, কিছুর জন্যেই পরোপা...
কর্ত্তে হবে না।

বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। ভগবতি, আপনার পরিচয় শুনতে ই...
করি,

আত্রেয়ী। আমি আত্রেয়ী।

বাসন্তী। আত্রেয়ি! (আলিঙ্গনপূর্ব্বক) পরম সৌভাগ্য। আপনি যে এখানে?

আত্রেয়ী। এখানে মহর্ষি অগস্ত্য প্রভৃতি অনেক বেদজ্ঞ মুনি আছেন, তাঁদের কাছে কিছু বিদ্যাশিক্ষার মনস্থ আছে।

বাসন্তী। কেন, অন্যান্য আশ্রমহতে অনেক মুনিকুমার মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে গিয়ে অধ্যয়ন করেন। আপনি সেখানে না পড়ে বিদেশ-ক্লেশ স্বীকার কল্লেন কেন?

আত্রেয়ী। সম্প্রতি সেখানে পাঠের বড় গোলযোগ।

বাসন্তী। গোলযোগ কেমন?

আত্রেয়ী। কোন দেবতা পঞ্চমবৎসরের দুটী বালককে মহর্ষি বাল্মীকির নিকট শিক্ষার্থে নিযুক্ত করে রেখে গিয়েছেন। মহর্ষি সেই দুটী শিশুকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, কেবল যে মহর্ষিই ভালবাসেন, এমন নয় সকলেই তাদিগে ভালবাসে।

বাসন্তী। সেই বালক দুটীর নাম?

আত্রেয়ী। সেই দেবতাই বালক দুটীর নাম কুশ আর লব রেখে, প্রভাব বর্ণন করেছেন?

বাসন্তী। প্রভাব আবার কেমন?

আত্রেয়ী। আজন্মসিদ্ধ জৃম্ভক অস্ত্র।

বাসন্তী। হাঁ, প্রভাব বটে।

আত্রেয়ী। মহর্ষি বাল্মীকি বালক দুটীর ধাত্রী-
কর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে লালন পালন কর্চ্চেন, চূড়ার পর
অন্যান্য সকল বিদ্যার শিক্ষা দিয়া একাদশ বর্ষ ব-
য়ঃক্রম সময় ক্ষত্রিয় প্রথামতে উপনয়ন ক্রীয়া সম্পন্ন
করেছেন। এখন বেদবিদ্যা শিক্ষা দিচ্চেন। বালক দুটী
অত্যন্ত মেধাবী, তাদের সঙ্গে আমার অধ্যয়ন করা বড়
কঠিন, অধ্যাপক কি সুবোধ কি নির্ব্বোধ সকল ছা-
ত্রকেই সমান শিক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু ছাত্রবিশে-
ষে শিক্ষার তারতম্য হয়। হওয়াও আশ্চর্য্য নয়, নি-
র্ম্মল স্ফটিকে সূর্য্যের সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়ে, মৃত্তিকা-
তে কদাচ পড়ে না।

বাসন্তী। এই বিঘ্ন?

আত্রেয়ী। না কেবল এই নয়, আরো আছে।

বাসন্তী। আবার কি?

আত্রেয়ী। মহর্ষি বাল্মীকি একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে
তমসা নদীতে স্নানার্থ গমন করেছেন, এমন সময় এক
ক্রৌঞ্চ নিজ পত্নীর সহিত সঙ্গত হয়ে, এক ব্যাধের
শরে লক্ষ্য হচ্ছিল, মহর্ষি যেমন এটী দেখলেন, অমনি
তাঁর বদনকমল হতে এই আশ্চর্য্য শ্লোক বার হল,

"অরে ব্যাধ, তুই অতিশয় দুরাশয়,
এবে এ ক্রৌঞ্চমিথুন বধ যোগ্য নয়।
করিস্‌নে করিস্‌নে তুই শায়ক ক্ষেপণ,
করিলে হইবি বড় অযশভাজন।"

বাসন্তী। (সবিস্ময়ে) এযে নূতন শ্লোক!

আত্রেয়ী। এই শ্লোক পাঠের পর লোকনাথ ব্রহ্মা স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে মহর্ষিকে সম্বোধন করে বল্লেন, "মহর্ষে! তুমি ঋষীবর, শব্দব্রহ্ম তোমারই কণ্ঠে উপস্থিত, তা তুমিই মহাত্মা রামচন্দ্রের চরিত বর্ণন কর, আদি কবি নামে বিখ্যাত হবে।" মহর্ষি সেই অবধি অনন্যকর্ম্মা হয়ে কেবল রামায়ণ রচনায় মনোঃনিবেশ করেছেন। এখন তার অধ্যাপনার সময় নাই, তাই দণ্ডকারণ্যে আসা হয়েছে। আপনি ভগবান অগস্ত্যের আশ্রমের পথ অবগত আছেন?

বাসন্তী। এইদিক দিয়ে পঞ্চবটী হয়ে, গোদাবরী তীর অবলম্বন করে গমন করুন।

আত্রেয়ী। কি এই তপোবন!—এই পঞ্চবটী!—এই গোদাবরী!—ঐ প্রস্রবণপর্ব্বত!—বোধ হয় আপনিও জনস্থানদেবতা বাসন্তী?

বাসন্তী। হাঁ সেই সকলই বটে!

আত্রেয়ী। (সখেদে) হা বৎসে সীতে! এই এই সকল তোমার প্রিয়বাসস্থান, বনবাসের বন্ধু বান্ধব, এখন কথাপ্রসঙ্গে যাদের উল্লেখ হচ্চে। তুমি এখন নামশেষা হয়েছ—"

বাসন্তী। (সবিস্ময়ে) কি নামশেষা! তাঁর কোমল কলেবর কি কালগ্রাসে পতিত হয়েছে?

আত্রেয়ী। কেবল তা নয়, অপবাদ ঘটেছে (কর্ণে কথন)।

বাসন্তী। আহা হা! হা বিধাতা!—হা প্রিয়সখি সীতে!—হা সখিবৎসলে!—হা শুদ্ধচরিতে! পরিণামে তোমার ভাগ্যে এই ছিল!—ভগবতি! লক্ষ্মণ ভাগীরথীতীরে জানকীকে পরিত্যাগ করে এলে পর কি হল, আপনি কিছু শুনেছেন?

আত্রেয়ী। না, তার পরে কোন সংবাদ পাই

বাসন্তী। আঃ কি কষ্ট! ভগবতী অরুন্ধতী, বশিষ্ঠ আর রাজমাতারা সব জীবিত থাক্তে সখীর এই অবস্থা হল!—হা দৈব! তোর অসাধ্য কিছুই নাই!

আত্রেয়ী। না, যখন রামচন্দ্র সীতাকে নির্বাসিত করেন, তখন ভগবান বশিষ্ঠ, অরুন্ধতি আর রাজমাতারা সকলেই মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমেছিলেন। এক্ষণে তাঁরা অযোধ্যায় এসে সবিশেষ শুনে, সকলে যারপর নাই দুঃখিত হয়ে অযোধ্যাবাস ত্যাগ করেছেন।

বাসন্তী। (সবিস্ময়ে) বলেন কি! তাঁরা তবে কোথায় গেলেন?

আত্রেয়ী। এক্ষণে তাঁরা মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে বাস কচ্চেন—"

বাসন্তী। (সবিস্ময়ে) বলেন কি!—হা বিধাতা! তোমার লীলা কে বুজ্‌তে পারে!—ভগবতি আত্রেয়ি! ভাল, এই সকল আত্মীয়জন বিরহিত হয়ে এখন অযোধ্যানাথ কি ভাবে আছেন?

আত্রেয়ী। তিনি অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন—”

বাসন্তী। (সখেদে) অঁা মহারাজ আবার বিবাহও করেছেন!—হায়! রামচন্দ্র এমন নিষ্ঠুর! প্রিয়সখী জানকীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবেসে শেষ তাঁকে নির্ব্বাসিত কল্লেন! তাতেও ক্ষান্ত নন,—আবার ভার্য্যান্তর গ্রহণ করেছেন!—হা! পুরুষের প্রাণ কি কঠিন!—”

আত্রেয়ী। না, না, রঘুনাথকে তেমন মনে কর্ব্বেন না। তাঁর কার্য্য সব অলৌকিক!

বাসন্তী। অলৌকিক কেমন?

আত্রেয়ী। তিনি অশ্বমেধযজ্ঞে ভার্য্যা গ্রহণ করেন নাই।

বাসন্তী। তবে যজ্ঞ কচ্ছেন কেমন করে?

আত্রেয়ী। রঘুনাথ স্বর্ণময়ী সীতা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাকে সহধর্ম্মিণী করে যজ্ঞারম্ভ করেছেন।

বাসন্তী। (সবিস্ময়ে) বটে! লোক চরিত্র বড় চমৎকার!

আত্রেয়ী। যথার্থ কথা! বিশেষতঃ সাধুদিগের চরিত্র আরো দুর্জ্ঞেয়। তাঁদের চিত্ত কে বুঝতে পারে? কখন বজ্র হতেও কঠিন হয়, কখন বা কুসুম অপেক্ষাও কোমলতা ধারণ করে।

বাসন্তী। তা যজ্ঞ পূর্ণের বিলম্ব কি?

আত্রেয়ী। বিলম্ব বড় নাই। যজ্ঞের অশ্ব প্রত্যাবৃত্ত হলেই হয়। লক্ষ্মণের পুত্র কুমার চন্দ্রকেতু যজ্ঞ-

তুরঙ্গের সহিত চতুরঙ্গিণী সেনা নিয়ে বহির্গত হয়েছে।

বাসন্তী। ভগবতি! আজ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে এককালে কতগুলী বিস্ময়ের কথা শ্রবণ কল্লেম। কুমার লক্ষ্মণের কুমার হয়েছে, আহা! একথায় কর্ণ অমৃতরসে অভিষিক্ত হল। যদি আর কিছু কাল বেঁচে থাকি, আরো কত শুন্‌বো।

আত্রেয়ী। ভগবতি! আরো বিস্ময়ের কথা ব-লুচি।— মহারাজ রঘুকুলচন্দ্র যজ্ঞারম্ভ করেছেন, এ দিকে সেদিন এক ব্রাহ্মণ মৃত শিশুকে কোলে করে রা-জদ্বারে এসে রোদনারম্ভ কল্লেন। ব্রাহ্মণের অশ্রুপা-তে সকলে মহাব্যস্ত!—"

বাসন্তী। তার পর?

আত্রেয়ী। তার পর সকলে অনুমান কল্লেম, ম-হারাজ রামচন্দ্রের পাপেই ব্রাহ্মণকুমারের অকালমৃত্যু হয়েছে। রাজার পাতক ব্যতীত প্রজার অসুখ হয় না। রাঘবেন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন। এমন সময় দৈববাণী হল, "পৃথিবীতে শম্বূক নামে এক শূদ্র তপস্যা করছে, তার মস্তক ছেদন কর, তবেই দ্বিজকুমার জীবনপ্রাপ্ত হবে।" রাজা এই আকাশবাণী শ্রবণ করে খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক তখনই শম্বূকের অন্বেষণে বহির্গত হয়েছেন।

বাসন্তী। শম্বূক শূদ্র! সে যে এইস্থানেই তপস্যা করছে!—তবেত আবার রামচন্দ্র এখানে আস্‌বেন।

আত্রেয়ী। ভগবতি, এক্ষণে বিদায় দিন। বেলা অত্যন্ত হয়েছে।

বাসন্তী। হাঁ, হয়েছে বটে। অইযে প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত হয়ে বন্যহস্তীরা গোদাবরী জলে সর্ব্বাঙ্গ নিমগ্ন করে শুণ্ডগুলি কেমন উর্দ্ধ করে রয়েছে! বায়স সকল চঞ্চু ব্যাদান করে বৃক্ষশাখা অবলম্বন করেছে; তট ভাগে কপোত, কুক্কুট, আর ঘুঘু সকল আতপতাপে নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে তৃষিতকণ্ঠে শব্দ করছে।—আপনি কি এসময় ভগবান অগস্ত্যের আশ্রমে যাবেন?

আত্রেয়ী। হাঁ সেইখানে যেয়েই স্নানাহার কর্‌বো।

বাসন্তী। তবে এই পথে আসুন।

উভয়ের প্রস্থান।

রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম। কত অন্বেষণ কর্‌লাম, কই, শম্বূকের অনুসন্ধানত পেলেম না। এখন জান্‌লাম, সে না কি এই স্থানে তপস্যা করচে। দেখি, দেখি, দৈববাণী কখনই অলীক হবেন। (তপোবলম্বী শম্বূককে অদূরে দৃষ্টি করিয়া) ঐ যে শম্বূক,—যাই, এই শাণিত খড়্গাঘাতে এর মস্তক ছেদন করিগে। (শম্বূকের নিকট যাইয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক) হে রামের দক্ষিণ হস্ত! তুমি অকালমৃত-দ্বিজকুমারের জীবনদানার্থ এইশূদ্রমুনির শিরশ্ছেদন কর।—তোমার মমতা কি? তুমি ত স্বইচ্ছায় এই অনুচিত কার্য্য কর্‌ছো না,—আর যে রাম গর্ভভারাল-

সাঙ্গী অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা সহধর্ম্মিণীকে নিরপরাধে বর্জ্জন করেছে, তুমিত সেই রামের হস্ত! তা তোমার দয়াই বা কি?—মমতাই বা কি?

[কষ্টে শম্বুকের শিরচ্ছেদন

(খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া শম্বুকের দিব্যশরীর প্রাপ্তি)

শম্বুক। মহারাজ অযোধ্যানাথের জয় হোক। আপনি আশ্রিতের অভয়দাতা, পৃথিবীতে পুণ্যের অবতার। আপনি শিরশ্ছেদন করায়, আমি এই দিব্য শরীর প্রাপ্ত হলেম, আমার আর সৌভাগ্যের সীমা কি? মহর্ষিরা বলেছেন, "সাধুর সমীপে মরণও প্রার্থনীয়, অসৎ সংসর্গে জীবনধারণ করা ভারবহন মাত্র।" দেব, আমি আপনার সংস্পর্শে দিব্যশরীর—দিব্যজ্ঞান লাভ করলাম। এদাসের প্রতি প্রসন্ন হউন।

[চরণ বন্দন

রাম। এখন ব্রাহ্মণ কুমার জীবিত হউন, তুমি আপনার সুকৃতির ফলে সেই লোক প্রাপ্ত হও—যথা রোগ নাই, শোক নাই, মৃত্যুর অধিকার নাই—যথা কেবল আনন্দস্রোত প্রবাহিত।

শম্বুক। দেব, আপনিই আমার এসমুদয় ঐশ্বর্য লাভের নিদান। আমার আর তপস্যার ফল কি?—অথবা তপস্যার ফলই বল্‌তে হবে। কেননা আমি তপস্যাবলম্বন না কল্লে আপনি কি এই হতভাগ্যে

স্পর্শ কর্ত্তেন? আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, আপনার দর্শনলাভে সমুদয় পাপ পলায়ন করে। আপনি এই পাপাত্মার অন্বেষণে শতযোজন পরিক্রমণ করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, নচেৎ কোথায় বা অযোধ্যা, কোথায় বা দণ্ডকারণ্য!

রাম। (সবিস্ময়ে) কি এই দণ্ডকারণ্য! (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক) হাঁ বটেইত, এই যে কোন২ স্থান নিবিড় তরুজালের শীতলচ্ছায়া বিশিষ্ট, কোন স্থান আতপ তাপে সাতিশয় উত্তপ্ত; কোথায় বা গিরি নির্ঝর বারি ঝর২ শব্দে পতিত হচ্চে। কোন স্থানে আশ্রম, কোন স্থানে পর্ব্বত; এত সেই বহুকাল-পরিচিত-দণ্ডকারণ্যই বটে! (সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টি)

শম্বুক। আজ্ঞে, এই স্থানে মহারাজ অনেক দিন কালাতিপাত করেছেন—এই স্থানেই চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত দুরাত্মা খর আর দূষণ মহারাজের শরানলে ভস্মীভূত হয়। সেই অবধি এই সিদ্ধক্ষেত্র জনস্থানে তপস্বীরা নির্ভয়চিত্তে স্বস্ব কার্য্য সাধন করেন—”

রাম। (সবিস্ময়ে) কিএ কেবল দণ্ডকারণ্য নয়, জনস্থানও?

শম্বুক। আজ্ঞে, (নির্দ্দেশপূর্ব্বক) এইত জনস্থানের সীমা। এর দক্ষিণে বৃহৎ অরণ্য।

রাম। হাঁ পূর্ব্বে এই স্থানে খর দূষণ বাস করেছিল, দৃষ্টিমাত্রই যেন প্রত্যক্ষ বোধ হচ্ছে। (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ পূর্ব্বক স্বগত) এস্থান অত্যন্ত দুর্গম, তবু আ-

তার সঙ্গে বাস করেছিলেন বলে সীতার অত্যন্ত প্রি
হয়েছিল। [সজল নয়ন

শম্বূক। (নির্দ্দেশপূর্ব্বক) এই দক্ষিণারণ্য।
স্থান অত্যন্ত গম্ভীর, প্রশান্ত, এস্থানে শতং পক্ষী বৃক্ষ
শাখায় কুলায় নির্ম্মাণ করে বাস করে, ঐ শুন
গিরিগহ্বরে ভল্লূক সকল কেমন শব্দ করছে!
হস্তীর মদগন্ধ আসছে—”

রাম। তোমার সদ্গতি হউক। তুমি স্বর্গে গমন
কর।

শম্বূক। ভগবান অগস্ত্যের চরণ বন্দনা করে
পরে গমন করবো। এক্ষণে বিদায় হই।

[চরণ বন্দনপূর্ব্বক শম্বুকের প্রস্থান

রাম। (পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সখেদে)

রাগিণী সোহিনীবাহার।

তাল মধ্যমান।

এই সেই পরিচিত বন, নয়নরঞ্জন,
যে বনে প্রেয়সী সঙ্গে, করেছি বঞ্চন।
অই সেই গিরিবর,
যার শৃঙ্গে জলধর,
করিছে শোভা।
প্রমোদেতে শিখি সব,

করিতেছে কেকারব,
শ্রবণের মহোৎসব
করি বিতরণ;
অই যে হরিণগণ
করিতেছে বিচরণ

অই বিবিধ বিহঙ্গে,
শাখীতে বিহরে রঙ্গে,
সুখে শারীশুক সঙ্গে,
করিছে নর্ত্তন!
অই না সে গোদাবরী,
কলকল রব করি,
প্রবাহিত হয়;
নানাবিধ জলচরে
মনোসুখে জলে চরে
সারসনিকরে করে,
তীরেতে ভ্রমণ;
গৃহ ত্যজি বনে এসে
এই গিরি গুহাদেশে,
নির্ম্মায়ে কুটির.

প্রিয়তমা সহবাসে,
দুঃখপূর্ণ বনবাসে
লভিয়াছি স্বর্গবাসে,
অমর মতন।
যেদিকে আঁখি ফিরাই,
সেদিকে দেখিতে পাই
পরিচিত মন
কেবল সে স্বর্ণলতা—
জানকী রহিল কোথা ?
স্বহস্তে তাহার মূল
করেছি ছেদন।
পাষাণ কি বজ্র সম,
কঠিন হৃদয় মম,
নাহি দরাদেশ
ত্যজিয়া প্রাণপ্রিয়ার
হায় ! কি সুখ আশায়
এখন রামের কায়
রয়েছে জীবন।
[মূর্চ্ছা।]

—(কিঞ্চিৎপর চৈতন্য পাইয়া) হায়! সেই সকলই আছে, কিন্তু আমার চক্ষু কেন আর এবের তেমন শোভা দেখতে পায় না! কৌমুদী কারণ প্রকৃতিকে যেমন সুশোভিত করে দর্শককে তুষ্ট প্রদান করে, তিমির কি সেইরূপ পারে? (স সহকারতরুর শাখাবলম্বিতা মাধবীলতাকে দৃষ্টি করিয়া)

ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ওহে সহকার!
হায়! রাম সুখী নয় সমান তোমার;
প্রেয়সী মাধবীলতা-সুখসম্মিলনে,
বেশ নিষ্কণ্টকে তুমি বঞ্চিতেছ বনে।
পরপরিবাদ কর্ণে পশে না তোমার;
নাহি ধার তুমি লোকরঞ্জনের ধার।
হায়! হত ভাগা রাম লোকরঞ্জিবারে,
প্রাণপ্রিয়া জানকীরে ত্যজিল কান্তারে।

(দীর্ঘশ্বাসত্যাগ।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

তাল ঠেকা।

হায় সীতাস্বর্ণলতা রহিল কোথায়?
শোভিত এতনু-তরু যার প্রতিভায়!

ঝঞ্ঝাবায়ু যেই মত,
হইয়া সহসাগত
ছিন্ন করে কুসুমিত
মাধবীলতায়,
—এদুঃখ কহিব কায়?—
আমি সে প্রীতিলতায়,
স্বহস্তেতে ছেদিলাম
লোকরঞ্জনের দায়।

(অশ্রুপাত পূর্ব্বক)

আশ্রিত লতায় আক্রমিলে সমীরণ,
রক্ষিতে তাহারে, তরু করে ঘোর রণ;
যতক্ষণ বাহু তার ভগ্ন নাহি হয়,
সাধ্য কি সমীর, লতা অঙ্গ পরশয়?
কিন্তু—হায় হায়! রাম দুর্ভাগা এমন,
চিরাশ্রিতা দারা যারে করিতে রক্ষণ!
ধিক্ ধিক্ মোরে আমি নিস্তেজ, পামর!
আমা হতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ তরুবর!

হায়! আমি নিতান্ত হতভাগা! আমার মত নির্ব্বোধ কি অবনীমণ্ডলে দুটী আছে?

[অশ্রুপাত।

শম্বূকের পুনঃ প্রবেশ।

শম্বূক। মহারাজের জয় হোক্! ভগবান অগস্ত্য আমার নিকট আপনার আগমন সংবাদ শুনে আপনাকে বলেছেন "প্রেয়সী লোপামুদ্রা আর আশ্রমবাসী সকল মহারাজের সাক্ষাৎলাভ কর্ত্তে একান্ত উৎসুক। অতএব একবার আশ্রমে এসে বিশ্রাম করে তাদের বাসনা পূর্ণ করুন, পরে অযোধ্যায় যাবেন এখন।"

রাম। (অশ্রু সম্বরণ পূর্ব্বক) আমি ভেবে ছিলাম, এ নির্জ্জন বনে খানিক বিলাপ করে, প্রেয়সীর বিরহ-বেদনা কতক দূর কর্‌বো, তা বিধাতা কি রামকে অরণ্যে রোদন কর্ত্তেও অবকাশ দেবেন না! (প্রকাশে) ভগবান অগস্ত্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। চল। (রথারোহণ।)

শম্বূক। এই পথ দিয়া আসুন।

প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(জনস্থান।)

মুরলার প্রবেশ।

মুরলা। (যাইতে২) রামচন্দ্রের প্রতি সকলে
রই কি সমান স্নেহ! এই তিনি ভগবান অগস্ত্যের আ
শ্রমে এলেন, তাই তাঁর শরীরের অসুখ দেখে লো-
পামুদ্রা যেন স্নেহে গলে গেলেন। তাঁর কত ভয়—
কত চিন্তা উপস্থিত হল। ভয়ের বিষয়ও বটে, জানকী
বিরহে রামচন্দ্রের শরীরের যে অবস্থা হয়েছে, তা দে
কার মনে না ভয় হয়?—আহা! রামচন্দ্রের আর
মোহিনী-মূর্ত্তি নাই—আর শরীরের স্ফূর্ত্তি নাই
দারুণ কৃশ হয়ে পড়েছেন! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূ-
র্ব্বক) উঃ বিরহরোগ কি ভয়ানক!

তমসার প্রবেশ।

তম। ঐ যে সখী মুরলা, আঙুটীটী খুলে
সঙ্গে দুটো কথা কই। (অঙ্গুরী উন্মোচনপূর্ব্বক।)
মুরলে, এত ব্যস্ত হয়ে কোথা চলেছ?

মুরলা। ভগবতী গোদাবরীর কাছে যাচ্ছি।

তমসা। কেন?

মুরলা। ভগবতী লোপামুদ্রা তাঁকে বলে পাঠিয়েছেন, "গোদাবরি! তুমি সকলি জান, জানকীবিরহে রামচন্দ্রের যে অবস্থা হয়েছে, দেখ্‌চে তার প্রাণ ধারণের প্রতি সন্দেহ জন্মে। অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতি বলেই এতদিন এই ভয়ঙ্কর শোকানল মনেই সংগুপ্ত করে রেখেছিলেন. এখন অযোধ্যায় প্রত্যাগমন সময়, জানকীর সহিত পঞ্চবটীর যে যে স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন, সেই সকল রমণীয় স্থান দেখে, অবশ্যই বৈদেহী-বিরহেব্যাকুল হয়ে পড়বেন, তাতে বড় বিপদের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ সেই নির্জ্জন বনে এমন একটী মানুষ নাই যে রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা করে, কি মূর্চ্ছিত হলে মুখে এক ফোটা জল দেয়। যদি রঘুমণি নিতান্তই অধৈর্য্য হয়ে মূর্চ্ছাপন্ন হন, তা তুমিই নিজ তরঙ্গ শিকর-সিক্ত সুশীতল সমীরণ দিয়া অল্পে২ তাঁর মূর্চ্ছাভঙ্গ করো।"

তম। হাঁ এটী লোপামুদ্রা স্নেহের কার্য্যই করেছেন; কিন্তু সখি, রামের মূর্চ্ছা নিবারণের মহৌষধি এইখানেইত আছে।

মুরলা। (ব্যগ্র হইয়া) কেমন সখি?

তমসা। শুন তবে। যখন লক্ষ্মণ বাল্মীকির তপোবনে জানকীকে পরিত্যাগ করে এলেন, তার পরেই সীতার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়।—সেই ভয়ানক সময়ে——সেই ভয়ানক স্থানে জানকী শোক

দুঃখে নিতান্ত অধীরা হয়ে প্রাণত্যাগের বাসনা; ভগবতী ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিলেন——*

মুরলা। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! এমন সা[illegible] লক্ষ্মীর ভাগ্যে পরিণামে কি এই ছিল!——*

তমসা। সখি শুনইত। জানকী গঙ্গায় ঝাঁ[illegible] দিলে, রঘুকুলদেবী মন্দাকিনী নিজ কুলবধূকে আশ্রয় গ্রহণ কল্লেন, সেইখানেই সীতা দুটী সন্তান প্রস[illegible] ব করেন। তখন পৃথিবী সেই সন্তানদুটী আর আপনার মেয়ে সীতাকে নিয়ে পাতালপুরে গেলেন।——

মুরলা। আহা! দৈবের কি অদ্ভুত লীলা! তা[illegible] পর সখি?

তমসা। তার পর সন্তানদুটী স্তন ত্যাগ করে[illegible] পর, ভগবতী বসুমতী আর ভাগীরথী মন্ত্রণা করে শাস্ত্র আর শস্ত্রশিক্ষার নিমিত্তে মহর্ষি বাল্মীকির কা[illegible] তাদিকে সমর্পণ করেছেন। এখন তাঁরা মহর্ষি বাল্মী কির আশ্রমেই আছে।

মুরলা। তবে সূর্য্যবংশের অঙ্কুর বাড়্‌চে। সখি মহতলোকের বিপদে দেবতারাই সহায় হন। এমন বিপদের সময় গঙ্গা আর পৃথিবী জানকীর কত [illegible] পকার কল্লেন।

তমসা। সখি, কেমন কথা বল্‌ছো। পতি [illegible] হলেই স্ত্রীর মমতা ত্যাগ কর্ত্তে পারে, তাবলে কি [illegible] মেয়ের মমতা ত্যাগ কর্ত্তে পারে? আর গঙ্গাও [illegible] সীতার কুলদেবী——*

মুরলা। তা বটে, কিন্তু সখি এখানে রামের বিরহরোগের মহৌষধি কই? জনস্থান কোথা——আর বাল্মীকির আশ্রমই বা কোথা।

তমসা। সখি মুরলে, এ বড় গুপ্তরহস্য।

মুরলা। তা আমি কি আর শুনতে পাইনে।

তমসা। শুন সখি। এখন গঙ্গা সরযুর কাছে শুনলেন, শম্বুক বধের জন্যে রামচন্দ্র জনস্থানে এসেছেন, তাতেই স্নেহবশে লোপামুদ্রা যে আশঙ্কা করেছেন, সেই আশঙ্কা করে, কোনছলে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে গোদাবরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

মুরলা। ভগবতী ভাগীরথীও এই মন্ত্রণা করেছেন, কিন্তু রামচন্দ্র যদি পঞ্চবটীদর্শনে একান্ত অধীর হয়ে পড়েন, তখন কি জানকী তাঁকে আশ্বাস দিবেন?

তমসা। বল কি! দেবেন না কেন?

যদিও ভাস্করে—সখি যদিও ভাস্করে,
পদ্মিনীরজীবন-জীবন হরে হরে,
তবু কমলিনী—সখি তবু কমলিনী,
ঐ মুখ হেরে সুখে হয় প্রফুল্লিনী।
করে নানা দোষ—পতি করে নানা দোষ,
তা বলে কি পতিপ্রতি সতী করে রোষ?

মুরলা। তা বটে, তবে আজ রামচন্দ্র জানকীর বিরহবেদনায় নিষ্কৃতি পাবেন? দুঃখিনী জানকীও——”

তমসা। তা নয়, ভগবতী ভাগীরথী এর এক উপায় করেছেন।

মুরলা। সে কেমন?

তমসা। দেবীগঙ্গা, আজ গোদাবরীর নিকট এসে জানকীকে বল্লেন "বৎস সীতে, আজ তোমার কুশ লবের দ্বাদশবার্ষিক জন্মতিথি। তা তুমি স্বহস্তচয়নকরা কুসুম দিয়ে তোমার শ্বশুর বংশের মূলস্বরূপ সূর্য্যদেবকে পূজা কর। আর আমায় ডেকে বল্লেন "তমসে! জানকীর সঙ্গে তোমার বড় ভাব। তুমিই জানকীর সঙ্গে যাও।" এই বলে দুজনের হাতে দুটী আঙটী পরিয়ে দিলেন, সেই আঙটী হাতে থাকলে কেউ দেখতে পায় না। আমি তোমায় দেখে আঙটীটী খুলে রেখেছি। ঐ সম্মুখে জানকী আমায় হাতে নিয়ে ফুল তুলচে।

মুরলা। বটে, তবে আমি যাই, এই শুভ সমাচার ভগবতী লোপামুদ্রাকে বলিগে।

তমসা। হাঁ, যাও, বল গে, শীঘ্রই রামচন্দ্র জানকীর সমাগমে সুখী হবেন। কোন ভাবনা নাই।

মুরলা। তবে আসি সখি!

তমসা। হাঁ, আমিও জানকীর কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জনস্থান।

নেপথ্যে।

গীত। রাগিণী পুরবি।

তাল আড়া।

আর কি প্রেয়সী সনে হবে সুখ সম্মিলন!
আর কি স্বর্গীয় সুধার পাইব রে আস্বাদন!

আর কি জানকী এসে, বিধুমুখে মৃদু হেসে,
"অহে প্রাণনাথ বলে" করিবে রে
সম্বোধন!

যেই লতা উন্মূলিত, করেছি, তা কুসুমিত,
হইবে কি আর!
হেলায় হারালাম্ যে নিধি,
মিলাবে সে নিধি, বিধি,
হায় রে কপালে সুখ,
আছে কি তেমন!

জিনি শীতল পরশ, তার সরস-পরশ,
পাইব কি আর !
মৃত্যুসঞ্জীবনীলতা, সীতা কোথা,
আমি কোথা ! বিরহ-দহনে তার,
হতেছি দাহন !

রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম। হায় ! রামচন্দ্র এখন কোথায় কি কর্‌চে
ন, অরণ্যেরোদন করে ফির্‌ছেন !!

(অশ্রুবর্ষণ পূর্ব্বক)

গীত। রাগিণী বেহাগ।
তাল আড়ার ঠেকা।

নয়নযুগল কেন কর বারি বরষণ !
শিশির সেচনে কভু নিভে কি দাবদহন।

জানকী-বিরহানল, হয়ে বিষম প্রবল.
মম মন-বন সদা, করিছে দাহন,
জীবন-কুরঙ্গ তায়, পুড়ে হল ভস্ম প্রায়,
ভস্মে বারি বরষণে, কিবা প্রয়োজন !

অমিয় বচনে যেই জুড়াত জীবন, সেই
প্রেয়সীই নেই——তারে করেছি বর্জ্জন!
অরে অকৃতজ্ঞ আঁখি, সেস্বমুখী-মুখ দেখি—
তোদেরও হায়! হল না কি,
দয়ার উদ্দীপন?

নেপথ্যে। সখি তমসে! এমন করুণস্বরে কে বিলাপ কর্‌চে! আহা কি মিষ্টিস্বর!

ঐ। সখি, মেঘগর্জ্জনে ময়ূর যেমন চকিতা এবং উৎকণ্ঠিতা হয়, এই অস্পষ্ট স্বর শুনে তুমিও যে ঠিক তেম্নি হলে।

ঐ। সখি, প্রাণবল্লভের স্বর শ্রবণ করে, আমার মন যেমন অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদে আর্দ্র হত, এই স্বর শুনে কেন তেম্নি আহ্লাদে গলে যাচ্চে! প্রাণেশ্বর এখানে এসেন নাই ত?

ঐ। হাঁ শুনেছি, তিনি শূদ্র তপস্বী শম্বুককে দণ্ড করবার জন্যে এখানে আগমন করেছেন।

ঐ। তবে চল দেখিগে——।

অদূরে তমসা এবং সীতার প্রবেশ।

সীতা। (রামচন্দ্রকে দৃষ্টি পূর্ব্বক সখেদে)
প্রভাতিক চন্দ্রমণ্ডল প্রায়,
পাণ্ডুবর্ণ; অতি বিশীর্ণ কায়;

হেরে অনুমান এমন হয়,
সাক্ষাত বিরহ, প্রাণেশ নয়——

সখি তমসে, প্রাণবল্লভ আমার এমন হয়েছেন আহাহা।——(মূর্চ্ছা।)

তমসা (সীতার গাত্রে হস্তাবমর্ষণ পূর্ব্বক) সখি শান্ত হও। সুধাংশু বিরহে কেবল কুমুদিনীই মলিন হয় না, শশধরও পাণ্ডুবর্ণ হয়ে থাকে।

রাম। (সখেদে) হায়! যে জানকী বিরহানল এতদিন মনোমধ্যে সম্বরিত ছিল, এই জনস্থান দর্শনে আজ তা একবারে প্রজ্বলিত হয়ে উঠে আমাকে ভস্মাবশেষ করবে বলেই যেন তার ধূম স্বরূপ মোহ আসছে——"

তমসে। (স্বগত) আমাদের আশঙ্কাই ত ক...

রাম। হায়! এই রমণীয় জনস্থানে প্রিয়... জানকীর সঙ্গে কত সুখানুভব করেছি! হা দণ্ডকা... প্রবাস-প্রিয়সখি! হা রাম-হৃদয়-কুমুদ-চন্দ্রিকে! ... প্রিয়তমে জানকি! (মূর্চ্ছা।)

সীতা। (চৈতন্য পাইয়া) আহা! অনেক দিনের পর প্রাণবল্লভের মধুর সম্বোধনে কর্ণে যেন সুধা... (রামকে মূর্চ্ছিত দৃষ্টি করিয়া) হায়! হৃদয়বল্লভ যে ক... মার ধূলায় লুণ্ঠিত!!! আহা! কুবলয়দল ...

রল শরীর কি ভূশয্যার যোগ্য! (করধারণ পূর্ব্বক) সখি তমসে! আমার প্রাণেশ্বরকে চেতন করাও গো।

(রোদন)

তমসা। সখি! এত আকুল হলে কেন? তুমি স্পর্শ করেছ, তোমার প্রাণবল্লভ চেতন হবেন এখন।

সীতা। তবে আমি যাই—(কয়েক পদ গিয়া) সখি আর্য্যপুত্রত আমাকে দেখ্তে পাবেন না?

তমসা। ভাগীরথীর কথা কি ভুলে?

সীতা। (রামচন্দ্রের নিকট গমন করত হৃদয় স্পর্শ পূর্ব্বক স্বগত) নাথ! উঠ, মূর্চ্ছিত হয়ে এদুঃখিনী কে দুখ দেও কেন? না সীতাকে দুখ দেওয়া তোমার স্বভাব হয়ে গিয়েছে।

[সীতার পশ্চাদ্ গমন।

রাম। (চৈতন হইয়া সাহ্লাদে)

হরিচন্দনের কি পল্লব-স্নিগ্ধকর,
জুড়াইল এতাপিত শরীর আমার!
কি অভিষেকিল বিধু দিয়া সুধাকর;
কি করিল দগ্ধহৃদে নিহার বিহার!

কি মৃতসঞ্জীবনী—ঔষধি সমর্পিত
হল প্রাণশূন্যদেহে!—না না তাহা নয়!

যেই কর স্পর্শ মম চির পরিচিত,
সেই স্পর্শ মূর্চ্ছা মম হরিল নিশ্চয়।

তবে কি জানকী দোষ ক্ষমা করে, আমাকে অ-
নুগ্রহ কল্লেন!

সীতা। (সাভিমানে) নাথ! এখন তোমা-
এমন কথা বলা শোভা পায় না, আর এরূপ বিলাপ ক-
রাও শোভা পায় না,——নানা আমিই কঠিন, আ-
মারই হৃদয়ে দয়ার লেশ নাই! হায়! এ অভাগিনী
জন্মান্তরেও প্রাণবল্লভের চরণ সেবার অধিকারিণী হ-
কি না নিশ্চয় নাই। তবুও নাথ আমার জন্যে——
এই হতভাগিনীর জন্যে কত না বিলাপ কচ্চেন
আমি কেমন করে এঁকে পরিত্যাগ করি! আমি
এঁর মন জানি ইনিও আমার মন জানেন!

রাম। অয়ি প্রিয়ে জানকি! অয়ি প্রিয়ে জা-
নকি!——হায়।

কোথা জানকি এখন—কোথা জানকি এখন!
নাথ সম্বোধনে কেবা জুড়াবে জীবন?
কারে করি সম্বোধন—কারে করি সম্বোধন!
সার মাত্র এবে মম অরণ্যেরোদন!

সীতা। (তমসার নিকট যাইয়া) সখি ক্রমে
আর্য্যপুত্র আমায় বিনাপরাধে বর্জ্জন করেছেন, তবে

এখন এঁর বিলাপ শুনে মন যে কেমন করচে, কিছু বলতে পারিনে!

তমসা। সখি! সেকথা মুখে বলবার নয়——"

রাম। "প্রিয়ে সীতে! তোমার প্রসাদস্বরূপ এই মুক্তাহার-স্পর্শ প্রাপ্ত হলেম, কিন্তু দেবি, তুমি কোথায়?——"

সীতা। (স্বগত) আহা! জন্মান্তরেও যেন এমন প্রিয়ধন বল্লভ পাই।

রাম। না, এ নির্জ্জনবন, এখানে প্রেয়সী কোথায়? আমার ভ্রম হয়েছে।

নেপথ্যে। সীতাদেবীর কৃত্রিমপুত্র যে হস্তী ছিল তাহাকে অন্য হস্তী আক্রমণ করেছে। এখন তাকে কে রক্ষা করবে?

সীতা। নাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর, ও আমার পুত্র——(সভয়ে) হা, কি কল্লেম! জনস্থানে এসে সেই অনেক বারের বলা কথা বলে ফেল্লাম। (নিস্তব্ধ)

রাম। (সক্রোধে অগ্রসর হইয়া) কোন্ দুরাত্মা আমার প্রিয়ার পুত্রকে আক্রমণ করে।

বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। (রামচন্দ্রকে দেখিয়া আহ্লাদে) মহারাজের জয় হউক।

গীত রাগিণী আলেয়া।

তাল কাওয়ালী।

আজ আনন্দের আর নাহি পরিমাণ।
এলেন কাননে পুন শ্রীরাম গুণনিধান।
অহে বনতরুদল, দিয়ে পুষ্প, পক্কফল,
পাদ্য অর্ঘ্য করহ প্রদান।

ওহে মলয়মারুত, কর সুগন্ধবহন,
কলস্বরে পক্ষীগণ, কর সুমঙ্গল গান।

(নেপথ্যে হস্তীগর্জ্জনের শব্দ)

বাসন্তী। দেব! সখার পুত্রকে রক্ষার জন্যে ক
প্রসর হোন্।

রাম। হাঁ, কৈ প্রিয়ার পুত্র? (বধূর সহি
দীর্ঘাপাঙ্গকন্তার রামচন্দ্রের নিকট গিয়া গমন) এই ক
রিশাবক মৃণালতুল্য দন্ত দ্বারা প্রিয়তমার কর্ণমূল হ
নবকীশলয় গ্রহণ করিত। দেবী একে সকন্তে কো
কদলীদল আহরণ করে দিতেও ক্লেশ বোধ কর্ত্তেন। ক
আহা! সে হস্তীশাবক এখন এত বড় হয়েছে!

সীতা। আহা! দীর্ঘায়ু আমার সুখে থাকুক।

রাম। সখি বাসন্তি! দীর্ঘায়ু যে নিজ বধূর সহ
গামী হয়ে চল্‌লো।

সীতা। সখি, সেই হস্তীটী এখন এত বড় হয়েছে, বাছারি আমার লবকুশ, কত বড় হয়েছে।

তমসা। বড় হয়েছে বই কি।

বাসন্তী। দেবি! ও আপনাকে চিনতে পারে নাই বুঝি।

সীতা। সখি! আমি বড় অভাগিনী, আমি কেবল পতি বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হচ্ছি না, সন্তান দুটীর চাঁদমুখ দেখবার সুখ হতে বঞ্চিত হয়েছি। হায়! পুত্র প্রসব করে আমার কি সুখ হল! না আমি পুত্র দুটীকে স্তনপান করায়ে প্রাণবল্লভের কোলে একদিনের তরে দিয়ে সুখী হলেম না প্রাণবল্লভ আমার সন্তানের মুখপদ্ম চুম্বন করে একদিনের তরে সুখী হলেন——হায়! আমিই বা কোথা, প্রাণবল্লভই বা কোথা, আর সন্তান দুটীই বা কোথা! [অশ্রুপাত।

তমসা। কপালে থাকে সকলি হবে।

বাসন্তী। দেব! এসব কথা এখন থাকু। কুমার লক্ষ্মণের কুশল?——

রাম। (সভয়ে স্বগত) বাসন্তী বুঝি সীতা বর্জ্জনের কথা শুনেছে!—(প্রকাশে) কি সর্ব্বনাশ! আমি কি বোল্‌ব!—হাঁ কুশল।

বাসন্তী। আমার প্রিয়সখী জানকীর——

(রামের রোদন) আ নিষ্ঠুর! আ নিষ্ঠুর!——

সীতা। সখি! কেউত প্রাণেশ্বরকে এমন কথা

হৃদয়বল্লভ আমার স্নেহের অবতার——স্বার নিধান—তাহার আর্য্যপুত্র কার না প্রিয় বিশেষত সখি তোমার——"

বাসন্তী। "তুমি আমার জীবনস্বরূপিণী,"——"তুমি আমার হৃদয়-সরোবর-পদ্মিনী"——"তুমি আমার নয়নের শান্তি"——"তোমার তিলেক বিচ্ছেদ যুগ সহস্রের মত অসহ্য" এইরূপ মধুর বাক্যে সরল-হৃদয়া সখীর মন হরণ কোরে, এখন একবারে তার সর্ব্বনাশ কল্লেন!——দেব, আপনি সখীকে বনে দিয়ে কোন্ প্রাণে রাজভবনে বাস কর্চ্চেন?

রাম। সখি! আমি ভবনেই বনে আছি——

গীত রাগিণী ঝিঁঝিট।
তাল মধ্যমান

আর কি আছে সখি সেই সুখদ ভবন?
সে প্রাণপ্রেয়সী বিনে, ভবন হয়েছে বন!
প্রিয়া সনে বনবাসে, ছিলাম যেন স্বর্গবাসে,
প্রিয়াশূন্য বাসে, কারাবাসেতে আছি এখন!

সীতা। নাথ! আমারও এই কথা।

বাসন্তী। ভাল দেব, যদি সখীকে এতই ভাল বাসেন, তবে ত্যাগ করলেন কেন?

রাম। অযশ ভয়ে।

বাসন্তী। (সখেদে) আঃ নির্ব্বোধ! বলই কি

এত প্রিয় হল? বিনা দোষে পূর্ণগর্ভা সতী সীমন্তিনীকে, নির্জ্জনবনে সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে ফেলে আসা হতে অযশের কাজ আর কি আছে? সেই ভয়ানক বন মধ্যে প্রিয়সখীর কি দশা হল, একবার মনে করুন দেখি।

সীতা। সখি বাসন্তি, তুমি বড় নিষ্ঠুর হয়েছ. এক প্রাণবল্লভ, মনে মরে রয়েছেন, তার উপর আবার এসকল দুঃসহ।।

তমসা। শোক আর প্রেমই এসব কথা বলাচ্চে, বাসন্তীর দোষ কি?

রাম। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) আর কি মনে করব! আমার সেই কোমলাঙ্গী কি আর বেঁচে আছেন! সখি, হতভাগা রাম তাঁর কাছে এত অপরাধ করেছে যে, "যেন জন্মান্তরেও দেখা পাই" এমন প্রার্থনা কর্ত্তেও আমার সাহস হয় না; সখি! আমি কেমনকরে এমন কথা মনে আনব? আমি চিরকালটাই প্রেয়সীকে দুঃখের জ্বালাতন করেছি, প্রিয়ে আমার একদিনের তরেও সুখ ভোগ কর্ত্তে পারেন নাই। দেখ, রাজ্যাভিষেকের কথা হল, মা অমনি বনবাসে গেলেন। তা বনে থেকেও দুঃখের পার নাই। লঙ্কাপুরে অশোকবনে থেকে, প্রেয়সী কি অল্প দুখ পেয়েছেন! যদি বা অক্লেশে রাবণকে বধ করলেন, তাতেও তার দুঃখের শেষ নাই; আবার অগ্নিতে

পরীক্ষা লওয়া হল। এত করেও রামের কাণ্ড নাই—প্রেয়সী পূর্ণগর্ভা—মা তাই একবার মনে কর্ল্লেম না, অগ্নি পরীক্ষার কথা একবার ভাবলেম না; লোকে যে শেষ ভৎসনা কর্বে, মা তাই চিন্তা করে দেখলাম, অধিক কি অবশেষে যে আপনার প্রাণে বাঁচা কঠিন হয়ে পড়্বে, মা তাই একবার মনে ভাবলাম, কে কোথায় অপবাদ কর্ল্লে, অমনি, প্রেয়সীকে বর্জ্জন কর্লাম! একবার অপবাদের মূল অনুসন্ধান করে দেখলাম না! সখি বাসন্তি! যখন এই সকল কথা মনে হয়, তখন আর তিলার্দ্ধকাল বাঁচ্তে ইচ্ছা হয় না!——হায়! আমি কি নিষ্ঠুর! কি বিশ্বাসঘাতক!——কি কৃতঘ্ন!——আমার তুল্য পৃথিবীতে পত্নীঘাতকী আর নাই। [রোদন।

সীতা। নাথ, সকলি আমার কপালের দোষ; তা নইলে তুমি কি আমায় কম ভালবাসতে?

বাসন্তী। দেব, এখন আর রোদনে ফল কি?—

রাম। সখি! আমি কি হতভাগা! আমি যে প্রেয়সীর তরে চারদণ্ড বিলাপ কর্বো, আমার এমন সময় নাই! আপনি প্রেয়সীকে ত্যাগ করেছি, সর্ব্ব সমক্ষে না বিলাপ কর্ত্তে পারি, না রোদন কর্ত্তে পারি! কেবল মনাগুণে মনের দগ্ধ হচ্চি। সখি, বিরহবেদনায় বক্ষ বিদীর্ণ হচ্চে; কিন্তু একবারে দ্বিধা বিভক্ত হয় না! মূর্চ্ছা প্রতিক্ষণে আক্রমণ কর্চে

একবার অচৈতন্য করেনা, অন্তর্দ্দাহ নিয়ত দগ্ধ ক-রূছে. একবারে ভস্ম করে না, মর্ম্ম বিধাতা নিয়ত মর্ম্মচ্ছেদ কর্‌ছে. কিন্তু একবারে প্রাণ হরণ করে না;——”

সীতা। তাই বটে নাথ! তাই বটে।

বাসন্তী। দেব! যা হবার হয়েছে, এখন ধৈর্য্যাবলম্বন বই আর উপায় কি?

তমসা। তা বই কি!

রাম। কি বল্লে সখি ধৈর্য্য? সেই অতিমনোহরা জানকী-বিরহে এই দ্বাদশবৎসর যাপন কল্লাম, তার আর নামও শুনতে পাইনে. তবু কি রাম জীবিত রয়েছে না? না সেই শোক সহ্য করে রাজ্যতন্ত্র পালন কর্‌ছেনা? কি করে?——”

সীতা। হায়! আমার সেই ভালবাসা আর ভক্তিই প্রাণবল্লভের এমন অসুখের কারণ করেছে! আমি নিতান্ত দুর্ভাগিনী!

রাম। এতদিন যে ধৈর্য্যসেতুতে শোকাবেগ রোধ করে রাখতাম, যেমন নদীবেগ বৃদ্ধি হলে বালির বাঁধ কোন কার্য্যকর হয় না, আজ আমার পক্ষেও ধৈর্য্য ধারণ সেইরূপ হয়েছে——সখি! ধৈর্য্যের শক্তি কি যে এমন প্রবল শোকসাগর বেগ রোধ করে?

সীতা। সখি, তবে কি হবে?

তমসা। ভয় কি? শোক সতত প্রবল হয় না; সাগর কি নিয়তই বেলাভূমি প্লাবিত করে?

বাসন্তী। (স্বগত) না, ইনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন; এখন অন্য স্থানে লয়ে যাই (প্রকাশে) দেব! একটু সম্মুখে চলুন। [গমন।

রাম। (যাইতে২) সখি! এ কদলীগাছটী প্রেয়সী জানকী স্বহস্তে রোপণ করেছিলেন——"

সীতা। (স্বগত) এই সেই [সস্নেহে দর্শন।]

রাম। প্রিয়ে কুসুমকোমলা হলেও স্নেহবশতঃ আপনি গিরিনদী হতে জল আনয়ন করে এর আলবাল সেচন করতেন, (কেকাস্বর) দেখ সখি! করতালী দিয়া, প্রিয়তমা এই ময়ূরটীকে নাচাতেন। যখন আমরা বিশ্রাম করতাম, তখন আমাদের এই বিনোদন ছিল। কি আশ্চর্য্য! শিখী এখনও সেই প্রিয়ার রোপিত কদম্বতরু পরিত্যাগ করে নাই——পক্ষজাতি শিখি, প্রিয়ার সেই স্নেহ বিস্মৃত হয় নাই, আর আমি মানবদেহ ধারণ করে প্রেয়সীর সেই অকৃত্রিম প্রেম, স্নেহ, মমতা একবারে বিস্মৃত হয়ে কি পাষাণহৃদয় দস্যুর কার্য্য করেছি! হায়! আমায় ধিক্!

সীতা। নাথ! তোমার দোষ কি? অভাগিনীর কপালের দোষ, নইলে সেই অমৃতাধিক প্রেম যে পরিণামে বিষের মত উভয়ের অন্তর্দাহ করবে, তা কে জেনেছিল।

বাসন্তী। এই সেই কদলিবন,—এই সেই শীতল,——এইখানে প্রিয়সখীর সহিত——

রাম এবং সীতা। (সোৎসুক চক্ষে দৃষ্টি পূর্ব্বক) বটে।

বাসন্তী। বনভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন, এই শিলাতলে বসে খানিক বিশ্রাম করুন।

রাম। (উপবেশন করিয়া) সখি, তুমিও বোসো।

বাসন্তী। (উপবেশন পূর্ব্বক) দেব! দেখুন প্রিয়সখি যে সকল হরিণশিশুকে তৃণ কবল দিয়ে দিয়ে প্রতিপালন কর্ত্তেন, যারা যথায় পুত্র নির্ব্বিশেষে ছিল, আপনাদিগে উপস্থিত দেখে ঐ সেই সকল মৃগ দৌড়ে আসচে।

সীতা। হাঁ তারাই এখন এত বড় হয়েছে, আহা! ওদিকে নিয়ে প্রাণবল্লভের সঙ্গে কত রহস্য করেছি।

(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)

রাম। সখি, সেই সকল কথা স্মরণ হলে কেবল মর্ম্মবেদনা বৃদ্ধি হয়।

বাসন্তী। দেব, দেখুন, ঐ সকল মৃগ আবার ফিরে গেল। তখন আপনি তাপসবেশধারী ছিলেন, এখন রাজবেশে এসেছেন, বোধ হয় তাতেই মৃগগণ অপরিচিত মনে করে পলায়ন করে থাকবে।

রাম। (সখেদে) আর রাজবেশ! সখি—রাজত্ব গ্রহণইত আমার সর্ব্বনাশের কারণ। না রাজ্যাসন গ্রহণ করতেম, না এই বিপদ উপস্থিত হতো! প্রজারঞ্জনব্রত কি ভয়ানক! সখি এই সকল কথা মনে হলে আর ক্ষণকাল লোকালয়ে থাকতে ইচ্ছা হয় না।

বাসন্তী। অনুরেন কি বলুন, কৌশিকব্রত পালন করাতে চাই?

রাম। হাঁ, রঘুবংশীয়দিগের সনাতন ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব, প্রাণ প্রিয় নয়।——”

সীতা। তার সন্দেহ কি?

রাম। (কিঞ্চিৎকাল স্তম্ভিত প্রায় থাকিয়া)

গীত রাগিণী বেহাগ।

তাল আড়া।

সব হতেছে মনে, সব হতেছে মনে।
যেসুখে প্রেয়সী সনে ছিলাম এবনে!

গোদাবরী শাখা যথা, তার এক এক কথা,
হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা, ভুলি কেমনে?

হয়ে রাজ্যধনহীন, সার করেছি বিপিন,
বিলাপিলাম একদিন, এই কারণে।
প্রেয়সী কহিল হাসি “যদিও বিপিনবাসী,
তবু দুঃখ নাহি বাসি, তব মিলনে।”

দেহ, শূন্য-আভরণ, নিরখি মম নয়ন,
পাছে বা পায় বেদন, ভাবি এই মনে,

তুলিয়ে বনকুসুম, অমূল্য ভূষণ মম,
পরিত প্রেয়সী মম, অতি যতনে।

সারাদিন বন ভ্রমে, ক্লান্ত হয়ে পরিশ্রমে
আইলে আমি আশ্রমে, দিবাবসানে।
হেরি সে সুমুখী-মুখ, দূরে যেত সব দুঃখ
পেতেম অতুল সুখ, তার আলাপনে।

রবি গেলে অস্তাচলে, সুধাংশু উদিত হলে,
সুখে এই শিলাতলে, বসে দুজনে,
করেছি রহস্য কত, যেন তিলোকের মত,
যামিনী হয়েছে গত, নানাকথনে।

কুহরিলে পীকবরে, প্রেয়সীও কুহুস্বরে,
কহিত, "অই যে করে, গান বন্দিগণ,
নাথ! নিদ্রা এসময়, আর না উচিত হয়,
দেখ হে, অই উদয়, রবি গগনে।"

"এবে বন্দিদের গানে, মধুর ললিতভানে,
বিষ বরষয় কাণে, কি কহিব আর?

যখন প্রভাত হয়, প্রেয়সীর মধুময়,
একথা হয় উদয়, মনে তখনে।

স্বজনি বিরহে তার, যে করে প্রাণ আমার,
বলিয়া পারিনে আর, জানাতে সে সব।
আর কি স্বজনি প্রিয়া,নাথ! বলি সম্বোধিয়া
জুড়াবে তাপিত হিয়া, মধুর বচনে?

সীতা। হায়! আর কি তেমন কপাল হবে!

[রোদন।

তমসা। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে, আশ্চর্য্য কি?

বাসন্তী। (রোদন পূর্ব্বক) আহা! যা স্বপ্নেও ভাবি নাই, বিধাতা তাই ঘটালেন!

সীতা। পোড়া বিধাতা তাই ঘটালেন!—— সখি তাই ঘটালেন!

বাসন্তী। দেব, আমার সেই সকল কথাই মনে আছে। প্রিয়সখী জানকী আমার সঙ্গে গোদাবরীতে হংসকৌতুকদর্শনে বিলম্ব করতেন আপনি এই কদলী কুঞ্জে——এই শিলাতলে উপবেশন করে, সখীর আগমন প্রতীক্ষা করতেন, তা সখী আপনি অভিমান করেছেন ভেবে, আপনার নিকট সহসা আসতে সাহস পেতেন না, তখন সখী আপনার অভিমান ভঞ্জন করে দেবার জন্য আমাকে কত বিনয় করতেন। সেই ছলে

আমিই বা কত ব্যঙ্গ কর্ত্তাম!——হায়! সেই সময়ই বা কোথায়?——সেই সখিই বা কোথায়?

সীতা। আমি বেঁচে আছি, সখি, মরি নাই!

রাম। হায়! প্রিয়ে! সেই জনস্থান,——সেই কদলীকুঞ্জ,——সেই গোদাবরীর রমণীয়তীর,——সেই বন্ধুবান্ধব স্বরূপ, পশুপক্ষীগণ,——সখি, তুমিও সেই সহচরী বাসন্তী,——আমিও সেই রাম, সেই সমুদায়ই আছে, কেবল এক প্রিয়তমা জানকী বিরহেই, যেন এসকল কিছুই নয় বোধ হচ্চে!——হায়! মানুষের অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন হয়!

বাসন্তী। এই জন্যেইত বলে থাকে, প্রিয়জনই সর্ব্বস্ব।

রাম। আর অধিক কি বোল্‌বো? সখি! আমার মনের দুঃখ মুখের কথায় বলবার নয়!——

(মূর্চ্ছা।)

বাসন্তী। (সভয়ে) হা! কি সর্ব্বনাশ! বা! রঘুনাথ আবার মূর্চ্ছিত হলেন! (অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক) এইমাত্র কিনা কথা কচ্ছিলেন!——(নাসিকায় হস্ত দিয়া) না, আর নিশ্বাসও বয়না! শরীর শিথিল হয়ে পড়্‌চে। বিরহবিষ যে একবারে সর্ব্বাঙ্গে ছেয়ে পড়্‌লো, মুখকমল ম্লান হয়ে গেল!——হা বিধাতঃ! হা দৈব! (অঞ্চলদ্বারা বীজন) দেব জানকীবল্লভ! অহে জানকীবল্লভ!——না, একবারে চৈতন্য রহিত! এখন

করি কি! এই জনশূন্য অরণ্যে মহারাণী কৌশল্যার সর্ব্বনাশ উপস্থিত! অয়ি সখি নির্দ্দয়ে সীতে! তুমি কোথায় রইলে! এখানে যে তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত! এস একবার জন্মের মত প্রাণবল্লভকে দেখে যাও! তোমা বই আর এঁর এই ভয়ানক রোগের মহৌষধি কি আছে?

সীতা। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া স্বগত) যাহয় তাহোক আমি প্রাণবল্লভের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করি। (রামের হৃদয় স্পর্শন)

রাম। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সীতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) সখি বাসন্তি, আমাদের পরমসৌভাগ্য! বিকার বিষম হয়ে উঠামাত্রেই বিধাতা তার মহৌষধি প্রদান কল্লেন।

বাসন্তী। (সবিস্ময়ে) সে কি?

রাম। আর কি? প্রিয়তমা জানকীকে প্রাপ্ত হলেম।

সীতা। (স্বগত) প্রাণবল্লভ কি আমায় দেখতে পেয়েছেন? না না, অঙ্গুরীত আমার হাতেই আছে।

বাসন্তী। (সভৃষ্ণনয়নে চতুর্দ্দিক দৃষ্টি পূর্ব্বক) কৈ সখি কোথায়?

রাম। এই যে আমার সম্মুখে, দেখতে পাচ্চনা?

বাসন্তী। দেব, একেইত মনোদুঃখে মরে রয়েছি, প্রলাপবাক্যে আবার এ সখি বিরহিণী অভাগিনীর মর্ম্মভেদ করেন কেন?

রাম। না, সখি, প্রলাপ নয়, সত্যই বল্‌চি। আহ্লাদে আমি মুগ্ধ হয়ে দেখ্‌তে পাচ্চি না, তুমি বিশেষ করে দেখ।

বাসন্তী। হাঁ, শূন্য দেখচি, আর কি দেখবো।

রাম। না সখি, বিবাহসময়ে যে কর গ্রহণ করেছিলাম, যে করের স্পর্শ অনেকদিনের পরিচিত, যে করস্পর্শ আমার হৃদয়ের অমৃতময় অঙ্গরাগ বিশেষ, সেই মূর্ত্তাহর করপল্লবই আবার গ্রহণ কল্লাম। তুমি দেখ সখি——"

সীতা (স্বগত)

সেই আমি ; সেই তুমি হৃদয়বল্লভ,
বটে বটে সেই মম এ করপল্লব ;
কিছু মিথ্যা নয়——তার কিছু মিথ্যা নয়,
হায়——সুধু নাই সেই সুখের সময়!

বাসন্তী। (রোদন পূর্ব্বক) হায় এ যে উন্মাদ! ——হায় এ যে উন্মাদ!

রাম। সখি তুমিই উন্মাদিনী হয়েছ। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না কর, বরং তুমিই তোমার প্রিয়সখীর কর গ্রহণ করে দেখ, বটে কি না?

(বাসন্তীর হস্তে জানকীর হস্ত প্রদানাবসরে জানকীর পলায়ন।)

তমসা। (স্বগত) যেমন কদম্বরাজী বৃষ্টি জলে

কুসুমকোরকা আর বায়ুভরে কম্পিতা হয়, সখি জানকীও চিরবিরহের পর প্রিয়সমাগমে সেইরূপ রোমাঞ্চিতা, স্বেদজলে অভিভূতা ও কম্পিতা হয়ে এক নূতন শোভা বিস্তার করছে! আহা প্রকৃতপ্রণয় কি পদার্থ!

রাম। কেমন সখি; সত্য না?

বাসন্তী। কৈ কিছুই না——আপনি যথার্থই উন্মাদ হয়েছেন! না হলে এসব কথা কবেন কেন?

রাম। (সখেদে) হা নির্দ্দয়সীতে! আমায় প্রতারণা করে অভিমান ভরে চলেগেলে! প্রিয়ে, আমার হস্ত ছাড়ায়ে গেলে সত্য, কিন্তু আমার মনোমন্দির হতে কোন মতেই যেতে পারবেনা। তুমি নিয়তই আমার মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা রয়েছ!

সীতা। হাঁ, আমি যখন এমন অবস্থায় প্রাণবল্লভকে রেখে চলে যাচ্ছি, তখন আর আমার তুল্য পাষাণহৃদয়া কে আছে?

রাম। অয়ি প্রিয়ে জানকি! অয়ি প্রিয়ে জানকি! এ চির অনুগতজনকে ত্যাগ করা উচিত হয় না।

সীতা। আর্য্যপুত্র, এ যে তোমার বিপরীত কথা!

বাসন্তী। দেব, ধৈর্য্য হোন্। প্রিয়সখী জানকী এখানে কোথায়?

রাম। আহা! যথার্থই! (কিঞ্চিৎ চিন্তাকরিয়া) তবে কি আমি স্বপ্ন দেখলাম? না, তাই বা কেমন করে হবে! রামের নিদ্রা কই যে স্বপ্ন?

যে অবধি জানকীরে করেছি বর্জ্জন,
সেই হতে নিদ্রা গেছে ত্যজিয়া নয়ন!

সখি। আমার বোধ হয় সেই অনেকবারের পরিচিত মোহই হয়ে থাকুবে।

সীতা। সখি তমসে, আমি বড় পাপীয়সী! আর্য্যপুত্রকে এমন অনেক বিচ্ছেদ যাতনায় রেখেছি!

রাম। সখি! যদি কখন প্রেয়সীর সাক্ষাৎ পাই ——প্রত্যাশাত নাই,——তবে এই রহস্য অবশ্য জিজ্ঞাসা করবো!——"

সীতা। (স্বগত) আ! দুঃখিনীর কপালে কি তেমন সুদিন হবে?

বাসন্তী। দেব, এখন একটু ওদিকে চলুন। (রামের হস্তধারণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন)

সীতা। চল সখি, আমরাও যাই।

[তমসা এবং সীতার পশ্চাৎ২ গমন।

বাসন্তী। দেব, এই সেই দুরাত্মারাবণের রথ, যে রথ, জটায়ু চূর্ণ করে ফেলে। দেখুন, এখনও তার চিহ্ন রয়েছে——"

সীতা। নাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাম। (সক্রোধে) অরে দুরাত্মা রাক্ষসাধম! প্রিয়সীকে লয়ে কোথায় পলায়ন করছিস্? এই দণ্ডে প্রাণসংহার কর্ব্বো——

বাসন্তী। (সভয়ে) দেব, আবার উন্মত্ত হলেন! এখন সেই রাবণই বা কোথা? সেই প্রিয়সখী জানকীই বা কোথা?

রাম। (সবিস্ময়ে) কি, এইমাত্র না প্রেয়সী মুক্তি প্রার্থনা কর্লেন?——না না, আমার ভ্রমই যথার্থ! পূর্ব্বে আমি রাবণকে সংহার করে প্রেয়সীকে প্রাপ্ত হব, এই আশয়ে লোক-ভয়ঙ্কর সংগ্রাম করেছিলাম,——বীররসে মত্ত হয়েছিলাম——সখি, তখন প্রেয়সীর পুনর্ম্মিলনের প্রত্যাশা ছিল, সুতরাং তখনকার বিরহ নিতান্ত দুঃসহ হয় নাই। এখন আর সে প্রত্যাশা নাই!——সখি, নিরবধি প্রিয়তমার বিচ্ছেদ কেমন করে সহ্য করি বল?——

সীতা। কি নিরবধি! আর প্রাণবল্লভের সঙ্গে কখনই মিলন হবে না? [অশ্রুপাত।

বাসন্তী। কপালে থাকে ত, অবশ্যই হবে।

রাম। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) উঃ কি পরিতাপ! যেখানে জাম্বুবানের মন্ত্রণা বিফল, সুগ্রীবের সাহায্য নিরর্থক, কপিগণের বীরত্ব বৃথা, মারুতি গমন কর্ত্তে অক্ষম, নল যোজনা কর্ত্তে অপারক, যেখানে মিত্র বিভীষণের যুক্তি অকিঞ্চিৎকর, আমার মনের

অগোচর, সেই স্থানে প্রিয়া এখন অবস্থান কর্চেন! (বাসন্তীর প্রতি) সখি! এখন বন্ধুজনের রামদর্শন কেবল দুঃখের কারণ বই নয়। যাই, আমি আর তোমাকে কত কাঁদাব?

সীতা। সখি, প্রাণনাথ কি চল্লেন?

তমসা। হাঁ, চল্লেন বই কি? এই সময় প্রাণবল্লভকে নয়নভরে দেখে নাও।

সীতা। (সখেদে) সখি, আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই যে আমাদের পরস্পর এমন বিচ্ছেদ হবে, তা যে পর্য্যন্ত নয়নজল বাধা না দেয়, প্রিয়দর্শন প্রাণেশ্বরের চরণপদ্ম দর্শন করি। (নির্নিমেষনয়নে দৃষ্টিপূর্ব্বক স্বগত) হায়! আমি কেন নিমিষশূন্য মীনচক্ষু পেলেম না! তা হলে প্রাণনাথকে অনিমিষ চক্ষে দেখে তৃপ্ত হতেম! কিম্বা আমার সমুদয় ইন্দ্রিয় কেন লোচনময় হল না!

বাসন্তী। এখন কোথায় যাবেন?

রাম। অযোধ্যায়,—যেখানে সীতার বিরহবেদনা নিবারণের ঔষধ আছে।

সীতা। (স্বগত) সে কেমন?

বাসন্তী। সে কেমন, বুঝলাম না।

রাম। অযোধ্যায় সুবর্ণময়ী সীতা আছে, এখন তদ্দর্শনেই কোনমতে ধৈর্য্য ধারণ কর্ত্তে হয়—

গীত। রাগিণী ললিত।
তাল আড়া।

কে আছে অবোধ আর আমার মতন ?
সুধাসিন্ধু ত্যজে রাখি, শিশিরপানে জীবন !

প্রিয়া-প্রতিমূর্ত্তি পানে, নিরখি স্থিরনয়নে,
কত ভাব উঠে মনে, হারাই চেতন !—
ডাকি "প্রিয়ে ! প্রিয়ে !" বোলে, প্রতিমা
না কথা বলে, শোকের সিন্ধু উথলে,
অমনি তখন !
ধরণী উপরি পড়ি, ধরণীতনয়া স্মরি,
যত অনুতাপ করি, জানে মাত্র মন !
ফুটে না পারি বলিতে—হায় ! নাপারি
সহিতে, মনেতে থাকে জ্বলিতে
বিরহ দহন !

তমসা। প্রকৃতপ্রেম কি রমণীয়পদার্থ !

বাসন্তী। প্রেমিকদের কার্য্য কি অদ্ভুত !

সীতা। সেই ধন্যা, সেই পরমসৌভাগ্যবতী, যে এমন ভয়ানক অবস্থায় প্রাণবল্লভকে বুকে রেখে সংসার রক্ষা করচে !

তমসা। সখি, তুমি আপনি আপনাকে স্তব করচো !

বাসন্তী। দেব, আপনকার সঙ্গে সাক্ষাত হওয়াতে, হর্ষ বিষাদ দুই উপস্থিত হল। কথাপ্রসঙ্গে আপনি বিলক্ষণ মনোবেদনা পেলেন, এখন আমি আর কি বলবো? যাতে কার্য্য ক্ষতি না হয়, করুন।

সীতা। (সাভিমানে) সখি বাসন্তি, তুমিও কি এখন নির্দ্দয় হলে? প্রাণবল্লভকে সহসা বিদায় দিচ্চো। খানিক দেখে যে নয়নের উৎসব লাভ করবো তাতেও বাদ সাধলে!

তমসা। চল, আমরাও যাই।

সীতা। (সখেদে) হাঁ চল।

তমসা। কেমন করে যাবে, তোমার সতৃষ্ণদৃষ্টি যে প্রাণবল্লভের শরীরে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে, যত্ন করেও উত্তোলন কর্ত্তে পার্চ্চোনা।

রাম। তবে সখি, বিদায় হলেম।

সীতা। (সখেদে ও সাশ্রুনয়নে) আর্য্যপুত্রের চরণকমলে প্রণাম——যা, আমি হতভাগিনী আর দেখতে পাবো না।

তমসা। সখি জানকি! একি একি! ওঠ ওঠ।

সীতা। (উঠিয়া) মা! মেঘমধ্যস্থ চন্দ্রমণ্ডল ক তক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়!

তমসা। কি আশ্চর্য্য! যেমন জল একই পদার্থ, কেবল অবস্থা ভেদে, কোথাও বা তরঙ্গ, কোথাও বা, আবর্ত্ত, কোথাও বা বিম্বরূপে দেখাযায়; প্রেমও

সেইরূপ এক পদার্থ, কোথাও বা ভক্তি, কোথাও বা স্নেহ, কোথাও বা প্রীতিরূপে প্রকাশ পায়।

রাম। অহে বিমানরাজ পুষ্পক! এই খানে উ-পস্থিত হও।

(রথ উপস্থিত)

রাম। (রথারূঢ় হইয়া) সখি, বিদায় হলেম

বাসন্তী।

জগতের পাতা যিনি, বিধির বিধাতা,
যোগীজন ধ্যেয় যিনি, সুখদাতা, ত্রাতা,
হইয়া করুণ—তিনি হইয়া করুণ,
করুন করুন তব মঙ্গল করুন।

তমসা। সখি, চল আমরাও যাই।

সীতা। হাঁ চল, চন্দ্রমা অন্তমিত হলে, চকোরী-র আর প্রত্যাশা কি?

[উভয়ের প্রস্থান

বাসন্তী। আমিও যাই, আর এখানে একাকিনী থেকে কি করবো?

[প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বাল্মীকির তপোবন।

(সৌধাতকি এবং ভাণ্ডায়নের প্রবেশ।)

ভাণ্ডায়ন। দেখ্ ভাই! মহর্ষি আজ বড় অতিথি সেবায় মন দিয়েছেন। ভারি ধূম লেগে গিয়েছে চারিদিক থেকেই কেবল মুনি ঋষিরা আশ্রমে পদার্পণ করুচেন।

সৌধা। মন্দ কি ভাই? আমরাওত এই চাই, কোন একটা গোল হলেই পড়া বন্ধ।

[করতালী দিয়া নৃত্য।

ভাণ্ডা। কেবল এই আহ্লাদ নয়, আহারেরও বড় যো। আর আর দিন কেবল ফলটা, মূলটা, বেলটা, রম্ভাটা বই জোটে না, আজ কি আর কথা আছে?——"

সৌধা। হাঁ আজ চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য পেয়, ষোড়শোপচারেই (প্রদর্শন পূর্ব্বক) উদরদেবের সেবা হবে এখন।

ভাণ্ড। মহর্ষি অল্প আয়োজন করেন নাই মৃগমাংস রন্ধন হচ্চে, পায়স, পিষ্টক, কত প্রকার! সকলের নামও জানিনা।—তা কোন্‌টা আগে আর কোন্‌টা পরে খাব তাই ভাবচি।

সৌধ। তুমি যেমন ভাই, এক ধার দিয়ে আরম্ভ কর্‌বে, সকলইত এক স্থানে যাবে, এত আর উপসর্গ নয় যে, শব্দের আগেই সংযোগ কর্ত্তে হবে? আমিত ভাই আগেই পায়েস দিয়া আচমন করে বসে শেষ শুক্তানি প্রভৃতি যত কিছু থাকে——"

ভাণ্ড। অরে, তা হলে আমাদিগে রাজমাতা আর রাজগুরু অজ্ঞ বিবেচনা কর্‌বেন——"

সৌধ। এখানে কি আবার রাজগুরু এসে পড়েছেন!——কি আপদ! আর রাজমাতাদিগেই বা মাথা মুণ্ড কি বলবো! তাদের অন্তঃপুরে কি আর আহারের কিছু নাই, সব উচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে! কোন্ রাজমাতা আর কোন্ রাজগুরু এসেছে?

ভাণ্ড। মহারাজ রামচন্দ্রের মাতৃগণের সঙ্গে লয়ে রাজগুরু বশিষ্ঠদেব সস্ত্রীক এসেছেন।

সৌধ। কেন? অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী বুঝি অন্তর্দ্ধান হয়েছেন?——"

ভাণ্ড। হাঁ এক প্রকার তাই বটে। মহারাজ রামচন্দ্র পূর্ণগর্ভা লক্ষ্মীস্বরূপিণী ভার্য্যাকে অকারণে বর্জ্জন করেছেন বলে, রাজমাতৃগণ, অরুন্ধতী আর বশিষ্ঠদেব এখানে এসেছেন।

সৌধা। বটে! তবেত ভারি গোল দেখ্‌চি।

ভাণ্ডা। তা, যাই হোক না কেন, তোর পেট ভরবেই।

সৌধা। হাঁ তা হলেই হল, আর যদি মিষ্টান্ন কোন অংশে ত্রুটি হয়, শাপ দেব, মুনিসন্তান কিনা!—

[নেপথ্যে পদশব্দ।

ভাণ্ডা। (দৃষ্টি পূর্ব্বক) ইনি রাজর্ষি জনক।

সৌধা। এঁকে যে বড় বিষণ্ণ দেখ্‌ছি! বোধ হয় পাকের বিলম্বে এঁর ক্ষুধা হয়ে থাকবে।

ভাণ্ডা। দূর পাগল! ইনি ব্রহ্মজ্ঞানী। এঁর কন্যা সীতাকে রামচন্দ্র বিনাপরাধে বর্জ্জন করেছেন, বলে, ইনি ভারি দুঃখিত হয়েছেন।

সৌধা। তা অযোধ্যায় গিয়া জামাতার সঙ্গে দু-যুদ্ধ! আমাদের আশ্রমে এসেন কেন?

ভাণ্ডা। আসাতে তোর কি হানি হয়েছে?

সৌধা। তুই বুঝিস্ না, আসাতেই আহারের একটা অংশ অধিক হল কি না?

ভাণ্ডা। দূর পেটুক! এমন কথা বলে না। ইনি যে মহর্ষির বাল্যকালের সুহৃদ। এঁরা সকলে এসে জুটেছেন দেখেইত উপাধ্যায় কল্পতরু হয়েছেন।

সৌধা। তবে ইনি এখানে নিয়তই থাকুন, যেতে পারেন না। যে যেতে বলে সে চণ্ডাল,—অ-ব্রাহ্মণ!—

ভাণ্ডা। চল এখন আমরা মহর্ষির রঙ্গভূমিতে যাই, শুনেছি আহারের পর শাক্ত উপাধ্যায় নাট্য অভিনয় দেখাবেন।

সোধা। তবেত আজ আমাদের আহ্লাদের উপর আহ্লাদ!——চল, চল, না হয়, এই রাজর্ষি আবার পাঠ জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করবেন।

উভয়ের প্রস্থান।

জনকের প্রবেশ।

জনক। [মৃগচর্ম্ম পাতিয়া এক বিল্ব বৃক্ষ মূলে উপবেশন পূর্ব্বক] অহ! অপত্যস্নেহ কি বিষম; আমার সেই কুমারীতে যে মমতা জন্মেছিল, সেই স্নেহ এক্ষণে হৃদয় বিদীর্ণ কর্চ্চে! উঃ কি ভয়ানক ক্লেশ! জরায় জীর্ণ হয়েছি! সংসারের মমতা শূন্য হয়েছি; কিন্তু কুমারী সীতার দুঃখ স্মৃতিপথারূঢ় মাত্রই, চিত্ত যেন শোকে উন্মত্ত হয়ে পড়ছে! কতদিন গত হোল, তথাপি শোক প্রতিক্ষণে যেন নূতন হয়ে মনোবেদনা প্রদান কচ্চে! হা! কুসুমকুমারি সীতে!—হা পিতৃ বৎসলে!—হা চারুশীলে!—হা মঙ্গলার্থিনি!—হা হৃদয়ানন্দবর্দ্ধিনি!—পরিণামে তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! হা প্রাণপ্রতিমে পুত্রি! আমি লজ্জায়, মুক্তকণ্ঠে রোদন কর্ত্তে পারি না; কিন্তু নয়নযুগল শোকাশ্রু কোন মতেই সম্বরণ করে না;

খতে পারে না। (অশ্রুপাত পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত) হা কুমারি! তোমার সেই মধুর বাল্যকালই আমার মনে উদিত হচ্চে! তখন তোমার বদন নূতন বিকশিত কমলের তুল্য প্রফুল্ল এবং প্রসন্ন ছিল, মধ্যে বিকসিত দুটি অভিনব দন্তাঙ্কুরে তাহা কেমনই মনোহর দেখা যেত! সেই মুখমণ্ডল হতে হাস্য, রোদন আর অস্পষ্ট অস্পষ্ট কথা, নিয়ত প্রকাশিত হয়ে, আমার আত্মাকে অতুল আহ্লাদ সাগরে নিক্ষেপ কোরুত!—দেবি ধরিত্রি! পিতা হতে কন্যার প্রতি মাতার মমতা অধিক,—আহা! তবে তুমি তোমার স্নেহা তনয়া সীতার সেই ভয়ানক ক্লেশ দর্শন করে যে আজিও দ্বিধা বিভক্ত হলে না?

(অশ্রুপাত।

নেপথ্যে। আঃ! আমি বলুচি, তোমার কুলগুরুর আদেশ, অ.প্.নি এসে রাজর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। এত কাতরা হলে কেন?

নেপথ্যে। মহাদেবি, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এদিক দিয়া আসুন।

জনক। (অদূরে কৌশল্যাকে দেখিয়া) কি এঁকে মহাদেবী বল্‌তেছে! হা! এই কি সেই মহাত্মা দশরথের সহধর্ম্মিণী!—আমার প্রিয়সখী কৌশল্যা! আহা! কে চিন্‌তে পারে যে ইনি সেই——"

নেপথ্যে। ভগবতি, মিথিলাপতিকে দেখে, আ-

দার সকল দুঃখই একবারে উথলে উঠ্‌ছে! আমি কেমন করে ধৈর্য্যধরি বলুন?

জনক। ইনি যে দশরথের গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী——স্বরূপিণী কেন, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী। আহা! এক্ষণে ইঁহার এই অবস্থা! হঠাৎ দেখ্‌লে, চিত্রিত বোধ হয়। হায়! যাঁদের সাক্ষাৎলাভ, একদা মহোৎসব স্বরূপ ছিল, এখন তাঁহাদের দর্শন ক্ষতস্থলে লবণ সংযোগের ন্যায় অসুখকর হয়ে উঠ্‌লো!

নেপথ্যে। তার সন্দেহ কি? মনুষ্যের যেসকল দুঃখ মনোমধ্যে সঞ্চিত থাকে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সেই সকল দুঃখ একবারে অন্তঃকরণকে আকুলিত করে প্রকাশ পায়।

নেপথ্যে। ভগবতি, বধূ সীতা নেই, আমি কেমন করে রাজর্ষিকে মুখ দেখাব?

কৌশল্যা, অরুন্ধতী এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ।

জনক। ভগবতি অরুন্ধতি, আপনি ব্রহ্মমুহূর্ত্তের ন্যায় পূজ্যতমা,—জনক আপনার পদারবিন্দ বন্দনা কর্‌ছে। [বন্দন।

অরুন্ধতী।

যিনি, ভুবনের তমোহর, পদ্মিনীপ্রফুল্ল-কর,

জগতের সংহারক, লোকেশ অরুণ।
সেই, সর্ব্বলোকপ্রকাশক, সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশক
তোমার পরমজ্যোতিঃ প্রকাশ করুন।

জনক। অহে কঞ্চুকিন্! রাজমাতার কুশল?

কঞ্চু। আপনার এরূপ প্রশ্নে আমরা তিরস্কৃত হলাম। রাজর্ষে! আপনি কি জানেন না, মহাদেবী বধূ জানকীকে কত ভালবাসতেন? ইনি সেই শোকে আজিও অযোধ্যায় প্রবেশ করেন না। এমন কি এখন ইঁহার পক্ষে রামচন্দ্রের বদনচন্দ্রদর্শনও অসুখের কারণ হয়েছে। রোহিণীর সঙ্গে সঙ্গত চন্দ্রমা যেমন নয়নমনের আহ্লাদ বিধায়ক হয়, কেবল চন্দ্র কখনই তেমন প্রীতিকর হয় না। রাজর্ষে, এখন ইঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করা, উদ্দীপ্ত শোকানলে আহুতি প্রদান বই নয়। আপনি ইঁহাকে দোষ দিবেন না, ইঁহার কণামাত্রও দোষ নাই। আর রামচন্দ্রেরই বা দোষ কি? সকলি দৈবের দুর্ব্বিপাক! পৌরজনেরা দেবীর অগ্নি পরীক্ষায়——

জনক। (সক্রোধে) আঃ অগ্নি কে? আমার কন্যা স্বভাবতঃই পবিত্র, তাকে আবার অগ্নি কি পবিত্র করবে? জাহ্নবীনীরকে কি তীর্থজল পবিত্র করতে পারে? হায় কি যন্ত্রণা! একে রাম আমাকে যারপরনাই অপমানিত করেছেন, আবার তোমরা আমাকে অপমানিত কর্ত্তে আরম্ভ করলে?

অরুন্ধতী। তার সন্দেহ কি? অগ্নি সীতার কাছে অতি তুচ্ছ?—হা বৎসে সীতে! হা! সাধুচরিতে! তুমি শিশুই হও, আর শিষ্যাই হও, যা হও না কেন, তোমার বিশুদ্ধচরিত্র আমার ভক্তির উদ্রেক কর্‌ছে। বৎসে! তুমি পবিত্রতাগুণে জগতের বন্দনীয়া হয়েছ!——

জগতের বন্দনীয় সদ্‌গুণনিচয়,
বয়স না রূপ কিছু পূজনীয় নয়।

কৌশল্যা। মা, তার মর্ম্ম বেদনা সইতে পারিনা!——হায়!——
[মূর্চ্ছা।

জনক। হা কি কষ্ট! কি হল?

অরুন্ধতী। আর কি? তুমি রাজ্ঞীর দৃষ্টিপথে পতিত হলে,——সেই নরেন্দ্র দশরথ,——সেই সকল কুমার——সেই সকল দিন——সেই সকল আহ্লাদ আমোদ একবারে মনে উদয় হওয়াতে, রাজ্ঞী শোকে অধৈর্য্যা হয়ে মূর্চ্ছিত হলেন। মূর্চ্ছিত হওয়া আশ্চর্য্য কি? স্নেহকুসুমে যে কণ্টক জন্মে, তার আঘাত ত সামান্য নয়, তেমন ধৈর্য্যশালীব্যক্তিরও হৃদয় ভেদ করে, ইনিত স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকের মন কুসুম হতে কোমল——"

জনক। হায়! আমি অতিশয় নির্দ্দয়! আমার অকৃত্রিমহৃদয়-বন্ধুর সহধর্ম্মিণীর বহুকালের পর সাক্ষাৎ পেয়েছি, কিন্তু সাক্ষাৎ পেয়েও মুখ তুলে দেখছি না!

আমার যে বৈবাহিক, জীবনবৃক্ষের মহৎফলস্বরূপ, ——হৃদয়ের বিনোদন স্বরূপ ছিলেন,——হায় হায়! এখন সেই বৈবাহিক নাই! ইনি সেই বৈবাহিকের ধর্ম্মপত্নী——ইঁহাদের স্ত্রী পক্ষে কোনরূপ কলঙ্ক হলে, উভয়ে আমাকেই ভৎর্সনা করবেন! ইঁহার কোপ বা প্রসাদ আমারই অধীনে ছিল!——দূর হোক্, আর সে সকল কথা স্মরণ করা উচিত নয়,——

অতীতসুখের কথা করিলে স্মরণ,
দুঃখের সময় দুঃখে আরো দহে মন

অরুন্ধতী। হায়! রাজ্ঞীর যে এখনো চৈতন্য হল না।

জনক। (কমণ্ডলু জল শেচন পূর্ব্বক) প্রিয়সখি!——অয়ি প্রিয় সখি!

কৌশল্যা। (চৈতন্য পাইয়া) হা বৎসে সীতে! কোথায় আছ? বিবাহ সময় যে তোমার সেই মৃদু মধুর হাসা আর লজ্জায় উৎফুল্ল মুখমণ্ডল আমার মনে প্রতিক্ষণ উদয় হচ্চে! হা পুত্রি! আর কি তোমার সেই বিধুবদন দর্শন করে আমার মনের আঁধার দূর হবে?——মহারাজ সর্ব্বদাই বল্‌তেন, সীতা আমাদের বধূ, কিন্তু মিথিলারাজের সঙ্গে আমার যেরূপ বন্ধুতা তাতে ইনি আমার কন্যাই——"

কঞ্চু। তার সন্দেহ কি? মহারাজের সীতাকে শান্তাতে ভেদ ছিলনা।

জনক। হা প্রিয়সখা দশরথ! আমি কেমন করে তোমার তুল্য বন্ধুকে বিস্মৃত হবো? কল্যাণ-কামীরাই আত্মতৃপক্ষের পূজা করে থাকে, কিন্তু বন্ধু তুমি তা বিপরীত রীতি অবলম্বন করতে, তুমি আ-মারই পূজোয় যত্নশীল ছিলে। সখে! এক্ষণে তুমি এই শোক-দুঃখ হাহাকার-পরিপূর্ণ-সংসারধাম পরিত্যাগ করে নিত্যধামে নির্ম্মল সুখানুভব করছো। কেবল আমিই পাপাত্মা, এই ঘোর নরকে পতিত হয়ে ক্লেশ ভোগ করছি! বন্ধো, তুমিই ত বিচ্ছেদ ক্লেশে রেখে-গিয়েছ, তার পর তোমার সহিত যে সম্বন্ধবীজ ছিল, এক্ষণে বিধাতা সেই বীজও নির্ম্মূলিত কর্লেন! এ আমার জীবনে ধিক্!

কৌশল্যা। হায়! আমার এই পোড়াপ্রাণ এখনো যায় না কেন?——হায় আমি নিতান্ত অভাগিনী!——

[অশ্রুপাত।

অরুন্ধতী। ধৈর্য্য হও, ও কি! ধারার শ্রাবণের মত অবিরল অশ্রুজল বর্ষণ কর্ত্তে লাগলে! রাজ্ঞি, তোমার কি মনে নাই, ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে তোমাদের কুলগুরু সেই বলেছিলেন, এক দৈব-বিড়ম্বনা ঘটবে, কিন্তু ঘনঘটা অন্তরিত হলে যেমন গগনমণ্ডল আরো প্রসন্ন হয়, সেইরূপ সেই বিড়ম্বনা বিগত হলে, ইক্ষ্বাকুবংশ আরো উজ্জ্বলিত হবে। রাজ্ঞী শীঘ্রই মঙ্গলের মুখ দেখতে পাবে। চিন্তা কি?

কৌশল্যা। আর মঙ্গল! কপাল তেমন নয়!—

অরুন্ধতী। সে কি? তুমি কি মনে কর, সে কথা মিথ্যা হবে? না, না, ব্রহ্মজ্ঞব্রাহ্মণের বাক্য কখন ও অন্যথা হয় না। (নেপথ্যে বালকগণের কলরব) ও কিসের কোলাহল?

জনক। অদ্য অনধ্যায়, তাই বালকসকল ক্রীড়া করিতেছে।

(অদূরে বালকগণ দৃষ্ট হইল।)

কৌশল্যা। হা, বালকদের সন্তান সহজেই হয়, (লবকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) ভগবতি, এই মুনিকুমারদের মধ্যে শ্যামলসুন্দর-শরীর সুকুমার কুমারটী কে? ঠিক যেন আমার রামচন্দ্র!—আহা! এই বালকটীর চাঁদমুখ দেখে আমার চক্ষু জুড়ালো!

অরুন্ধতী। (সহর্ষে স্বগত) মন্দাকিনীর কাছে ত এই সুসংবাদ শুনেছি, যে কুশ লব এখানে আছে। ——এটী কুশ কি লব? (সস্নেহ ওসতৃষ্ণদৃষ্টি)

জনক। (দৃষ্টি পূর্ব্বক) হাঁ, তাইতো, এটী কে? যেমন সরোবরে শতদলদলের মধ্যে একটী ইন্দিবর প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে! বোধ হয়, যেন সেইরূপ রামচন্দ্র আমাদের নয়নানন্দবর্দ্ধনের জন্য আবার শিশুশরীর ধারণ করেছে।—হাঁ, এটী ক্ষত্রিয় সন্তানই বটে। শিরোপরে কঙ্কপত্র ভূষিত চূড়া, পৃষ্ঠদেশে তূণ, কটিদেশে মৌঞ্জীমেখলা, মঞ্জিষ্ঠাবসন, করে ধনু, বৈ-

পরন্তু, কঙ্কাক কেয়ুর। ব্রাহ্মণপুত্রদের এ বেশ নয়!—ভগবতী, আপনি যে কিছুই বলছেন না?

অশ্ব। আমরা আজই এই আশ্রমে এসেছি।

জন। ভাল কঞ্চুকিন্! তুমি আমার নাম করে মহর্ষি বাল্মীকিকে এই শিশুর পরিচয় সবিশেষ জিজ্ঞাসা কর গে। আর ঐ বালকটীকে বল বিল্ববৃক্ষ মূলে কয়েকজন বৃদ্ধ তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

কৌশল্যা। একথায় কি ও ছেলেটী আস্‌বে? না হয় আমিই বাছা কোলে করে এখানে আনিগে।

অরু। হাঁ অবশ্য আসবে। আশ্রমশিশুরা এমন অবাধ্য নয়।

কৌশল্যা। অই যে বলামাত্রই ছেলেটী এদিকে আস্‌চে। আহা! বোধ হয় একখণ্ড নীলনীরদ ভূমে চলে আস্‌তেছে।

জনক। আহা! এই শিশুর বয়সঅল্প, নিতান্ত কোমল শরীর, কিন্তু তথাপি বিলক্ষণ প্রভাব। যেমন অয়স্কান্ত অল্প পরিমিত হয়েও অধিক লৌহপিণ্ড আকর্ষণ করে, সেইরূপ এই শিশু আমার চিত্ত আকর্ষণ কর্‌ছে।

লবের প্রবেশ।

লব। (স্বগত) আমি যাঁদের পরিচয় জানিনা, তাঁদিগে কেমন করে নমস্কার করি। (চিন্তা করিয়া)

কে সাধারণরূপে বন্দনা করা অনুচিত নয়। (নিকটস্থ হইয়া বিনীত ভাবে) বাল্মীকি শিষ্য লব আপনাকে বন্দনা কচ্চে। (বন্দন)

সকলে। বৎস, চিরজীবী হও।

জনক। এস বাছা, আমার কোলে এস। (ক্রোড়ে করিয়া) আজ আমার কেবল অঙ্কদেশ পূর্ণ হল এমন নয়, চিরমনোরথও পূর্ণ হল।

কৌশল্যা। (হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক) বাছা, এস, একবার আমার কোলেও এস (ক্রোড়ে লইয়া) এ ছেলেটী কেবল দুর্ব্বাদল শ্যামবর্ণে, আর মধুর গম্ভীর স্বরে রামচন্দ্রের মত নয়, এর শরীরও সেই রূপ বলিষ্ঠ। (লবের প্রতি) দেখি বাছা, মুখ তোল দেখি, (চিবুক ও মুখ উত্তোলন করিয়া) আশ্চর্য্য! এশিশু কেবল রামচন্দ্রের মত নয়, বিলক্ষণ করে দেখলে বৎসা সীতারও অনেক সাদৃশ্য আছে। দেখুন মা——”

জনক। দেখ্‌ছি, সখি দেখ্‌ছি।

কৌশল্যা। ভগবতী, আমার মন বড় চঞ্চল কচ্চে। কেন এমন হয়? যেমন জলধারা বর্ষণে প্রজ্জ্বলিত আগুন নির্ব্বাণ হয়, এই ছেলেটীকে কোলে নিয়ে আমার সেইরূপ শোকানল নির্ব্বাণ হল।

জনক। এই কুমার রঘুনন্দন আর সীতার যেন অবিকল অনুরূপ! কি আশ্চর্য্য! সেই শরীর, সেই কান্তি, সেই মধুর-গম্ভীর কথা, সেই বিনয়, সেই পবিত্রচরিত্র সকলি এই শিশুতে প্রতিফলিত হয়েছে!

যেমন একটী দীপ হতে আর একটী দীপ জ্বালালে প্রথমের সহিত দ্বিতীয়ের কিছুমাত্র ভিন্নতা থাকে না, এই শিশু আর রামচন্দ্রেও সেইরূপ কিছুমাত্র ভিন্নতা দেখছি না। এটী কি সূর্য্যবংশের অপ্রকাশিত সন্তান?

কৌশল্যা। বাছা, তোমার মা আছেন?

লব। না।

কৌশল্যা। তবে তুমি কার কাছে থাক।

লব। মহর্ষি বাল্মীকির।

কৌশল্যা। তুমি তাঁর কে?

লব। শিষ্য।

কৌশল্যা। বাছা, বিশেষ করে সব বল।

লব। আমি আর কিছুই জানিনা।

নেপথ্যে। ওহে সেনাগণ! ওহে পাদচারীগণ! কুমার চন্দ্রকেতু আদেশ কর্চ্চেন, যেন কেউ আশ্রমভূমির অনিষ্ট না করে। সাবধান!

জনক। "চন্দ্রকেতু আদেশ কর্চ্চেন" এই কথায় বর্ণে যেন অদ্ভুত রসিক করলে——

লব। আর্য্য! চন্দ্রকেতু কে?

জনক। দশরথের সন্তান, রাম লক্ষ্মণকে জান?

লব। হাঁ, তাঁরাত রামায়ণকথার প্রধান নায়ক।

লব। কেন জানবো না?

জনক। সেই লক্ষ্মণের পুত্রই চন্দ্রকেতু।

লব। ও। ঊর্ম্মিলার পুত্র, জনকরাজার দৌহিত্র।

জনক। ভাল বৎস ! যদি তুমি রামবাদিগের বৃ-ত্তান্ত জান, তবে বল দেখি, দাশরথীদের পুত্র কে কে? তাদের কার নাম কি, কে কার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে?

লব। না, এসকল জানিনা।

জনক। কেন, মহর্ষি কি গ্রন্থে লেখেন নাই?

লব। হাঁ লেখেছেন, কিন্তু সেই ভাগ প্রকাশ ক-রেন নাই, রচনা করেই ভরতমুনির কাছে পাটি-য়েছেন।

জনক। তাঁর কাছে কেন?

লব। স্বর্গে সেই ভাগ অপ্সরারা শিক্ষা করে অভিনয় কর্বে? আমার অগ্রজ কুশ সেই ভাগ লয়ে ভরতমুনির কাছে গিয়েছেন।

জনক ও কৌশল্যা। (সাহ্লাদে) কুশ আজকে শীঘ্র আসবে না?

লব। হাঁ, আজই তাঁর আসবার কথা আছে।

কৌশল্যা। বাছা, তুমি রামায়ণকথার কতদূর শিক্ষা করেছ?

লব। অযোধ্যাবাসীর লোকাপবাদ শুনে, ভীত হয়ে, জানকীদেবীকে বনবাস দিতে অনুমতি কর্লে, লক্ষ্মণ তাঁকে অরণ্যে লয়ে গেলেন। সেই হিংস্রজন্তু পূর্ণ অরণ্যেই দেবীর প্রসববেদনা উপস্থিত হল——

জনক। হা বৎসে! হা স্নেহপুত্তলি! তুমি সেই অসহনীয় অপমানে, জনশূন্যারণ্য মধ্যে প্রসব

বিবলা উপস্থিত হলে তুমি তাঁহা, অধরণা হয়ে, "হা তাত! হা মাতঃ!" বলে কতবার রোদন করেছ? হা সরলে!—

[অশ্রুপাত।

কৌশল্যা। হা বৎসে!—হা পুত্রি!

লব। (অরুন্ধতীর প্রতি) ভগবতি, ইঁহারা কে?

অরুন্ধতী। ইনি রাজর্ষি জনক,—ইনি মহাদেবী কৌশল্যা।

লব। বটে। [বহুমান প্রদর্শন।

জনক। (সক্রোধে স্বাভিমানে) পৌরজনেরা বড় দুর্জ্জন, রামও নিতান্ত শিশু। এই বজ্রাঘাত তুল্য অসহ্য অকারণ অপবাদের কথায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি, আমার ক্রোধের উদয় হয়েছে। আমি শাপ বা চাপ দ্বারাই আজ এই ক্রোধের উপশম করবো।

কৌশল্যা। (অরুন্ধতীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক) ভগবতি, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। রাজর্ষি কুপিত হয়েছেন।

অরুন্ধতি। রাজর্ষে, অন্যায়কারীর দণ্ডই এই। কিন্তু রাম তোমার পুত্র, আর পৌরজনেরাও কৃপাপেক্ষাও সম্ভ, তোমার কোপানলের যোগ্য নয়।

জনক। দূর হউক। রামেরও নিতান্ত শিশুবুদ্ধি, পৌরজনেরাও নীচাশয়! আমি কার উপর কুপিত হব?

নেপথ্যে। উচ্চৈঃস্বরে জয়! জয়!

কুমারগণের প্রবেশ।

কুমার। (লবের হস্তধারণ করিয়া) আমাদের আশ্রমবনে আজ একটা অশ্ব এসেছে, দেখ্‌বে ত এস, এমন সুন্দরপশু কখনও দেখ নেই। [হস্তাকর্ষণ।

লব। দেখুন, এরা আমাকে লয়ে যায়।

অরু। যাও বাছা, খেলাওগে।

[শিশুগণের সহিত লবের প্রস্থান।

কৌশল্যা। এই ছেলেটী যে আমার মনে লেগেই রইল। যাই আমি দেখিগে ও কোথায় যায়।

অরুন্ধতী। তুমি কোথায় যাবে? ও যে দৌড়ে চল্‌লো।

কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ।

কঞ্চুকী। মহর্ষি বাল্মীকি বল্লেন, আপনারা শীঘ্রই সবিশেষ অবগত হবেন।

জনক। আমার বোধ হয়, কোন নিগূঢ় কারণ আছে, আমরা সকলেই এক্ষণে মহর্ষির কাছে যাই চলুন।

কৌশল্যা। তাই করা যাক্‌।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথমগর্ভাঙ্ক।

—(০)—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাল্মীকির আশ্রমবন।

(লব, মুনিকুমারগণ এবং একজন
বীরপুরুষ দৃষ্ট।)

লব। (সদর্পে) ওহে, আমিই তোমাদের অশ্ব বন্ধন করেছি, জয়পতাকাও কেড়ে লয়েছি, শক্তি থাকে, আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করে অশ্ব আর পতাকা উদ্ধার কর; নতুবা পরাজয় স্বীকার করে——"

বীর। (সাহঙ্কারে) কি পরাজয়! অরে বালক! কি বল্লি? (ধনুষ্টঙ্কার পূর্ব্বক) আমাদের এই তীক্ষ্ণ অস্ত্র কারও দর্প সহ্য করে না, তোকে মুনিকুমার বলে দয়া করবে না! রাজকুমার চন্দ্রকেতু আশ্রমশোভা দর্শনে অন্যমনস্ক আছেন, এই বেলা ভঙ্গদিয়া পলায়ন কর্।

লব। অরে, এত কোন রাক্ষস নয়, যে রঘুবংশীয়দের নাম শুনে পলায়ন করবে। আর অস্ত্রের ভয় কি দেখাচ্ছিস? (ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক) এই দেখ্। প্রলয়কালের, কালের ব্যাদিতবদনের তুল্য আমার ধনু—তার জিহ্বা—এই শত্রুদলের হৃদয়বিদারক গর্জ্জন করছে। (ধনুষ্টঙ্কার)

মুনিকুমারগণ। কি সর্বনাশ! লব, আমরা পলাই ভাই, আর তুমি না যাও ত আমরা মহর্ষিকে বলে দিগে।

(শিশুগণের পলায়ন।

অদূরে সৈন্যগণের প্রবেশ।

সৈন্যগণ। কি এত আস্পর্দ্ধা! ভুবনবিজয়ী রাবণারী রামচন্দ্রের যজ্ঞেরঅশ্ব বন্ধন করে? মার, মার্।

(শর ক্ষেপ।

নেপথ্যে। ওহে বীরপুরুষসকল! তোমরা অসংখ্য, আর এই মুনিকুমার একা! তোমরা কেউ হস্তীতে, কেউ অশ্বেতে কেউ রথে আছ, আর তোমাদের প্রতিযোদ্ধা, ভূমে দণ্ডায়মান। তোমাদের সকলের শরীর কবচে আবৃত, আর এই শিশুরশরীরে কেবল মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় মাত্র! তোমরা বয়েসে জ্যেষ্ঠ, এ বালক, এর কোমলশরীরে তোমরা অস্ত্র নিক্ষেপ কর্চো! একি বীর ধর্ম্ম? ছি! তোমাদিগেও ধিক্! আমাকেও ধিক্॥

লব। (সবিস্ময়ে) ওকে প্রকৃত বীরপুরুষের মত, দয়া আর দর্প দুই প্রকাশ করুচে, বোধ করি ইনিই চন্দ্রকেতু? হাঁ হবে না কেন? ইক্ষ্বাকুসন্তান কি না? যাহোক জৃম্ভিকাস্ত্রে.ত সৈন্যদিগে নিস্তব্ধ করি। (অস্ত্রত্যাগ ও সৈন্যগণ নিস্তব্ধ।)

নেপথ্যে। অহে বীরকুমার——না, বীরচূড়ামণি, সৈন্যদের সঙ্গে তোমার যুদ্ধের প্রয়োজন কি? এই আমিই এলাম। এস, তেজ তেজেতেই শান্ত হোক্, ব্রহ্মাস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রেই প্রশমিত হয়ে থাকে।

সুমন্ত্রের রথে চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

সুমন্ত্র। (স্বগত) এ কি বিশ্বামিত্রের মধ্যে শ্রী-রামচন্দ্র ধনুর্দ্ধারণ করে দাঁড়িয়েছেন? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক প্রকাশে) দেখ কুমার, মৃগেন্দ্র যেমন মেঘগর্জ্জন শ্রবণ করে গজহস্তী পরিত্যাগ করে উর্দ্ধে দৃষ্টি করে, আহ্বান মাত্র এই বীরশিশুও সেইরূপ তো-মার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি করছে।

লব। কৈ, দেখি, কে গর্ব্ব করে?

চন্দ্র। অহো! এই বীরকুমারকে দেখে আমার মন এমন পুলকিত হল কেন! দেখ্‌তেই যে অন্তঃকরণে ভক্তির সঞ্চার হতে লাগলো! জন্মান্তরে কি এঁর সঙ্গে আমার সৌহৃদ্য ছিল। না, আমি এঁকে চিনতে পার্‌চিনা? ইনি আমার কোন আত্মীয়ই হবে।

সুমন্ত্র। (স্বগত) আমার বোধ হয়, এটি মহি-ষী জানকীর পুত্র, রঘুবংশের অপ্রকাশিত অঙ্কুরের মত বীর্য্যশালী দেখ্‌চি।

লব। (স্বগত) এই চন্দ্রকেতু! এঁকে দেখে আ-

মার অন্তঃকরণ যে স্নেহে গলে যাচ্ছে! কারণ? একি আমার কোন আত্মীয়? আহা! এঁর কোমলশরীরে কেমন করে বাণাঘাত করবো, পাছে অস্ত্রাঘাতে বেদনা পায়!——না না, হৃদয়! স্থির হও, যোদ্ধাদের এমন ধর্ম্ম নয়! সমরক্ষেত্রে স্নেহ কি?

চন্দ্র। সুমন্ত্র, আমি রথ হতে অবরোহণ করি, একেইত এঁকে অত্যন্ত পূজ্য বোধ হচ্ছে, বিশেষ শাস্ত্র-দেবতাদের আদেশই এই, "রথী কখনও পাদচারীর সঙ্গে সংগ্রাম করবে না।"

সুমন্ত্র। রাজকুমার, তুমি যথার্থই বলেছ। শূর পুরুষের রীতিই এই। ইক্ষ্বাকু বংশীয়েরা এই নিয়মেই যুদ্ধ করে থাকে, বৎস তোমার পিতা লক্ষ্মণ, সে দিন ইন্দ্রজিতকে বধ করেছেন, তোমার বয়সই বা কি? তুমি তাঁরই সন্তান, তবু প্রকৃতযোদ্ধার ধর্ম্ম শিখেছ, সৌভাগ্য ক্রমে তুমিই দশরথের কুল-প্রতিষ্ঠা রাখবে।

চন্দ্র। (সখেদে) আর কুলপ্রতিষ্ঠা! জ্যেষ্ঠ তাতেরই বংশ নাই——[অবতরণোদ্যত।

লব। আহে রাজকুমার! না, না, এত দয়া প্রকাশে প্রয়োজন নাই।

চন্দ্র। তবে আপনিও রথে আরোহণ করুন।

লব। তাতে ক্ষতি নাই, তবে কি না, আমরা বনবাসী, রথারোহণ শোভা পায় না।

সুমন্ত্র। বৎস, তুমি দর্প, আর সৌজন্য দুই ক-

হতে জান, আহা! যদি দয়ালু রামচন্দ্র তোমায় দেখেন, তবে কত স্নেহ——কত মমতা করবেন।

লব। ওহে, তোমাদের রাজার স্নেহ জানা আছে——উনিই না পূর্ণগর্ভা ভার্য্যাকে বিনাদোষে বর্জ্জন করেন? আহা! এটি কেমন দয়ার কার্য্য!——"

সুমন্ত্র। (স্বগত) একথায় নিদারুণ মর্ম্মবেদনা পেলেম।

লব। তাঁর আর দয়ালুতার পরিচয়ে কাজ নাই। একণে জিজ্ঞাসা করি, তিনি এমন উদার রাজা হয়ে, এমন অহঙ্কারবাক্য ব্যবহার করেছেন কেন?——এই পৃথিবীতে কি তাঁর তুল্য কেউ বীর নাই? তিনিই কি একমাত্র বীর? শুনতে পাই তোমাদের রাজা, বড় সুশীল, তা তিনি আপনাকে আপনি বড় জানেন। একি তাঁর তুল্য লোকের উচিত?

চন্দ্র। জ্যেষ্ঠ মহাশয়ের প্রতাপ আপনার অসহ্য হল না কি?

লব। অহে, চিরকালই কি একজনের বীরত্ব থাকে? আর কি বীর জন্মগ্রহণ করেনা?

সুমন্ত্র। না বৎস, রামচন্দ্র সামান্য বীর নন, তিনি পরশুরামকে পরাজয় করেছেন।

লব। তাতে তাঁর পৌরুষ কি? মর্য্যাদাই বা এমন কি? ব্রাহ্মণের বাক্যে বীর্য্য, ক্ষত্রিয়ের বাহুতে বীর্য্য——"

চন্দ্র। আর্য্য! বাগ্‌যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, যে প-

রশুরাম পৃথিবীকে তিনসপ্তবার নিঃক্ষেত্রী করেছেন, তিনি এঁর নিকট বীর নন, ইনি জেঠামহাশয়ের পবিত্রচরিত্রও স্বীকার করেন না——”

লব। (সগর্ব্বে) আহে রাজকুমার, মহারাজ রামচন্দ্রের চরিত্র আমাদের অগোচর নাই, আমরা তাঁর বীরত্ব, মহত্ত্ব সকলি জানি। তিনি বৃদ্ধ——এখন আর তাঁর বীরত্বের কথা কি?——আর তাঁর বীরত্বের কা র্য্যই বা কি আছে?——হাঁ আছে বটে, তিনি স্ত্রীজাতী প্রাচীনা তারকাকে বধ করেছেন, তবুও তাঁকে কেহ স্ত্রীহত্যাকারী বলে নাই। আর তিনি বালী——বানর, তাকে লুকায়ে বাণমেরে বধ করেন, প্রকাশ্যে নয়। আর হনুমান মৃত্যুবাণ হরণ করে এনে দিলে তাই দিয়ে রাবণকে বধ করেছেন।

চন্দ্র। (সক্রোধে) আঃ এত তেজ!

লব। আরে, তোমার পিতার বীরত্বও আমার জানা আছে, তিনি চোদ্দবৎসর অনাহারে থেকে, শেষ সংগোপনে নিকুম্ভিলা যজ্ঞে প্রবেশ করে, নিঃশস্ত্র মেঘনাদকে বধ করেছিলেন। আর তিনি রাবণের শক্তিশেলাঘাতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে, হনুমান বিশল্যকরণী এনে তাঁর প্রাণ বাঁচায়। বটে কি না?

সুমন্ত্র। বৎস, তুমি ভুজকাম্বে সৈন্যদিগে পরাজয় করেছ বলে অহঙ্কার কোরোনা——

চন্দ্র। না, না, বাগ্‌যুদ্ধে প্রয়োজন কি?——

লব। এরূপ বীরবর! এস্থলে শরানল প্রজ্জ্বলিত করে আশ্রমভূমির মহান্ অনিষ্ট হবে, এস আমরা ঐ প্রান্তরে যেয়ে সংগ্রাম করি।

লব। ক্ষতি কি, চলুন না।

[উভয়ের বেগে গমন।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বাল্মীকির আশ্রমবন।

(বিমানে বিদ্যাধর বিদ্যাধরীর প্রবেশ।)

নেপথ্যে। হুহুঙ্কার এবং ধনুষ্টঙ্কার শব্দ।

বিদ্যাধরী। উঃ! প্রলয়কালের মেঘ গর্জ্জনের মত কি ভয়ানক শব্দ!—নাথ! দেখ দেখ, যেন দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠ্‌লো——"

বিদ্যাধর। কুমার চন্দ্রকেতু অগ্নিবাণ ক্ষেপণ করেছেন। ঈঃ! যেন সাক্ষাৎ কালাগ্নি ত্রিভুবন ভস্মীভূত কর্ত্তে অসংখ্য জিহ্বা প্রসারণ করেছে!

বিদ্যাধরী। নাথ, তুমি নিকটে আছ বলে, এই ভয়ানক সংগ্রাম দেখে আমি মুর্চ্ছা যাচ্চি না।

বিদ্যাধর। ভীরু! ভয় কি?——দেখ, দেখ, আকাশমণ্ডল এককালে মেঘমালায় আচ্ছন্ন হল! কুমার লব, বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন।

বিদ্যাধরী। বড় ভাল, হয়েছে।

বিদ্যাধর। দেখ প্রিয়ে, নিক্ষিপ্ত কিছুই তাঁর অসহ্য। লব যেমন বারুণাস্ত্রে সমুদয় মেঘাচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন, চন্দ্রকেতু তেমনি বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগ করে সমুদয় মেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেল্লেন।

নেপথ্যে। বৎস চন্দ্রকেতু, নিবৃত্ত হও, নিবৃত্ত হও।

বিদ্যাধরী। নাথ, দেখ, ইনি কে? মধুরবচনে যুদ্ধ কর্ত্তে বারণ কর্চ্চেন? আহা! কি মধুর গম্ভীর আকৃতি, দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়। দেবলোকেও এমন শান্ত মঙ্গল-সুন্দর শরীর, সুপুরুষ দেখতে পাওয়া যায় না।

বিদ্যাধর। প্রিয়ে, তুমি একে চিন্‌তে পেলে না? ইনিই জানকীবল্লভ রামচন্দ্র। চল আমরা দেবরাজকে এই সুসংবাদ দেইগে, মহারাজ অযোধ্যানাথ, আজ পুত্র সমাগমে সুখিত হবেন।

বিদ্যাধরী। তবে চল, বিলম্বে প্রয়োজন কি?

[উভয়ের প্রস্থান।

পুষ্পকরথারূঢ় রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম। বৎস চন্দ্রকেতু! তুমি রঘুবংশের ভূষণ, এস তোমায় আলিঙ্গন করে, আমি তাপিত অঙ্গ শীতল করি।——ওহে বীরসন্তান, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর (স্বগত) এই শিশু কি দর্পণগত আমার প্রতিকৃতি? কেবল বয়োবিভেদ ব্যতীত আর কিছু প্রভেদ দেখ্‌ছি না। [নিরীক্ষণ

চন্দ্র। জেঠামহাশয় এসেছেন। (নিকটে গমনপূর্ব্বক চরণ বন্দন)

রাম। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) বৎস, কুশল?

সুমন্ত্র। রাঘবেন্দ্রের জয় হোক্।

রাম। তোমার প্রতিযোদ্ধা কে? আমি তাকে আলিঙ্গন কর্ত্তে ইচ্ছা করি।——আহা! বৎস, আমার বোধ হয় যেন তুমিই দুই দেহ পরিগ্রহ করে অস্ত্র কৌশল দেখাচ্ছো।

লব। (স্বগত) ইনিই রাঘবকুলের প্রধান পুরুষ!——আহা কি গম্ভীরমূর্ত্তি! দৃষ্টিমাত্রেই ভক্তির উদয় হচ্ছে! আহা! মনে যে কোন একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হল! আর কখনত এমন ভাবের উদয় হয় নাই! কি আশ্চর্য্য! ক্রোধ কোথায়? মন একবারে ভক্তিরসে আর্দ্র হয়ে গেল। আমি এঁকে দেখেই অধীন হয়ে গেলাম। এঁর চরণপদ্ম বন্দনা কর্ত্তে অভিলাষ হচ্ছে।

সুমন্ত্র। অহে বীরকিশোর, মহারাজ অযোধ্যানাথ তোমায় দেখতে চান,——এখানে এস।

লব। (নিকটে গমন পূর্ব্বক) আর্য্য, বাল্মীকির শিষ্য লব, আপনাকে বন্দনা কর্চ্চে। [বন্দন।

রাম। থাকুক হয়েছে, চিরজীবী হও। এস বৎস, আমার কোলে এস। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্বগত) একি! দেবী জানকীর স্পর্শে মন যেমন একপ্রকার অনির্ব্বচ-

তাঁর আহ্লাদে পুলকিত হত, এই শিশুর আলিঙ্গনে কেন সেইরূপ আনন্দ উপস্থিত হল !

সুমন্ত্র। বীরকিশোর, বসো।

রাম। বসো বৎস। (সস্নেহে দর্শন)

লব। (স্বগত) ইনি আমায় এমন স্নেহ কচ্চেন, আর আমি এঁর সঙ্গে সমর কর্ত্তে উদ্যত !

রাম। (স্বগত) আহা ! এ বয়সে বালক বটে, কিন্তু প্রতাপে প্রকৃতবীরপুরুষের মত বোধ হচ্চে। আমার ইচ্ছা হয়, এরকাছে পরাজয় স্বীকার করি।

লব। (স্বগত) না, আমার যে আপনাকেই ভারি অপরাধী বোধ হচ্চে। (প্রকাশে) আর্য, আমি বড় অপরাধ করেছি——"

রাম। কেমন ?

লব। আর্য্যের যজ্ঞাশ্বের অনুগামী সৈন্যদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি,——

রাম। বীরের ধর্ম্মই এই,——

মহাকর রবি প্রকাশিলে খরকর
আগ্নেয়প্রস্তর তেজ প্রকাশে যখন,
ক্ষত্রিয় তনয় যেই, কেন না দেখাবে সেই,
স্বতেজ অরাতি তাপে তাপিয়া তখন ?
সিংহের গর্জ্জনে সিংহ করে প্রতিস্বর।

সুমন্ত্র। তার সন্দেহ কি ?

রাম। বৎস লব, তোমার বীরত্বে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, এমন কি তোমার স্থানে আমার পরাজয় স্বীকার কর্ত্তে ইচ্ছা হচ্চে।

সুমন্ত্র। এই বীরকিশোর, প্রকৃতবীরের লক্ষণাক্রান্ত।

লব। (স্বগত) না, ইনি যখন এমন কথা বলচেন, তখন আর সংগ্রাম কি? ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমার উচিত। (প্রকাশে) আর্য্য! আমি বাল্য স্বভাবসুলভ চাপল্য বশত এরূপ ব্যবহার করেছি, বীরত্ব বা প্রশংসার কার্য্য করিনাই। মহারাজ ক্ষমা করুন।

সুমন্ত্র। ক্রীড়া করতে২ সিংহ-শিশু সিংহকে আক্রমণ করে, তাবলে কি সিংহ, শাবকের প্রতি কুপিত হয়?

রাম। বৎস লব, আমি তোমাকে একটী বিষয় অনুরোধ কর্ত্তে ইচ্ছা করি।

লব। (বিনীতভাবে) অনুরোধ কি, আজ্ঞা করুন।

রাম। চন্দ্রকেতুর সঙ্গে তুমি বন্ধুতা কর, এই আমার অনুরোধ। কারণ তোমরা উভয়েই উভয়ের প্রতিকৃতি বিশেষ, বীরত্বে, বয়সে উভয়েই উভয়ের তুল্য।

লব। আর্য্য, আমি আপনার আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপাল্য বোধ করি, কিন্তু উনি হচ্চেন রাজকুমার, আমি একজন তাপস——

সুমন্ত্র। গুণই গৌরবের মূল, অবস্থা নয়। উভ-

যেও কণ্টকীলতা মধ্যে খনির তিমিরগর্ভেও অ-
মূল্যরত্ন লুকায়িত থাকে।

রাম। বৎস চন্দ্রকেতু, তুমি এই বীরকিশোর-
কে বন্ধু সম্বোধন করে আলিঙ্গন কর। আজ অবধি
তোমরা উভয় বন্ধুতা সূত্রে বদ্ধ হলে।

লব। যে আজ্ঞা। (চন্দ্রকেতুকে আলিঙ্গন।)

রাম। জগদীশ্বর মঙ্গল করুন, তোমাদের এই
বন্ধুতা মঙ্গল প্রসবিনী হোক। এস তোমরা উভয়ে
আমার কোলে এস। (কোলে উভয়ের উপবেশন।)

সুমন্ত্র। একি! একটী বৃন্তে দুটী ইন্দিবর প্রস্ফু-
টিত হল!——হে বীরকিশোর, জৃম্ভকাস্ত্র সংহরণ করে
সৈন্যদিগে সংজ্ঞা দান কর, তাঁরাও এই মহোৎসবে আনন্দ
প্রকাশ করুন।

লব। (মন্ত্রজপ করিয়া) হাঁ, অস্ত্র সংহরণ
করলাম।

রাম। জৃম্ভকাস্ত্র তপোময়, ভগবান কৃশাশ্ব দে-
বতাদের নিকট প্রথম প্রাপ্ত হন, তার পর ভগবান বি-
শ্বামিত্র প্রাপ্ত হন, তিনিই আমাকে দিয়াছিলেন
বৎস, তুমি এই অস্ত্র প্রাপ্ত হলে কেমন করে?

লব। আমাদের এই অস্ত্র আজন্মসিদ্ধ।

সুমন্ত্র। তপপ্রভাবে সকলি সম্ভবে।

রাম। আমাদের বল্লে যে, আর কার?

লব। আমি আর আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার।

রাম। তোমার ভ্রাতা কোথায়?

নেপথ্যে। আমি তাপসদের মুখে শুনলেম, র-ঘুবংশীয় অসংখ্য সৈন্য আমার প্রাণের ভাই লবকে আক্রমণ করেছে। কি অন্যায় যুদ্ধ! যদি সত্য হয়, তাত পৃথিবী রাজশব্দ শূন্য হবে।

রাম। (নেপথ্যে কুশকে দৃষ্টি করিয়া) এ কে নীলকান্তমণি-নিন্দিত-কমনীয়-কান্তি বীরকিশোর, স-জলজলদের মত গম্ভীরগর্জ্জন করছে?

লব। ইনিই আমার জ্যেষ্ঠ, এঁর নাম কুশ।

কুশের প্রবেশ।

কুশ। (ধনুষ্টঙ্কার পূর্ব্বক) আজ আমি শাস্ত্র বি-দ্যার পরীক্ষার উপযুক্ত প্রতিযোগী পেয়েছি। সূর্য্য বংশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ! আজ আমি সম্পূর্ণ বীরত্ব প্রকাশ করবো।

রাম। একি মূর্ত্তিমান দর্প, না সাক্ষাৎ বীররস

লব। (নিকটে গিয়া বন্দনপূর্ব্বক) দাদামহা-শয়, পর প্রতি সংহার করে বিনয়ী হোন্।

কুশ। বিপক্ষের কাছে বিনয় কেন? অস্ত্রত নি-স্তেজ হয়নাই? বাহু মৃণালও ত বিক্রমশূন্য হয় নাই?

লব। রঘুনাথ উপস্থিত।

কুশ। সেই "রামায়ণকথার" নায়ক রঘুনাথ?

লব। হাঁ, তিনিই।

কুশ। তবে এঁর সঙ্গে কিরূপ কথাবার্ত্তা বল্‌তে হবে?

লব। গুরুর কাছে যেরূপ করে কথা বলতে হয়

কুশ। সেরূপ কেন?

লব। রঘুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র চন্দ্রকেতুর সঙ্গে আমার বন্ধুতা হয়েছে, সেই সম্বন্ধে রঘুনাথ আমাদের ধর্ম্মপিতা হন।

কুশ। ভাল সেইরূপই বল্‌বো, চল।

[কিঞ্চিৎ অগ্রসর।

লব। ঐ দেখুন, রঘুমণি দণ্ডায়মান। আহা কি সৌমমূর্ত্তি! দৃষ্টিমাত্রেই এঁর অলৌকিক বিক্রম, সাগর তুল্য গম্ভীর স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

কুশ। (নিকটে গিয়া) পিতঃ, বাল্মীকি-শিষ্য কুশ আপনাকে বন্দনা কর্‌চে।

রাম। এস বৎস (আলিঙ্গন করিয়া) চিরজীবী হও। (স্বগত) আঃ আমার তাপিতদেহ কি শীতল হল! আমি কখনও এমন স্পর্শসুখ অনুভব করি নাই। কি অনির্ব্বচনীয়সুখই লাভ কর্‌লাম! যেমন প্রিয়তমা জানকীর শরীর অভিনব কোমলকুসুমসৌরভ-বিশিষ্ট ছিল, এর সুনীলশরীরও সেইরূপ সুবাসিত!———"

চন্দ্র। আপনার কনিষ্ঠের নবীনবন্ধু চন্দ্রকেতু আপনাকে বন্দনা করুচে।

কুশ। এস, ভাই এস। [আলিঙ্গন।

চন্দ্রকেতু। বসুন। [কুশের উপবেশন।

রাম। (স্বগত) বোধ হয়, এদুটীই যেন সহ

অস্ত্রগুলিকে শিশুদের অনুগামী হতে বলে ছিলাম। অরে কুহকিনী আশা! কেন আর আশ্বাস করিস্? মূল ছেদন করে কি আর সেই লতায় কুসুমদর্শনের প্রত্যাশা থাকে? (অশ্রুপাত) হায়! আজ আমার এই শিশুদিগের সাক্ষাৎ লাভ, দুরন্ত-সন্তাপ-গর্ত্ত চন্দনরসের ন্যায়, বজ্র মিশ্রিত চন্দ্রকিরণের ন্যায় বোধ হচ্চে

(অশ্রুপাত)

লব। রাজমহাশয়, আপনি রোদন করেন কেন? এর কি দুঃখ উপস্থিত হল?

কুশ। (হাস্যকরিয়া) ভাই তুমি কি 'রামায়ণ-কথা' ভুলেছ? যে জানকীবিরহে রঘুনাথের শরীর জীবনশূন্য,——নয়ন দীপ্তিশূন্য,—— জগত বান্ধব শূন্য,——এঁর সেই প্রেয়সী বিচ্ছেদই ত সকল দুঃখের নিদান, এক বিরহ তাতে আবার অবধি শূন্য, এর কারে এঁর কি পর্য্যন্ত না দুঃখ।

রাম। (স্বগত) না, নিশ্চয়ই এরা দেবীর পুত্র কোনরূপে এদের পরিচয় লওয়া আবশ্যক। (প্রকাশে) বৎস কুশ, আমরা শুনেছি, তোমাদের মহর্ষি রামায়ণ রচনা করেছেন, তোমরা সেই রামায়ণের কিছু বল দেখি।

কুশ। আর্য্য, আমরা মহর্ষি প্রণীত রামায়ণ এ সমুদয় অধ্যয়ন করেছি, এক্ষণে সকল স্মরণ নাই। এ লঙ্কাকাণ্ডের এই একটী শ্লোক শুনুন——

রাম। তবে এখন নাটকারম্ভ করা হোক্। এই আমি বসলাম।

[উপবেশন।

লক্ষ্মণ। ঠিক যে, নাটক আরম্ভ কর না।

সূত্রধরের প্রবেশ।

সূত্র। মহর্ষি বাল্মীকি বিজ্ঞাপন কর্চ্চেন—

বিশেষ জানিয়া আমি,
করেছি এ নাটক দান।

করুণ, অদ্ভুত রস,
পূর্ণ, অতীব সুরস,
স্থির চিত্তে হোক্ সর্ব্বজন!

নেপথ্যে। হা আর্য্যপুত্র! হা দেবর লক্ষ্মণ আমি একাকিনী, সঙ্গে একটি মানুষ নাই—কাল প্রসব বেদনা উপস্থিত!—তাতে আবার হিংস্রজন্তু গ্রাস কর্ত্তে আসচে। এসময় আমাকে কে রক্ষা করবে? আমি গঙ্গাতে প্রাণ ত্যাগ করি——"

লক্ষ্মণ। এ কি!

রাম। প্রিয়ে, ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি তো-মার অনুগামী হই।——আমার এই জীবনে——এই দুঃখিতজীবনে প্রয়োজন কি?

[গমনোদ্যত।

লক্ষ্মণ। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) আর্য্য! কোথায় যান?——এ যে নাটক।——এ যে নাটক——

রাম। হা রামহৃদয়বর্ত্তিকে!——হা পতি-প্রাণে!——হা সরলশীলে! রাম তোমায় অল্প যাতনা দিলে না!——

লক্ষ্মণ। আর্য্য, এ যে নাটক! স্থির হয়ে দেখুন,

রাম। ভাই লক্ষ্মণ, তুমি কি বোল্‌চো!——যে সীতার জন্যে আমরা নাগপাশ বন্ধন স্বীকার করেছি,——যে জানকীর জন্যে তুমি আপনার বক্ষঃস্থলে রাবণের শক্তিশেলের চিহ্ন ধারণ করেছ, সেই অতি-রূপবতী সীতা অনাথার মত ভাগীরথীতে প্রাণত্যাগ করবেন, আর আমি বসে দেখবো? আমি লো-কঞ্জনানুরোধে প্রেয়সীকে পরিত্যাগ করেছি বলে পশু, পক্ষী, ইতর জন্তু হতেও কি অপকৃষ্ট হয়ে প-ড়েছি? লক্ষ্মণ, তারাও প্রেয়সীকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখলে, ধৈর্য্য ধারণ কর্ত্তে পারে না।

লক্ষ্মণ। দেব, এ যে নাটক, প্রকৃত কিছুই নয়. এখানে আর্য্যা জানকী কই?

[হস্তধারণ পূর্ব্বক উপবেশন।

রাম। ভাই, তুমি আমায় যেতে দিলে না, কিন্তু আমার প্রাণ সেই প্রাণেশ্বরীর অনুগমন কল্লে, এই পাপাত্মার দেহে আর তিলেকও অবস্থান কর্ত্তে সম্মত হল না! [মূর্চ্ছা।

জানকী, বসুমতী এবং শিশুদ্বয় ক্রোড়ে লইয়া গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। বাছা, তোমার দুটী ছেলে দুটিই হল, দেখ! আহা! বাছা রামের মত সকলি, সেই চোক, সেই মুখ, সেই বর্ণ,—আহা! দেখ বাছা দেখ, দেখলে তোমার চক্ষু জুড়াবে—দুঃখ দূরে যাবে।

সীতা। হা নাথ! তুমি কোথায়! হা! আজ আমার হরিষে বিষাদ!——* [অশ্রুপাত।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আর্য্য!——উঠুন। জ্ঞান করে দেখুন, দেবী জানকীর দুটী সন্তান প্রসূত হল।—আহা! পরম সৌভাগ্য!——হায় কি হল! আর্য্যের এখনও চৈতন্য হল না।

বসুমতী। বাছা সীতে, উঠ মা!

[হস্তাবমর্ষণ।

সীতা। (চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক) এ অভাগিনী-কে কে এমন মমতা করে?

গঙ্গা। বাছা, ইনি তোমার মা,——বসুমতী।

সীতা। (রোদন করিয়া) হায়! মা আমাকে এমন অবস্থায় দেখলেন!——আমি অভাগিনী!

বসুমতী। তোমার দুঃখ কি মা? কাঁদছো কেন? (অঞ্চল দ্বারা অশ্রু মোচন) এস মা, আমার কোলে এস, রামচন্দ্র বিনিদোষে বর্জ্জন করেছেন বলে, আমি কি আর পাষাণ হই নাই।——ঐ দেখ, তোমার দুটী ছেলে, তোমার কুলদেবী গঙ্গার কোলে কেমন শোভা পাচ্ছে, যেন, মানসসরোবরে নীলপদ্ম দুটী ফুটে রয়েছে!——"

গঙ্গা। বাছা, একবার ছেলে দুটীকে কোলে নিয়ে স্তনপান করাও, তোমার সকল দুঃখ দূর হবে এখন।

(সন্তান দুটী সমর্পণ।)

সীতা। (ক্রোড়ে লইয়া) হায়! আজ আমি অযোধ্যায় থাকুলে!——হা নাথ, তুমি কোথায়?——

রাম। (চৈতন্য পাইয়া) প্রিয়ে,——" (নিস্তব্ধ)

লক্ষ্মণ। আর্য্য, দেখুন, ভাগবতীগঙ্গা আর বসুমতী দেবী জানকীকে রক্ষা কল্লেন।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ, দুঃখিনী সীতার দুঃখে রামভিন্ন কে না দুঃখিত হয়?

গঙ্গা। বসুমতি, স্থির হও, এত কাতরা হচ্চ কেন?

বসুমতী। দেবি ভাগীরথি, আমি কেমন করে

পবিত্র হব, আর সীতার ছেলেদুটীকে মানুষ করে রাম
চন্দ্রের ধার শোধ কর্‌তে পার্‌বো।

লক্ষ্মণ। আর্য্য শুনুন।

রাম। ভাই, লোকে শুনুক।

বসন্ত। আমাতে, আপনাতে, আর মহাদেবী
কৌশল্যাতেও কোন ভিন্নভেদ নাই, সীতে সকলেরই
সমান স্নেহপাত্রী।

গঙ্গা। চল না চল, ছেলেদুটী আমার কোলে
দাও।

[সকলের প্রস্থান।

রাম। একি যথার্থই সীতাদেবী এই বিষকণ্টক-
অশ্রু-পূর্ণ-সংসার গহন পরিত্যাগ কর্‌লেন!—লক্ষ্মণ,
আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌লাম, না—নিত্য সত্য, বর্ত্তমান অ-
বুদ্ধি নিদ্রা যাই নাই, তা স্বপ্ন কেমন করে হবে?—
হা, সীতে!—হা চিরদুঃখিনি, তুমি দুঃখে দগ্ধ হয়ে ইহ-
লোক পরিত্যাগ কর্‌লে! আর আমি রইলাম!——
অরে পাপপ্রাণ, তুই এত যন্ত্রণাও সহ্য কর্‌তে পারিস্‌?
(লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) ভাই, এই জন্মেরমত বি
দায় হলেম! আর আমাকে এই পাপপূর্ণসংসারে দেখ্‌তে
পাবেনা; ভাই! তুমি আমার বাল্যকাল হতে অনুগত
ছিলে, তুমি আমার সঙ্গে বনে গিয়েছিলে, তুমি বনে
আমার কত সেবা করেছ, জানকীর বা কত সেবা করেছ,
প্রাতে উঠে ফলমূল এনে যোগায়েছ, শয়নের সময় পা-

রাম। ভাই, তুমি, চিরকাল আমার আজ্ঞাবহ, আমার করুণ শেষকথা শুন,——কথাটী এই, সীতার বিনোদনের নিমিত্তে যে অশোকবন করা হয়, সেই অশোকবনে একটী মণিমাণিক্যময় মন্দির প্রস্তুত করে, প্রাণপ্রতিমা জানকীর স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করবে। সে প্রতিমূর্ত্তির চরণতলে প্রস্তরফলকে এই কবিতাটী স্পষ্টাক্ষরে খোদিত করে দিবে——

বিনা দোষে সতীনারী রমণী রতন,
হতভাগা রাম দিয়ে বনে বিসর্জ্জন,
অবশেষে অনুতাপে ত্যজিল জীবন,
এই তার প্রিয়ার প্রতিমা নিদর্শন।

লক্ষ্মণ। দেব! যথার্থই উন্মত্ত হলেন, কি ব-লচেন?

চন্দ্রকেতু। জেঠামহাশয়! আমাদের মমতা প-রিত্যাগ করে কোথায় চল্লেন? ফেলে গেলেন। আ-মাদিগে কে আর তেমন স্নেহ, তেমন মমতা করবে!——

।গলদেশ ধারণপূর্ব্বক রোদন।

রাম। বৎস এস, তোমায় জন্মের মত, আলি-ঙ্গন করি, (আলিঙ্গন) আর এমন অমৃতময় স্পর্শসুখ পাবোনা। বৎস! তুমিই একমাত্র পিতৃদেবতাদের জলপিণ্ডের ভরসাস্থল! রঘুবংশের আর কেউ নাই!

——পুত্রের প্রদত্ত তর্পণাঞ্জলির জলপান করা রামের অদৃষ্টে নাই, বিধাতা———বিধাতা কেন, আমি স্বয়ং সে আশালতার মূলোচ্ছেদ করেছি! বৎস, তোমার প্রদত্ত জলাঞ্জলি পেলে ও আমি পরকালে তুষ্ট হব, জানকী আমার অশোকমঞ্জরী পেয়ে বড় ভাল-বাসতেন তা, তর্পণাসময় তিলের সঙ্গে অশোক ম-ঞ্জরী প্রদান কর, আমি পরলোকে প্রেয়সীর সঙ্গে পান করে পরিতৃপ্ত হব'———না, না, এ আশাও মিথ্যা, আমি জানকীর কাছে যে অপরাধ করেছি, তিনি কি পরকালে আমার সহিত সম্মিলিত হবেন? তবে অনুতাপ সন্তাপে কি আমার অনুতাপিতচিত্ত শান্তি লাভ করতে পারবে? আত্মকৃতপাপের কি ক্ষমা আছে? না, তেমন অনেক পাপীর শান্তিলাভের সম্ভাবনা আছে? আমি নিরপরাধিনী জেনেও সেই সতীর বুকে———সেই জনকনন্দিনীকে———সেই প-তিপরায়ণাকে পরিত্যাগ করে মহাপাতকে লিপ্ত হয়েছি;———তাই বলছি, ঈশ্বর কি আমাকে এই ক্ষ-মার অযোগ্য অপরাধ ক্ষমা করবেন? না, তিনিও আত্মকৃতপাপ ক্ষমা করেন না।——হায়———"

[রোদন ও মূর্চ্ছা।

দর্শকমণ্ডলীর কোলাহল।

লক্ষ্মণ। মহর্ষি বাল্মীকি, রক্ষা করুন, রক্ষা ক-রুন।

সকলে। মহর্ষি! আর নাটকে প্রয়োজন নাই, যথার্থ বিষয় প্রকাশ করে মহারাজকে প্রবোধিত করুন।

আকাশে কোমল বাদ্য।

লক্ষ্মণ। একি আবার! (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি পূর্ব্বক) বিমানে দেবগণ উপস্থিত! দেবী জানকীর অগ্নি পরীক্ষার দিন এইরূপ দেবগণ সমাগত হয়েছিলেন, না জানি আজ আবার কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।

নেপথ্যে। অগো অরুন্ধতি, তুমি জগতের পূজ্যা, আমরা রঘুকুলের বধূ, অতি পবিত্রা — পবিত্রা কি, জগৎপবিত্রকারিণী সীতাকে তোমার কাছে সমর্পণ কল্লাম——

লক্ষ্মণ। আমরা কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) না, ঐ যে ভগবতী অরুন্ধতী আর্য্যা জানকীকে সঙ্গে করে আস্‌চেন!——দেব, মূর্চ্ছা ত্যাগ করুন, দেবী জানকী উপস্থিত।

অরুন্ধতী এবং সীতার প্রবেশ।

অরু। বাছা সীতে! এস, লজ্জা পরিত্যাগ করে মূর্চ্ছাপন্ন বল্লভকে চেতন করাও।

সীতা। (নিকটে গিয়া হৃদয়স্পর্শপূর্ব্বক) নাথ, ওঠ, ওঠ,——

রাম। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে) এই যে জীবিতেশ্বরী জানকী! পরমসৌভাগ্য!——সুধাবারি অভিষেক না কল্লে, মৃতদেহে জীবনসঞ্চারের সম্ভাবনা কি?——অই যে ভগবতী অরুন্ধতী——"

নেপথ্যে। বৎস, আমি সকলের পাপ পুণ্যের সাক্ষি স্বরূপিণী বসুমতী, তোমার শাশুড়ী। তুমি সীতাকে বর্জ্জন করবার সময় বলেছিলে "মাতঃ মেদিনি! দুরাত্মা রাঘব জানকীকে পরিত্যাগ কল্লে, অতএব তুমি তোমার তনয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করো।" তা আমি এতদিন জাহ্নবীর সঙ্গে সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করচি, তোমার ছেলেদুটীকে মানুষ কল্লেম।—সীতার স্নেহ আর পবিত্র চরিত্রের বিষয় আমি কিছু বোল্‌বো না, কেন না, সীতা আমার মেয়ে, মেয়ের দোষ গুণ মায়ের বলা উচিত নয়। তোমার কুলদেবী ভাগীরথী কি বলেন, শোন।

নেপথ্যে। ওহে রঘুপতি রামচন্দ্র, আমি তোমার কুলদেবী গঙ্গা। তুমি চিত্রপট দেখাবার সময় বলেছিলে "মাতঃ গঙ্গে, তুমি ভগবতী অরুন্ধতীর ন্যায় আমাদের প্রতি স্নেহবতী, তোমার কুলবধূ সীতার প্রতি সর্ব্বদা সস্নেহ থেকো।" তা তুমি সীতাকে পরিত্যাগ কল্লে, আমি তাকে আপনার কাছে রেখেছি, আর তোমার ছেলেদুটীকে মানুষ করে বাল্মীকির কাছে সমর্পণ করেছি। সীতা অতি পবিত্রা—এমন কি সীতার সংস্পর্শে আমি পর্য্যন্ত পবিত্র হয়েছি।

লক্ষ্মণ। যাঁরা দেবীচরিত্রে সন্দেহ করেন, তাঁরা শুনুন।

আকাশে কোমল বাদ্য।

নেপথ্যে দৈববাণী। সীতার তুল্য সতী নাই—সীতার তুল্য সতী নাই——

অরুন্ধতী। অহে পুরজন সব!—অহে দর্শকগণ! ভগবতী ভাগীরথী, আর দেবগণ সীতার সতীত্বের সাক্ষী দিলেন। এখন আর সীতার চরিত্র বিষয়ে কোন মতেই সন্দেহ করা যেতে পারে না, যদি তোমরা বল তবে রামচন্দ্র সীতাকে গ্রহণ কর্ত্তে পারেন।

সকলে। দেবী অরুন্ধতি যা বল্লেন, তাতে আমরা সকলেই সম্মত আছি।

অরুন্ধতী। বৎস রামচন্দ্র, সীতার সতীত্ব বিষয়ে দেবতারাও অনুমোদন কর্চ্চেন, পৌরজনেরাও সকলে সম্মত, তুমি এখন ধর্ম্মপত্নী জানকীকে গ্রহণ কর; আমি তোমাকে এই সতীরত্ন সমর্পণ কচ্চি।——বৎস রাঘব, সুদীর্ঘকালের পরে, জানকীকে সম্মানসূচক সম্ভাষণ করে, তার মনোদুঃখ দূর করো।

সীতা। (সাভিমানে) আর্য্যপুত্র কি আমার দুঃখ দূর কর্ত্তে জানেন?

রাম। প্রিয়ে, আমি তোমার সঙ্গে যে অসদ্ব্যবহার করেছি; মানুষের কথা দূরে থাকুক, পশুতেও প্রে-

যন্ত্রীর সঙ্গে তেমন ব্যবহার করেনা। কপোত কুরঙ্গও গর্ব্বিণী প্রণয়িনীকে প্রাণপণে রক্ষা করে। প্রাণেশ্বরি, আমি আর কি বল্‌বো, তোমার কাছে, আমি আর লজ্জাতে মুখ দেখাতে পারি না। কেন আমি তোমার সঙ্গে তেমন বিশ্বাসঘাতকের কাজ কল্লাম,—কেন আমার তেমন মতিচ্ছন্ন হল, তাকিছু বল্‌তে পারিনা। যাহোক, পতিব্রতাসতীদের ধর্ম্মই এই, পতি শতসহস্র অপরাধ কল্লে ও তাঁরা তা মার্জ্জনা করে থাকেন। তা প্রাণেশ্বরি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর্ত্তে হবে। [চরণ ধারণে উদ্যত।

সীতা। (সহসা কর ধারণ পূর্ব্বক) নাথ, সেকি! সেকি! উঃ, উঃ,——তোমার একটুও দোষ নাই সকলি এই অভাগিনীর কপালের দোষ বল্‌তে হবে। তবু আমি বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞ। স্বীকার কর্চ্চি যে, তিনি এতদুঃখ দিয়েও আমাকে প্রাণে মারেন নাই—যদি প্রাণে না বাঁচ্‌তেম, তবে কি আর, আজ তোমার চরণপদ্ম দেখে, আহ্লাদ সাগরে ভাস্‌তে পার্ত্তেম? আমার এই পরমভাগ্য যে আবার তুমি আমায় গ্রহণ কল্লে। আমার দুঃখের অশ্রুজল নিয়তই ধারাবাহী পড়্‌তো, আজ সেই অশ্রুজল আনন্দে পরিণত হল। [অশ্রুপাত।

কুশলব সহ বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। রাঘবেন্দ্রের জয় হোক্‌।

রাম এবং সীতা। প্রণাম মহর্ষে।

বাল্মীকি। বৎস রামচন্দ্র, আজ আমার চিরমনোরথ সিদ্ধি হল। (সীতার প্রতি) মা জানকি, তুমি একবার রামের বামে বোস, আমি তোমার কোলে কুশ লবকে সমর্পণ করে চরিতার্থ হই। (রামের বামে সীতার উপবেশন)—বৎস কুশ, লব, তোমরা জ্ঞানলাভ করে পিতা, মাতা দেখ নাই,—আজ একবার জনকজননীর ক্রোড়ে বসে, তাঁদিগে ইহলোকের শান্তিসুখ প্রদান কর—আপনাদের চক্ষু পরিতৃপ্ত কর—আর জনক জননীকে সম্বোধন করে বাক্‌শক্তি সফলিত কর।

[কুশ এবং লবকে সীতার ক্রোড়ে
স্থাপন।

সীতা। এস, বাছা, আমার কোলে এস, (ক্রোড়ে স্থাপন ও মুখচুম্বন) আমি অনেক দিন হতে বাছা, তোমাদের মুখচন্দ্র দর্শনে বঞ্চিত হয়ে রয়েছি। (রামের প্রতি) নাথ, একবার আমার কুশলবকে কোলে করে, আমার মনের দুঃখ দূর কর।—আমি যে এজন্মে আর ছেলেদুটীকে কোলে করে তোমার কোলে দিয়ে আহ্লাদে গলে যাবো, আমার এমন আশা ছিল না, এতদিনের পর বিধাতা যদি অনুকূল হয়ে, সেই আশা পূর্ণ করবার সময় দিলেন, তবে আর অপেক্ষা কি ?

[রামের ক্রোড়ে কুশলবকে সমর্পণ।

রাম। আজ আমার জীবন সার্থক হল,—আজ

আমি সংসার আশ্রমের সার সুখ প্রাপ্ত হলাম।

লক্ষণ। আর্য্যে, সেই হতভাগ্য লক্ষ্মণ, প্রণাম কচ্চে। [ক্রন্দন।]

সীতা। এস, লক্ষ্মণ——তবু ভাল যে আবার তোমায় দেখতে পেলেম,——

রাম। ভাই লক্ষ্মণ, সৌভাগ্যের এই সহকুশ,—

লক্ষ্মণ। এস, বৎস, একবার আমার ক্রোড়ে এস, ——

[কুশলবকে অঙ্কে গ্রহণ।]

জনক, বশিষ্ঠ, ঋষ্যশৃঙ্গ, কৌশল্যা, শান্তা প্রভৃতির প্রবেশ।

রাম। এই যে সকল গুরুজন উপস্থিত।—— আহা! অযোধ্যার রাজ্যাভিষেক সময় হতেও আমার অধিক আহ্লাদের সঞ্চার হচ্চে!——

সীতা। পিতঃ, আপনার দুঃখিনী নন্দিনী জানকী প্রণাম কচ্চে।

জনক। বৎসে, তুমি আমার প্রাণাধিকা। তোমার সচ্চরিত্রতা আর পাতিব্রত্যে আমি কৃতার্থ হলেম।

ভরতের প্রবেশ।

রাম। এস ভাই, এস, লবণ বধ করা হয়েছে? যখন মঙ্গল হবার হয়, তখন কেবল মঙ্গল পরম্পরাই হতে থাকে।——আমি আজ ধর্ম্মপত্নী সীতাকে প্রাপ্ত হলাম,—দুটী সন্তানযুগ্ম পেয়ে কৃতকৃতার্থ হলেম——

কল বন্ধুবান্ধবের সাক্ষাৎলাভে, আহ্লাদ হ্রদে——পী
যূষ সাগরে অভিষিক্ত হলাম! জানিনা এর পর আর
কিরূপ মঙ্গলঘটনা উপস্থিত হয়।

আকাশে কোমল বাদ্য ও পুষ্প বৃষ্টি।

বাল্মীকি। বৎস রাঘব, তোমার সকল অভীষ্ট
সিদ্ধ হল,—আজ তুমি শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হতেও
মহৎ ফল লাভ কল্লে, আর কি প্রার্থনা কর, বল?

রাম। মহর্ষে, আমার আর প্রার্থনার কিছু মাত্র
অবশিষ্ট নাই, জগদীশ্বরের প্রসাদে, আর ভগবানের
আশীর্বাদে প্রার্থনার পূর্বেই আমার সকল অভীষ্ট
সিদ্ধ হয়েছে——এখন যদি প্রার্থনা করতে হয়, তবে
এই প্রার্থনা করি———

সকলের মতি হোক্ ঈশ্বরেতে লীন,
থাকুন ধার্ম্মিকগণ সুখে চিরদিন;
নবরসে যাঁর বর্ণনায় মূর্ত্তিমান,
করুন সজ্জনে সেই কবির সম্মান;
পতিব্রতা সুশীলার দৃষ্টান্তের স্থলী,
হউন "জানকী" আমি এই মাত্র বলি।

বাল্মীকি। তথাস্তু।

(যবনিকাপতন।

ইতিপঞ্চমাঙ্ক।

সমাপ্ত।